ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-108 ■ 23 January, 2025 ■ আগরতলা ২৩ জানুয়ারি, ২০২৫ ইং ■ ৯ মাঘ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

পুষ্পক এক্সপ্রেসে আগুনের গুজব

ভয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া ১২ যাত্রীকে পিষে দিল কর্ণাটক এক্সপ্রেস, আহত ৪০

মুম্বাই, ২২ জানুয়ারি ।। পুষ্পক এক্সপ্রেসে আগুন লাগার গুজবে ট্রেন থামিয়ে কয়েকজন যাত্রী ঝাঁপিয়ে পড়েন। ওই সময় পাশের রেল লাইনে কর্ণাটক এক্সপ্রেস কয়েকজন যাত্রীকে চাপা দিয়েছে। তাতে, ১২ জনের মৃত্যু এবং প্রায় ৪০ জন আহত হয়েছেন বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে।

মহারাষ্ট্রের জলগাঁও জেলায় বুধবার বিকেল ৪:৪২ মিনিটে একটি বড় ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটেছে। পচোরা স্টেশনের কাছাকাছি মাহেজি ও পারধাদে অঞ্চলের মধ্যে পুষ্পক এক্সপ্রেসে আগুন লাগার গুজব ছড়িয়ে পড়ে। এই সময় কোনও যাত্রী চেন টেনে ধরেন। ট্রেন থামে এবং আতঙ্কিত যাত্রীরা ট্রেন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়েন। একই সময়ে অন্য রেল লাইন দিয়ে আসা কর্ণাটক এক্সপ্রেস কয়েকজন যাত্রীকে চাপা দেয়।

জলগাঁও এসপি ১১ জনের মৃত্যুর কথা নিশ্চিত করেছেন। তবে, বিশেষ পুলিশ মহা-নির্দেশক দত্তাত্রয় করালে জানান, ১২টি মৃতদেহ সিভিল হাসপাতাল পাঠানো হয়েছে। প্রায় ৪০ জন যাত্রী আহত হয়েছেন। ভুসাওয়াল বিভাগীয় সেন্ট্রাল রেলের আধিকারিক সূত্র জানিয়েছেন, যেখানে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে সেখানে রেল লাইনে তীক্ষ্ণ বাঁক ছিল। এর ফলে অন্য রেল লাইনের যাত্রীরা ট্রেন আসার সময় বুঝতে পারেনি। তাই কর্ণাটক এক্সপ্রেসে এত বেশি সংখ্যক মানুষ চাপা পড়েন।

ট্রেন নম্বর ১২৬২৭ কর্ণাটক এক্সপ্রেস বেঙ্গালুরু থেকে নতুন দিল্লি যাচ্ছিল। আর পুষ্পক এক্সপ্রেস (১২৫৩৩) লখনউ থেকে মুম্বাই যাচ্ছিল। রেলের এক সিনিয়র আধিকারিক জানান, প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী পুষ্পক এক্সপ্রেসের এক কোচের ভেতরে "হট এক্সল" বা "ব্রেক-বাইন্ডিং (জ্যামিং)" এর কারণে আগুনের উস্কি উঠেছিল এবং কিছু যাত্রী তাতে আতঙ্কিত হয়ে যান। তারা চেন টেনে ধরে এবং তাঁদের মধ্যে কিছু নেমে যান।

উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের লখনউ বিভাগীয় রেল ব্যবস্থাপক আদিত্য কুমার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চারতলা থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জানুয়ারি।। চারতলা থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী হলেন এক মহিলা। মহিলার নাম শম্পা সাহা (৫০)। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার সন্ধ্যায় রাজধানীর ভগবান ঠাকুর চৌমুহনী এলাকাতে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, ভগবান ঠাকুর চৌমুহনীর মহেন্দ্র অ্যাপার্টমেন্টের চারতলায় নিজ ফ্ল্যাটে স্বামীর সাথে থাকতেন শম্পা সাহা। তাঁর স্বামী সরকারি চাকরিজীবী। আজ সন্ধ্যায় চারতলা ফ্লেটের ছাদ থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী হন ওই মহিলা। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় পূর্ব মহিলা থানায়। পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পাহাড়ি এলাকায় জনজাতিদের সার্বিক বিকাশ সরকারের লক্ষ্য ঃ কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জানুয়ারি।। অ্যাসপিরেশনাল ব্লক কর্মসূচিতে পাহাড়ি এলাকার জনজাতি অংশের মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পুষ্টি ও কৃষি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্র, মৌলিক পরিকাঠামো ও সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রগুলিতে অগ্রাধিকার দিয়ে বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়ণ করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের লক্ষ্য পাহাড়ি জনজাতি এলাকার সার্বিক বিকাশ। আজ দামছড়া ব্লকে এক পর্যালোচনা সভায় কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী ড. রাজভূষণ চৌধুরী একথা বলেন। পর্যালোচনা সভায় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী লুঙ্গা জমিতে বাঁধ নির্মাণ করে জলাশয় সৃষ্টি করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেন, এ ধরনের জলাশয়ের জল কৃষিকাজে যেমন ব্যবহার করা যায় তেমনি পরিশোধন করে পানীয়জল হিসেবেও ব্যবহার করা যাবে। সভায় অ্যাপিরেশনাল ব্লক দামছড়ার উন্নয়নে বিভিন্ন "কী পারফরম্যান্স ইন্ডিকেটর" নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। পর্যালোচনা সভায় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, পাহাড়ি জনপদগুলিতে যেখানে বিদ্যুৎ পরিষেবা পৌঁছানো সম্ভব হবে না সেখানে সৌরশক্তি ব্যবহার করতে হবে। কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী ড. রাজভূষণ চৌধুরী আজ দামছড়া ব্লকের বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেছেন। পরিদর্শনের সময় কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী দামছড়া ভিলেজের হালামবাড়ি ও কাসকাউ পাড়ায় দুটি নতুন উদ্ভাবনী জল পরিশোধন প্ল্যান্টের উদ্বোধন করেন। পরিদর্শনের সময় তিনি দামছড়া ব্লকের মনাছড়া এডিসি ভিলেজের প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-গ্রামীণ প্রকল্পের সুবিধাভোগী, স্বসহায়ক দলের সদস্যা ও পিএম- জনমন প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের সাথে মতবিনিময় করেন।

পর্যালোচনা সভায় দামছড়া ব্লকের বিডিও অনুপম চাকমা ব্লক এলাকায় রূপায়িত বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচির চিত্র তুলে ধরেন। তিনি জানান, অ্যাসপিরেশনাল ব্লক কর্মসূচিতে দামছড়া ব্লকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়ন কর্মসূচি রূপায়িত হয়েছে। জল জীবন মিশনে ব্লকে ৯৪ শতাংশ বাড়িতে পাইপলাইনে পানীয়জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। সভায় মৎস্য দপ্তরের উপঅধিকর্তা জানান, দামছড়া ব্লকে চাহিদার তুলনায় মাছের উৎপাদন বেশি। ব্লক এলাকার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আজ নেতাজী জন্মজয়ন্তী

রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা রাজ্যপালের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জানুয়ারি।। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিন উপলক্ষে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নান্নু এক শুভেচ্ছা বার্তায় রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। শুভেচ্ছা বার্তায় রাজ্যপাল বলেন, "স্বাধীনতা সংগ্রামী দেশপ্রেমিক সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিন উপলক্ষে ত্রিপুরাবাসীকে আমি শুভেচ্ছা জানাই। স্বাধীনতা সংগ্রামে সুভাষচন্দ্র বসুর আত্মত্যাগ এবং দেশভক্তি স্বাধীনতা সংগ্রামে এক নতুন পথ নির্দেশ করেছিল। সুভাষচন্দ্র বসুর নিষ্ঠা, উৎসাহ এবং সুদৃঢ় মানসিকতা দেশকে উৎসাহিত করেছিল। সুদৃঢ় মানসিকতা, অসাধারণ নেতৃত্ব, নিষ্ঠা ও মানসিক দৃঢ়তার জন্য দেশবাসী তাঁকে গর্বের সঙ্গে স্মরণ করবেন। তাঁর চিন্তাভাবনা আমাদের ঐতিহ্য। আমি যুব সমাজের কাছে আবেদন জানাচ্ছি তাঁর আদর্শকে অনুসরণ করে তারা যেন দেশের প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করেন।"

দুর্ঘটনায় স্ত্রীর মৃত্যু, গুরুতর আহত স্বামী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জানুয়ারি।। খুমলুঙ যাওয়ার পথে যান দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে স্ত্রীর। ওই দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন স্বামী। সাত সকালে উদয়পুর মহারানী এলাকায় দ্রুতগামী লরি এবং অটোর সংঘর্ষে মহিলার প্রাণ কেড়ে নেয়। ওই ঘটনায় গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, আজ সাত সকালে মহারানী থেকে খুমলুঙয়ে যাওয়ার জন্য ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ছাত্রীর মৃত্যু ঘিরে তদন্তের আশ্বাস মন্ত্রী রতন নাথের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জানুয়ারি।। লেফুঙ্গাস্থিত এক ছাত্রীর রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনায় বুধবার মন্ত্রী রতন লাল নাথ মৃতার বাড়িতে গিয়ে মৃতা ছাত্রীর পরিবারের সাথে দেখা করেন। তিনি জানিয়েছেন, মৃতা আলিশা দেববর্মা তাঁর মাতা-পিতার পালক সন্তান ছিল।

প্রসঙ্গত, গত সোমবার বাধারঘাটস্থিত ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিল হোস্টেলে আলিশা দেববর্মার মৃতদেহ ফাঁসিতে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার হয়েছিল। এই ঘটনায় মঙ্গলবার স্পোর্টস স্কুল চত্বরে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল।

মন্ত্রী রতন নাথের লেফুঙ্গায় ওই ছাত্রীর বাড়িতে গিয়ে মৃতার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মোদীর অ্যাক্ট ইস্ট পলিসির জন্য ত্রিপুরায় ব্যাপক উন্নয়ন হচ্ছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ২২ জানুয়ারি।। ত্রিপুরায় অন্তিম ব্যক্তি পর্য্যন্ত আর্থ সামাজিক ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য কাজ করছে রাজ্য সরকার। বিগত ১০ বছরে জিএসডিপি ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। মাথাপিছু আয়ও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। আর এসব কিছু সম্ভব হয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির অ্যাক্ট ইস্ট পলিসির জন্য। বুধবার কলকাতা ন্যাশনাল লাইব্রেরীর ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ভাষা ভবনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নির্বাচিত বক্তব্যের উপর লিখিত বইয়ের উন্মোচন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, বিগত নির্বাচনের প্রাক সময়েও আমি এখানে এসেছি। যদিও আমাদের প্রত্যাশিত ফলাফল আসেনি। তবে আমি নিশ্চিত আগামীদিনে পশ্চিমবাংলায় পরিবর্তন আসবে। ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদি দায়িত্ব গ্রহণের পর উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বারবার বলছেন উত্তর পূর্বাঞ্চল যদি উন্নত না হয় তবে ভারতও উন্নত হবে না। প্রাক্তন প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী বলেছিলেন লুক ইস্ট পলিসি। আর বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বলছেন অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি। তাই যেরকম কথা সেরকম ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ট্রিপার ও অটোর সংঘর্ষ আহত দুই ছাত্র সহ চার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জানুয়ারি।। স্কুলে যাওয়ার সময় ট্রিপারের ধাক্কায় অটো উল্টে আহত হয়েছে দুই ছাত্র সহ ৪ জন। ওই ঘটনায় নলছড় ব্যাঙ্ক চৌমুহনি এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। সাথে সাথে দমকলকর্মীরা আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে।

ঘটনার বিবরনে জানা গিয়েছে, বুধবার সকালে নলছড় এলাকায় অভিজিৎ মজুমদারের নার্সারিতে পড়ুয়া ছাত্রী আরোহী মজুমদার আবদার করেন পিসির সাথে আজ স্কুলে যাবে। পিসি নুপুর মজুমদার ছাত্রী আরোহী মজুমদার এবং পাশের বাড়ির সুপ্রতিম দাসের ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ুয়া ছাত্র দেবজিত দাস কে নিয়ে টিআর০৭৪০১৩ নাম্বারে অটো গাড়ি করে বিশ্রামগঞ্জ ডন বস্কো স্কুলে আসার পথে নলছড় ব্যাংক চৌমুহনি এলাকায় দ্রুতগতিতে পেছন দিক থেকে টিআর০১এওয়াই১৬০৬ নাম্বার একটি ট্রিপের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অটো গাড়িকে পেছন দিক থেকে ধাক্কা মারে। ট্রিপার গাড়ির ধাক্কায় অটো গাড়ি রাস্তায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মহাকুম্ভ

অমৃতস্নান উৎসব ঃ ১৫০টি বিশেষ ট্রেন চালানো হবে

মহাকুম্ভ নগর, ২২ জানুয়ারি ।। আর মাত্র কয়েকদিন পরেই মৌনী অমাবস্যা। যার জন্য ফের বিশেষ ভাবে প্রস্তুত হয়ে সেজে উঠছে প্রয়াগরাজ। অমৃতস্নানের সেই বিশেষ দিনের জন্য প্রয়াগরাজ রেলওয়ে বিভাগও ১৫০টিরও বেশি বিশেষ ট্রেন চালানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। যার মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক ভক্তদের যাতায়াতের সুবিধা নিশ্চিত করে নতুন রেকর্ড স্থাপন করা হবে। প্রয়াগরাজের ৯টি স্টেশন থেকে দিকনির্দেশ অনুযায়ী এই বিশেষ ট্রেনগুলো চালানো হবে, যা পুণ্যার্থীদের যাতায়াত সুগম করবে। রেল বিভাগ এই বিশেষ ট্রেন চালানোর পাশাপাশি রঙ-ভিত্তিক টিকিটের ব্যবস্থা এবং যাত্রীদের জন্য আশ্রয়স্থলের ব্যবস্থাও করেছে, যাতে তাঁদের এই ট্রেনযাত্রার অভিজ্ঞতা আরও স্বাচ্ছন্দ্যময় হতে পারে।

প্রয়াগরাজ রেলওয়ে বিভাগের বরিষ্ঠ জনসংযোগ কর্মকর্তা অমিত মালব্য জানিয়েছেন, 'মৌনী অমাবস্যার দিন ১৫০টিরও বেশি 'বিশেষ মেলা-ট্রেন' চালানো হবে, যেগুলোর বেশিরভাগই চলবে প্রয়াগরাজ জংশন থেকে। তাছাড়া নির্ধারিত সময় অনুযায়ী নিয়মিত ট্রেনগুলোর পাশাপাশি এই বিভাগের অন্যান্য স্টেশন থেকেও বিশেষ ট্রেন চালানো হবে।

মালব্য উল্লেখ করেন যে, একদিনে দেড় শতাধিক বিশেষ ট্রেন চালানো একটি মাইলফলক, যার মাধ্যমে ২০১৯ সালের কুম্ভমেলার মৌনী অমাবস্যার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দিল্লিতে প্রজাতন্ত্র দিবসে ত্রিপুরার ট্যাবলুতে খার্চি ও চতুর্দশ দেবতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জানুয়ারি ।। নয়াদিল্লিতে প্রজাতন্ত্র দিবসের ট্যাবলু প্রদর্শনীতে এবারও ত্রিপুরা অংশ নেবে। নয়াদিল্লির প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে এবার ২৬টি ট্যাবলু প্রদর্শিত হবে। ট্যাবলুগুলিতে সংশ্লিষ্ট রাজ্য ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের সাংস্কৃতিক পরিক্রমা তুলে ধরা হবে।

সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক, আদিবাসী বিষয়ক মন্ত্রক, গোয়া, উত্তরাখন্ড, হরিয়ানা, ঝাড়খন্ড, মহিলা ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রক, গুজরাট, অন্ধ্রপ্রদেশ, পাঞ্জাব, নতুন ও পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি মন্ত্রক, গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, আর্থিক পরিষেবা দপ্তর, মধ্যপ্রদেশ, ভূ-বিজ্ঞান (আইএমডি) মন্ত্রক, প্রাণীপালন ও ডেয়ারি মন্ত্রক, ত্রিপুরা, কর্ণাটক, দাদরা নগর হাবেলি এবং দমন ও দিউ, দিল্লি, পশ্চিমবঙ্গ, চন্ডীগড়, সংস্কৃতি মন্ত্রক এবং সিপিডব্লিউডি ট্যাবলু প্রদর্শনীতে অংশ নেবে। ক্রমিক নম্বর অনুসারে ত্রিপুরার ট্যাবলু ১৯ নম্বরে থাকবে।

প্রজাতন্ত্র দিবসে এবারের ত্রিপুরার ট্যাবলুর মূল বিষয় হচ্ছে ভারতের বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতিকে তুলে ধরা। এদিকে লক্ষ্য রেখে এবার ত্রিপুরার ট্যাবলুতে দেখানো হবে খার্চি পূজা তথা রাজন্য আমল থেকে চলে আসা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও লিঙ্গ বৈষম্য কাটিয়ে ওঠার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২২ জানুয়ারি (হি.স.)।। 'বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও' লিঙ্গ বৈষম্য কাটিয়ে ওঠার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। এমনটাই মন্তব্য করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী মোদী বুধবার এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছেন, 'বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও লিঙ্গ বৈষম্য কাটিয়ে ওঠার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। একইসঙ্গে এই পরিবেশও নিশ্চিত করেছে যে, মেয়ে শিশুর শিক্ষার সুযোগ রয়েছে ও তাঁর স্বপ্ন পূরণের সুযোগ রয়েছে।'

২০১৫ সালের ২২ জানুয়ারি বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও প্রকল্পের সূচনা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বুধবার এই প্রকল্পের ১০ বছর পূর্ণ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

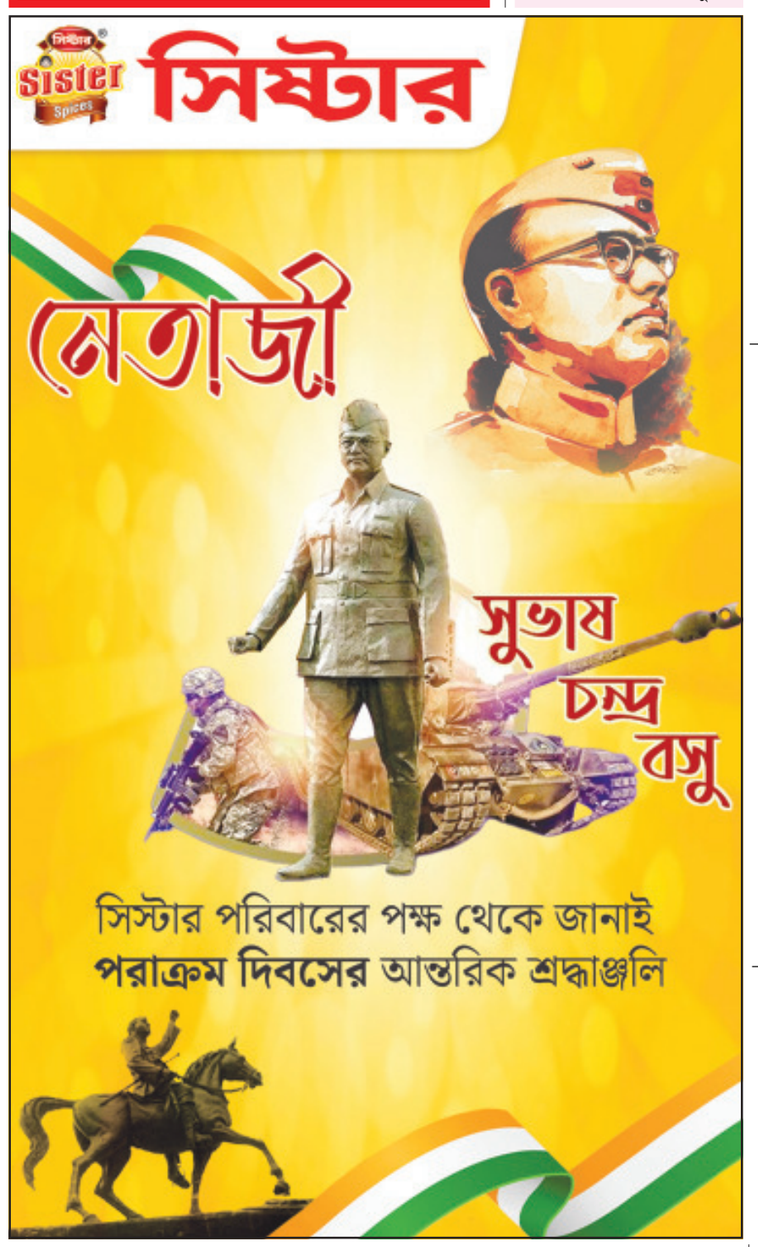

বামেদের পদযাত্রা আটকে দিল পুলিশ

প্রতিবাদে পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২২ জানুয়ারি।। ত্রিপুরা তপশিলী জাতি সমন্বয় সমিতির ১৩ দফা দাবিতে পদযাত্রা গন্তব্যে পৌঁছানোর আগেই আটকে দিল পুলিশ। তপশিলীদের অধিকার রক্ষার পদযাত্রায় পুলিশি বাধার প্রতি বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ জানিয়ে পথ অবরোধ করল পদযাত্রায় শামিল জনগণ। ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন মোহরছড়া পল্লীমঙ্গল ক্লাব সংলগ্ন এলাকায়।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় বুধবার তেলিয়ামুড়া থানাধীন লালটিলা-মোহরপাড়া চৌমুহনী থেকে মোহরছড়া বাজার পর্য্যন্ত ১৩ দফা দাবির ভিত্তিতে পদযাত্রা এবং মোহরছড়া বাজারে পথসভা করবে ত্রিপুরা তপশিলী জাতি সমন্বয় সমিতি। এই কর্মসূচিকে সামনেই রেখে ত্রিপুরা তপশিলী জাতি সমন্বয় সমিতি তেলিয়ামুড়া বিভাগীয় কমিটি পূর্বেই তেলিয়ামুড়া থানা এবং কল্যাণপুর থানা থেকে নির্দিষ্ট অনুমতি সংগ্রহ করে। যথারীতি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভারত - বাংলা সীমান্ত এলাকায় কংগ্রেসের র‍্যালি ২৫শে জানুয়ারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২২ জানুয়ারি।। আগামী ২৫ জানুয়ারি টিলাবাজার লাঠিয়াপুরা ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত পর্য্যন্ত এক রেলি অনুষ্ঠিত হবে জেলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে। ঐদিন কৈলাসহর ধর্মনগর প্রধান সড়কের পাইতুর বাজারে অনুষ্ঠিত হবে ১ ঘন্টার রাস্তা অবরোধ। এর মূল কারণ হিসেবে কংগ্রেস বিধায়ক বিরোজিত সিনহা জানান, ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরকে ঘুমে রেখে বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় মনু নদীর উপর উঁচু বাঁধ নির্মাণ করেছে। যার ফলে আগামী বর্ষা মরশুমে কৈলাসহরে ভয়াবহ বন্যা হতে পারে।কৈলাসহর এলাকায় মনুনদীর বাঁধ গত কয়েক বছর পূর্বে ভেঙ্গে যাওয়ার ফলে কৈলাসহরবাসী চরম বিপদের সম্মুখীন হয়েছিল। এই আতঙ্ক রয়েছে আজও। সীমান্ত আইন লংঘন করে বাংলাদেশ অবৈধভাবে যে বাঁধ নির্মাণ করেছে সে বিষয়টি রাজ্যের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ
আগরতলা, ২৩ জানুয়ারি, ২০২৫ ইং
৯ মাঘ, বৃহস্পতিবার, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

আজ নেতাজি জন্মজয়ন্তী

উনিশ শতাব্দীর শেষের দিক। পরাধীন ভারত ছিল ব্রিটিশ শাসনের অধীনে। ভারতীয়রা ছিল ব্রিটিশদের দ্বারা লাঞ্ছিত, বঞ্চিত এবং অত্যাচারিত।ঠিক এই সময় ভারতের এক বীর এবং সাহসী সন্তান জন্মগ্রহণ করেন, তিনি হলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু।ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সুভাষচন্দ্র বসুর অবদানঅসামান্য। তিনি ছিলেন প্রকৃত দেশ প্রেমিক। তিনি তার মা-বাবার উপরে দেশকে রেখেছিলেন এবং সম্পূর্ণ জীবন দেশকে স্বাধীন করার জন্য উৎসর্গ করেন।ভারতবর্ষের বীর সন্তান নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর কথা মনে পড়লেই আমাদের মনে অনেক প্রশ্ন জেগে ওঠে।ভারতে ফিরেই তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন এবং রাষ্ট্রীয় কংগ্রেস পার্টিতে যোগদান করেন। প্রথমদিকে সুভাষচন্দ্র বসু কলকাতাতে কংগ্রেসের নেতা ছিলেন।তিনি চিত্তরঞ্জন দাস এর মৃত্যুর পর তার কাজ শুরু করেন। সুভাষচন্দ্র বসু চিত্তরঞ্জন দাসকে তার রাজনৈতিক গুরু মনে করতেন।১৯২২ সালে চিত্তরঞ্জন দাস মতিলাল নেহেরুর সাথে কংগ্রেস পার্টি ছেড়ে দেন এবং নিজস্ব পার্টি 'স্বরাজ দল' গঠন করেন।যখন চিত্তরঞ্জন দাশ তাঁর নিজস্ব দলের কর্মীদের নিয়ে রণনীতি তৈরি করছিলেন তখন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু কলকাতার যুব সমাজের কাছে ভালোবাসা ও বিশ্বাসের পাত্র হয়ে ওঠেন।সুভাষচন্দ্র বসু যুব সমাজের কাছে নতুন ধরনের চিন্তাধারা নিয়ে আসেন। যার জন্য সেই সময়ের যুবসম্প্রদায় তার প্রতি ঝুঁকে পড়ে এবং তিনি যুবনেতা হয়ে উঠে ওঠেন।১৯২৮ সালে গুয়াহাটিতে কংগ্রেসের একটি বৈঠক চলাকালীন দলের নতুন এবং পুরনো কর্মীদের মধ্যে একটি কথা নিয়ে মতভেদ সৃষ্টি হয়।যুব সম্প্রদায় কোন নিয়ম মানতে অস্বীকার করে এবং নিজস্ব নিয়মে চলতে আগ্রহ প্রকাশ করে।কিন্তু পুরনো নেতা ব্রিটিশ সরকারের তৈরি নিয়ম মানিয়া চলিবার জন্য মত পোষণ করেন।

সুভাষচন্দ্র বসু এবং মহাত্মা গান্ধীর বিচার এবং বিশ্বাস সম্পূর্ণ পৃথক ছিল।সুভাষচন্দ্র বসু গান্ধীজীর অহিংসা নীতির সাথে একমত পোষণ করতেন না। তার চিন্তাধারা ছিল তরুণ যুবকের মত যিনি প্রয়োজনে হিংসার পথে চলতে আগ্রহী ছিলেন।১৯৩৯ সালে সুভাষ চন্দ্র বসু রাষ্ট্রীয় কংগ্রেসের অধ্যক্ষ পদের জন্য নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন।তার বিপক্ষে মহাত্মা গান্ধী সিতারামাইয়া পট্টভিকে মনোনীত করেন, যিনি নেতাজির কাছে নির্বাচনে হেরে যান। গান্ধীজী এই হারকে নিজের হার বলে মনে করেন এবং দুঃখ পান।নেতাজি এই কথাটি জানতে পারা মাত্র অধ্যক্ষের পদ থেকে ইস্তফা দেন।চিন্তা এবং বিচারধারা ভিন্ন হওয়ার জন্য সাধারণ মানুষের কাছে নেতাজি ধীরে ধীরে গান্ধী বিরোধীতে পরিণত হইয়াছিলেন। এজন্য তিনি কংগ্রেস ছাড়িয়া দেন।১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলিতেছিল। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু মনে করেন এটাই সব থেকে উপযুক্ত সময় ইংরেজদের উপর আক্রমণ করিয়া দেশ স্বাধীন করিবার।এই বিষয়ে সেই সময় যুব সমাজ তাহার সাথে একমত ছিল এবং তাহার সাথে একই পথে চলিবার জন্য প্রস্তুতি শুরু করে।যাহার ফলস্বরূপ ব্রিটিশ সরকারের কাছে সুভাষচন্দ্র বসু চক্ষুশূল হইয়া উঠেন এবং তাহারা তাহাকে কারাগারে বন্দি করে।কারাগারে বন্দি থাকাকালীন দুই সপ্তাহ ধরিয়া অন্নজল গ্রহণ না করিবার জন্য তাহার স্বাস্থ্য ধীরে ধীরে খারাপ হইতে থাকে।তাহার এই অবস্থা দেখিয়া দেশের যুব সমাজ জাগিয়া উঠিতে শুরু করে এবং তাহার মুক্তির দাবি তোলেন।এজন্য ব্রিটিশ সরকার নেতাজীকে কলকাতার একটি বাড়িতে নজরবন্দী থাকিবার আদেশ দেন।১৯৪১ সালে নেতাজি তাহার এক আত্মীয় শিশির এর সাহায্যে সেখান থেকে পালাইয়া যান।

সঞ্জয়ের ফাঁসির শাস্তি, রাজ্যের আবেদনকে কোর্টে চ্যালেঞ্জ সিবিআইয়ের

কলকাতা, ২২ জানুয়ারি (হি.স.): আর জি কর-কাণ্ডে শিয়ালদহ আদালতের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে রাজ্য দ্বারস্থ হতে চলেছে হাই কোর্টের, এমনটাই খবর। বুধবার তা নিয়েই প্রশ্ন তুলে দিলেন সিবিআইয়ের আইনজীবী। রাজ্যের আবেদন গ্রহণযোগ্য কি না, তা নিয়ে আগামী সোমবার শুনানি হবে হাই কোর্টের বিচারপতি দেবাংশু বসাক এবং বিচারপতি মহম্মদ শব্বর রশিদির ডিভিশন বেঞ্চে।

বুধবার এ ব্যাপারে আপত্তি জানিয়েছে সিবিআই। দোষীর সর্বোচ্চ শাস্তি চেয়ে রাজ্য কী ভাবে আবেদন করতে পারে, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন ডেপুটি সলিসিটর জেনারেল (সিবিআই আইনজীবী) রাজদীপ মজুমদার। তাঁর বক্তব্য, সিবিআইও এই মামলায় দোষী সঞ্জয় রায়ের সর্বোচ্চ শাস্তিই চেয়েছিল। তবে নির্যাতিতার পরিবার, সিবিআই কিংবা দোষী হাই কোর্টের দ্বারস্থ না হলে, রাজ্য কী ভাবে এই আবেদন করতে পারে?

ডেপুটি সলিসিটর জেনারেল উদাহরণ হিসাবে লালুপ্রসাদ যাদবের মামলার প্রসঙ্গও টেনে আনেন। হাই কোর্টে রাজদীপবাবু জানান, লালুপ্রসাদের মামলার ক্ষেত্রেও রাজ্যের আবেদন গ্রহণযোগ্য হয়নি।

অন্যদিকে, সিবিআই আইনজীবীর এই বক্তব্যের বিরোধিতা করেন রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত এবং সরকারি আইনজীবী (পিপি) দেবাশিস রায়। লালুপ্রসাদের মামলার সঙ্গে এই মামলার তুলনা টানার প্রতিবাদ করেন তাঁরা।

রাজ্যের তরফে জানানো হয়, লালুর ওই মামলার ক্ষেত্রে দুর্নীতির অভিযোগে হাই কোর্ট সব মামলা সিবিআইকে তদন্ত করতে দিয়েছিল। রাজ্যের আইনজীবীরা জানান, সিআরপিসি ৩৭৭ এবং ৩৭৮ ধারা অনুসারে রাজ্য সরকার আবেদন করতে পারে। অ্যাডভোকেট জেনারেলের বক্তব্য, তদন্ত এবং আইনশৃঙ্খলা রাজ্যের বিষয়।

কিশোর দত্তর দাবি, আর জি কর-কাণ্ডের মামলাটি প্রথমে রাজ্যের পুলিশ তদন্ত করেছিল। তার পরে সিবিআইকে হস্তান্তর করা হয়। ফলে

রোশন সিংয়ের আত্মত্যাগকে স্মরণ অমিত শাহর

নয়াদিল্লি, ২২ জানুয়ারি (হি.স.): বিপ্লবী রোশন সিংয়ের আত্মত্যাগকে স্মরণ করলেন ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বুধবার তিনি এক্সবার্তায় শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।

অমিতবাবু লিখেছেন, "ভারতমাতার অমর পুত্র এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের এক অনন্য যোদ্ধা ঠাকুর রোশন সিং জিকে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাই। ঠাকুর রোশন সিং জি দেশের জন্য তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তিনি কাকোরি ট্রেন অভিযানের মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য অনুপ্রেরণা হয়ে ওঠেন। মাতৃভূমির জন্য তাঁর ত্যাগ ও আত্মত্যাগকে দেশ চিরকাল স্মরণে রাখবে।"

প্রসঙ্গত, ঠাকুর রোশন সিং (২২ জানুয়ারি ১৮৯২ - ১৯ ডিসেম্বর ১৯২৭) উত্তর প্রদেশের শাহজাহানপুর জেলার একটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯২১-২২ -এর অসহযোগ আন্দোলনের সময় বেরিলি শুটিং মামলায় সাজা পেয়েছিলেন। বেরিলি কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পরে তিনি ১৯২৪ সালে হিন্দুস্তান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশনে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯২৭ সালের মার্চ মাসে কাকোরি ট্রেনে অভিযানের প্রেক্ষিতে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার তাঁকে গ্রেফতার করে বিচার করে। তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। এলাহাবাদ জেলার মালাকা / নায়নি কারাগারে তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হয়।

স্বামীজির আদর্শে অনুপ্রাণিত সুভাষ

শিবশঙ্কর দাস

স্বাজামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে বলতে গেলে নেতাজি সুভাষ বলেছেন, আমি আত্মহারা হয়ে যাই। এইরকমের বলিষ্ঠ মানুষ বাঙালির মনকে যেরূপ আকৃষ্ট করে এমন আর কেউ করে না। ত্যাগে বেহিসেবি, কর্মে বিরামহীন, প্রেমে সীমাহীন। স্বামীজির জ্ঞান ছিল যেমন গভীর তেমনই বহুমুখী। বোধ হয় স্বামী বিবেকানন্দ স্বয়ং একথা নিজ জীবনেই উপলব্ধি করেছিলেন, না হলে মহাপ্রয়াণের পূর্বে তিনি কেন বলে গেলেন। "বিবেকানন্দ যে কী করে গেলেন আরেক বিবেকানন্দ থাকলে তা বুঝতে পারতেন।" তবে স্বামীজির দেহত্যাগের আগেই আরেক অন্য বিবেকানন্দ জন্মগ্রহণ করেন এবং যিনি মনেপ্রাণে স্বামীজি যা করতে চেয়েছেন, বোঝাতে চেয়েছেন তাই করতেই সর্বদা যত্নবান ছিলেন। বীর সন্ন্যাসীর আলোকে উদ্ভাসিত এই দেশনায়ক হলেন সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী নেতা তথা সর্বজনশ্রদ্ধেয় দেশনায়ক নেতাজি সুভাষচন্দ্র যিনি বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্করূপে বিশ্ব ইতিহাসে বিরাজ করেছেন এবং যতদিন চন্দ্র সূর্য পৃথিবী থাকবে ততদিন স্বর্ণাক্ষরে সকলের হৃদয়ে বিরাজ করবেন। ১৮৬৩ সালের ১২ জানুয়ারি যুগশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম এবং ১৮৯৭ সালের ২৩ জানুয়ারি বরেণ্য মহান দেশপ্রেমিক সুভাষচন্দ্র বসু জন্মগ্রহণ করেছিলেন। স্বামীজি যখন "আমার সমরনীতি" বলে মাদ্রাজে জ্বালাময়ী ভাষণ দেন, সেই সময়েরই আগে-পরে নেতাজির জন্ম হয়। স্বামীজির ভাবনার ফসল

হলেন নেতাজি সুভাষ। তাই দেখা যায়, ছাত্রজীবন থেকে শুরু করে ১৯৪৫ সালে তাইহোকু বিমান দুর্ঘটনার সময়ে নেতাজির নিখোঁজ হওয়া পর্যন্ত স্বামীজির চিন্তাভাবনাই নেতাজিকে পরিচালিত করেছিল। সুভাষচন্দ্র ছিলেন আজীবন সংগ্রামী, অক্লান্ত পরিশ্রমী, সীমাহীন মানবপ্রেম, অসীম ব্যক্তিত্ব, দুর্জয় সাহস ও অসাধারণ দেশপ্রেমের প্রতীকস্বরূপ। তাঁর মতো দেশনেতা পৃথিবীর সর্বদেশ, সর্বকালে বিরল ঘটনা। জীবনের শেষ দিকে আজাদ হিন্দ বাহিনীর পতনের পর তাঁর সর্বাধিনায়ক হিসেবে অত্যন্ত দুঃখ বেদনা ও আঘাতে জর্জরিত হলেও কিন্তু নেতাজির মানসিক প্রশান্তি ও আত্মিক দৃঢ়তা কখনও নষ্ট হয়নি। ইংরেজদের বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর যুদ্ধের মাটিতে দাঁড়িয়েও তাঁর অবিচল সাহস, দুর্জয় মানসিক শক্তি ও উচ্চ মূল্যবোধভিত্তিক কথাবার্তা তথা দেশপ্রেমের আবেগ বিশ্বের সকল দেশের মানুষের কাছে চিরকাল শিক্ষণীয়। কিন্তু কোথায় গেলেন তিনি এমন মহা-মনীষা, যা পার্থিব চেতনার সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে তাঁকে আত্মলোকের সীমাহীন রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছিল? এই প্রসঙ্গে তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবে জানিয়ে দেন, তার পেয়েছেন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবন ও দর্শন থেকে, রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের জীবনের দীপ্তি আলোকেই তাঁকে "নেতাজি সুভাষ" এ পরিণত করেছিল। তাঁর ভাষায়- "জীবনের প্রতি পদে যেসব দ্বিধা, যেসব সংশয় মনকে ভারাক্রান্ত করে তুলত, সুচিন্তিত একটি জীবনদর্শন ছাড়া আর কিছুতেই তাদের জয় করা সম্ভব ছিল না। বিবেকানন্দ এবং রামকৃষ্ণ আমাকে এইরকম একটি আদর্শের সন্ধান দিলেন। এই আদর্শকে জীবনে মূলমন্ত্র হিসেবে গ্রহণ করার ফলে বহু সমস্যা, বহু সংকট আমি সহজেই পার হয়ে এসেছি।"

বস্তুত, অমৃতপুত্র নেতাজি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের কথা বলতে গিয়ে যেন পাগল হয়ে উঠতেন। স্বামীজির মতোই তিনি ভারতের অতীত সম্পদ নিয়ে সর্বদা গর্ববোধ করতেন এবং দেশের যুবসমাজ ও যুবশক্তির উপর গভীর আস্থাবোধ পোষণ করতেন। তাই নেতাজির চিন্তা, পরিকল্পনা ও কর্মের মধ্যে স্বামীজির বাণী ও রচনাবলি যে নেপথ্যে সর্বদা ক্রিয়া করত তা অতি সহজেই লক্ষ্য করা যায়। আর নেতাজি যে সর্বতা স্বামীজির রচনাবলি পড়তেন, অনুধ্যান করতেন ও সেই উপযোগী কর্ম করতে চাইতেন তা বলা বাহুল্য। তবে নেতাজি তাঁর সমসাময়িক কালের যুবকদের মানসিক অধোগতি ও চারিত্রিক অবনতির কথাও জানতেন। একটি সভায় এই প্রসঙ্গে তাই তিনি বলেছিলেন, "আজকালকার জনসাধারণের মধ্যে এবং বিশেষ করিয়া তরুণ সমাজের মধ্যে একপ্রকার লঘুতা ও বিলাসপ্রিয়তা যেন প্রবেশ করিয়াছে।... আমরা যখন ছাত্র ছিলাম তখন ছাত্রমহলে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সাহিত্যের খুব প্রচার ছিল। আজকাল নাকি তরুণ সমাজের মধ্যে ওই সাহিত্যের তেমন প্রচার নাই। তার পরিবর্তে নাকি লঘুতাপূর্ণ এবং সময়ে সময়ে অশ্লীলতাপূর্ণ সাহিত্যের খুব প্রচার হইয়াছে। একথা কি সত্য? যদি সত্য হয় তা হইলে ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, কারণ মনুষ্য সমাজ যেরূপ সাহিত্যের দ্বারা পরিপুষ্ট হয় তার মনোবৃত্তি তদ্রুপ গড়িয়া ওঠে। চরিত্র গঠনের জন্য রামকৃষ্ণ- বিবেকানন্দ সাহিত্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সাহিত্য আমি কল্পনা করতে পারি না।" তিনি জীবনের শেষপর্বে ও স্বামীজি কর্মের মহান আদর্শ আলোকোজ্জ্বল ত্যাগ ও সুগভীর দেশপ্রেম সুভাষচন্দ্রের মধ্যে জ্বলন্ত ও দীপ্ত প্রেরণা হয়ে প্রস্ফুটিত হয়েছিল। (সৌজন্যে দৈ: স্টেটসম্যান)

মহাকুম্ভমের উৎস সন্ধানে

অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়

গত সংখ্যার পর।। সূর্য, চন্দ্র ও বৃহস্পতির রাশিগত অবস্থান অনুযায়ী মেলা আয়োজনের তিথি ও তারিখ নির্ণয় করা হয়। বিশেষ বিশেষ তিথিতে পুণ্যস্নানই হলো নদী কেন্দ্রিক জনসমাগমের প্রধান অঙ্গ। যেমন মকর সংক্রান্তি তিথিতে গঙ্গাসাগরের মেলাটিও সেই একই বার্তা বহন করে। পিতৃপক্ষের দিনগুলিতেও বিদেহী পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে উত্তর পুরুষদের তিল- জল তর্পণের বিধিটিও একই নিয়মে বাঁধা অর্থাৎ খোলা আকাশের নীচে কোন জলাশয়ের ধারে। একদা মানব সভ্যতার উৎস স্থলটিও ছিল পঞ্চনদের তীরে। বলাবাহুল্য মানুষের দৈনন্দিন জীবন চর্চার ক্ষেত্রে নদীর অবদান অপরিসীম।

জ্যোতির্বিজ্ঞান অনুসারে সূর্যকে পূর্ণ প্রদক্ষিণ করতে বৃহস্পতির সময় লাগে দীর্ঘ বারো বছর। তাই প্রতি বারো বছর অন্তর অনুষ্ঠিত হয় পূর্ণকুম্ভ। বারোটি পূর্ণকুম্ভ অনুষ্ঠিত হওয়ার পরে মহাকুম্ভের আয়োজন করা হয়। সেই মহাকুম্ভমেলার একমাত্র স্থান প্রয়াগ অর্থাৎ এলাহাবাদ ত্রিবেণি সঙ্গমে। এছাড়া প্রতি তিন বছর অন্তর অনুষ্ঠিত হয় সাধারণ কুম্ভমেলা। প্রতি ছয় বছর অন্তর অনুষ্ঠিত হয় অর্ধ কুম্ভমেলা শুধুমাত্র প্রয়াগ ও হরিদ্বারে। চলতি বছর ইংরেজি ২০২৫ সালের ১৩ই জানুয়ারী দিনটিকে ধার্য করা হয়েছে প্রয়াগে অনুষ্ঠিত মহাকুম্ভ। কথিত আছে প্রত্যেক বারো বছর অন্তর নির্দিষ্ট সময় ঘোষিত হওয়ার পরে উক্ত নদীর জল অমৃতের রূপ ধারণ করে। সেই কারণেই দুর-দূরান্তের গিরিগুহায়, লোকালয়হীন জনশূন্য অরণ্যে বসবাসকারী দশনামী সাধু-সন্তরা সকল বাঁধা অতিক্রম করে কুম্ভমেলার দুর্বার আকর্ষণ অনুভব করে ছুটে আসেন তৃষিত, তাপিত জনসাধারণকে অভয়দান করতে এবং নিজেকে আরো বেশি পবিত্র করার বাসনায়। দৈব ইঙ্গিতের সাহায্যে তাঁরা অনুধাবন করতে পারেন কুম্ভমেলার ডাক। তাঁদের পুণ্য প্রভাবে মানুষ ধন্য হয়ে যায়, ধরিত্রী হয়ে ওঠে পবিত্র। মহাত্মাদের দর্শনে জাগতিক বস্তু সমূহকে সাধারণ মানুষের সাময়িক ভাবে অনিত্য বলে মনে হয়। হৃদয় গভীরে এক অনাস্বাদিত আন্দোলন সৃষ্টি হয়। সেইজন্যই হয়তো বলা হয় সৎসঙ্গে স্বর্গবাস। এবারের মহাকুম্ভে পুণ্যস্নানের দিনগুলি যথাক্রমে — ১৩/১/২০২৫ পৌষ পূর্ণিমা, ১৪/১/২০২৫ মকর সংক্রান্তি, ২৯/১/২০২৫ মৌনী অমাবস্যা, ৩/২/২০২৫ বসন্ত পঞ্চমী, ১২/২/২০২৫ মাঘী পূর্ণিমা ও ২৬/২/২০২৫ মহাশিবরাত্রি। কুম্ভমেলায় নাগাসাধুদের প্রাধান্যঃ কুম্ভমেলায় পুন্যস্নানের প্রথম অধিকার নাগা সাধুদের। তারপর অন্য সকল সম্প্রদায় ভূক্ত সাধুদের। নাগা সাধুদের ইষ্ট দেবতা হলেন যোগীরাজ শিব। শিবের বাসস্থান কৈলাশ পর্বতে সেই কারণে নাগা সাধুরা থাকেন হিমালয়ে, গিরিগুহায় জনবিরল স্থানে নির্জন এলাকায়। মাতৃ জঠরে শিশুরা যেমন ভাবে বেঁচে থাকে নাগাসাধুরা বেঁচে থাকেন প্রকৃতির কোলে ঠিক তেমন করে। তাঁরা বস্ত্র পরিধান করেন না কখনো। নগ্ন অবস্থায় তাঁদের জীবন অতিবাহত হয়। তাঁরা খাদ্য বস্তুও গহণ করেন না। তাঁদের আত্মীয়-পরিজন ও স্বয়ং নিজ সমেত সর্বমোট ১৭টি পিন্ডদান করে দীক্ষা নিতে হয়। শুধু তাই নয় দীক্ষার পূর্বে তাঁদের পূর্বজন্মের কথা জেনেই তাঁদের দীক্ষিত করা হয়। যোগ্য পাত্র বিবেচিত না হলে তাঁকে দীক্ষিত করা যায়। দীর্ঘ বারো বছর কঠোর সংযম পালন করতে হয়ে দীক্ষা নেওয়ার পূর্বে। দীক্ষা নেওয়ার পর মুহূর্ত থেকে তাঁরা প্রকৃতির কোলে আত্মসমর্পণ করেন এবং দেবাদিদেব মহাদেবকে ইষ্ট দেবতা জ্ঞানে হৃদয়ে ধারণ করেন। যেহেতু তাঁদের আজীবন নগ্ন অবস্থায় জীবন ধারণ করতে হয় সেই কারণে তাঁরা লোকচক্ষুর অন্তরালেই থেকে যান। একমাত্র কুম্ভমেলাতেই তাঁদের প্রকৃত দর্শন পাওয়া যায়। লোকালয়ের বাইরে থাকেন বলেই তাঁদের প্রতি মানুষের কৌতূহল বেশি থাকে। কিন্তু তাঁরা কোথায় থাকেন কেউ জানতেই পারে না। অজানা রহস্যাবৃত তাঁদের জীবনযাত্রা। সাধারণ মানুষের ধারণায় তাঁরা চির রহস্যময় হয়ে বিরাজ করেন। সমাজের কোন কাজেই তাঁরা এগিয়ে আসেন না। যদিও তাঁদের উপাসনার একমাত্র উদ্দেশ্য জীব জগতের কল্যান সাধন। নাগাসাধু হয়ে যাওয়ার পরে তাঁদের নিজের বলতে কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। যারা আখাড়ায় থাকেন তাঁদের দিনে সাতটি ঘর থেকে তন্ডুল সংগ্রহ করতে হয় মাধুকরী করে। যদি কিছুই না জোটে তাঁদের অনাহারে থাকতে হয় সারাটা দিন। নাগাসাধুরা শাস্ত্র ও অস্ত্র উভয় বিদ্যাতেই বিশেষ পারঙ্গম হন। অষ্টম শতাব্দীতে আচার্য শঙ্কর (অনেকের মতে সন ৭৮৮ সালের বৈশাখী শুক্লা পঞ্চমীতে শঙ্করের জন্ম) তৎকালীন ভারতবর্ষ পদব্রজে পরিভ্রমণ করে চারটি ধাম চিহ্নিত করেছিলেন। সেই সময় বৌদ্ধ ও তান্ত্রিকদের প্রবল প্রতাপ ছিল। তাই সনাতন হিন্দু ধর্মকে বিধর্মীদের আক্রমন থেকে সুরক্ষিত করার উদ্দেশ্যে তিনি নাগাসাধুদের সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন। হিন্দুধর্ম রক্ষার্থে তাঁরাই হবেন প্রধান রক্ষী। তাছাড়া আচার্য শঙ্কর দ্বারা চিহ্নিত দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়কে তিনি একটি বিশেষ সময়ে প্রয়াগ তীর্থে একত্রিত হতে বলেছিলেন। আচার্য শঙ্করের অভিপ্রায় ছিল ভারতবর্ষের বুকে সমুদয় সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে যেন চিরকালীন একটি সৌহার্দ বজায় থাকে। সেই প্রচলিত প্রথার পরম্পরগত রীতি আজও আমাদের ভারতবর্ষে স্বমহিমায় স্রোতস্বিনী নদীর ধারার মতো সতত বহমান। বর্তমান ভারতবর্ষে আনুমানিক পাঁচ লক্ষাধিক নাগাসাধুর অবস্থান। তাঁরা যে যেখানেই অবস্থান করুন কেন, কুম্ভমেলা তাঁদের কাছে পরম আধ্যাত্মিক বিষয়। প্রযুক্তি বিদ্যার কোন প্রকার সাহায্য ব্যতীতই তাঁরা কুম্ভমেলার আহ্বানে সাড়া দেন। এ এক পরম আশ্চর্য্যের বিষয় এবং নিঃসন্দেহে অতীব রহস্যজনক।

আফগানিস্থানের অন্তর্গত দুরানি রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা এবং শাসনকর্তা আহমেদ শাহ আব্দালি ১৭৪৮ থেকে ১৭৬১ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে পাঁচবার ভারত আক্রমন করেছিল। মথুরা বৃন্দাবন ধ্বংস করার পরে সে যখন সৈন্য সমেত গোকুলের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল তখন নাগাসাধুদের দ্বারাই সে প্রতিহত হয়েছিল এবং ফলঃস্বরূপ গোকুল রক্ষা পেয়েছিল। বলা যায় নাগাসাধুরাই সনাতন হিন্দুধর্মের প্রধান ও একমাত্র ধারক ও বাহক।

সাধারণ মানুষ কেন যানঃ দূর- দূরান্ত থেকে হিন্দুধর্মাবলম্বী পুণ্যার্থীরা আসেন এই পবিত্র মেলায় অংশগ্রহণ করতে। আসেন আধ্যাত্মিক জ্ঞানে আরুঢ় সাধু সঙ্গ লাভের অভিলাষা নিয়ে। আত্মোন্নতির অভিপ্সা চরিতার্থ করতে। অর্থাৎ ক্ষ্যাপা খোঁজে ফেরে পরশ পাথর। যে কারণে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন One touch one glance can change a whole life। সেই অপার্থিব বস্তু যার স্পর্শে চৈতন্যের উদয় সম্ভবপর হয়ে ওঠে এক লহমায়। যেমন ১৮৮৬ সাসে ১লা জানুয়ারী কাশীপুর উদ্যান বাটিতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব হঠাৎ কল্পতরু অবস্থায় যাদের প্রতি কৃপা করে বলেছিলেন - 'তোমাদের চৈতন্য হোক'। সেই পরম বস্তু যা পাওয়ার পরে মানুষের আর কিছুই পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকে না। কারণ আধ্যাত্মিক গুণ সম্পন্ন না হলে পরলোকে গিয়েও অশেষ কষ্ট পেতে হয়। মৃত্যুর পরে পৃথিবীর একটি কণাও কারো পক্ষে সাথে নিয়ে পরলোকে যাওয়া সম্ভব নয় একমাত্র জীবদ্দশায় প্রাপ্ত অধীত সংস্কার ছাড়া। মন যদি কামনা-বাসনা বর্জিত না হয়, ঈশ্বরমুখি না হয় তাহলে প্রতি নিয়ত ভোগ ঐশ্বর্যের প্রতি মন আকৃষ্ট হয়ে থাকবে তাতে মৃত্যুর পরে সুখের চেয়ে দুঃখের আধিক্যটাই বেশি অনুভূত হওয়াই স্বাভাবিক। ঈশ্বর প্রাপ্তির একটা মহৎ উদ্দেশ্য এই যে, পরলোক গমনের পরে তাঁকে মৃত্যু যন্ত্রনা আর ভোগ করতে হয় না এবং তাঁকে বারম্মার জন্ম-মৃত্যুর কবলে পড়ে কষ্ট পেতে হয় না। মহাপুরুষরা আসেন আপামর জনসাধারণকে মায়াময় সংসার থেকে উদ্ধার করতে। তাঁরা আসেন মায়া ঘেরা সংসারী মানুষদের আপন ত্যাগ, তিতিক্ষা, বৈরাগ্য ও ভোগ ঐশ্বর্য বর্জিত জীবনের সাহায্যে অনুপ্রাণিত করতে। জীবনে বেঁচে থাকার পক্ষে খাওয়া পরাও যে বিলাসিতার অঙ্গ সেই পাঠ শেখাতে আসেন। জীবনের সবকিছু তুচ্ছজ্ঞানে পরিত্যাগ করে নিজে আচরি ধর্ম অপরকে শিক্ষা দিতে তাঁরা প্রত্যেক কুম্ভমেলায় অংশগ্রহণ করতে আসেন। আমরা দেহ সর্বস্ব জীব ভোগ লালসার প্রতি এতটাই আশক্ত যে পরলোকের কথা আমরা একবারের জন্যেও চিন্তা করি না। আমাদের কানেই ঢোকে না তত্ত্ব কথা। আমাদের ধারণা পৃথিবীটা আমার এবং আমি এই পৃথিবীর চিরস্থায়ী বাসীন্দা। আমার লয় নেই ক্ষয় নেই। আমি অজেয় অমর আমাদের মৃত্যু নেই। হয়তো একদিন আক্ষেপের সুরে খৃষ্টান কবির মতো বলতে হবে —"আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায় তাই ভাবি মনে"! অথবা সাধক রামপ্রসাদ যেমনটি বলেছিলেন-- "এমন মানব জীবন রইলো পতিত আবাদ করলে ফলতো সোনা"। একবারও ভেবে দেখি না যে, কত শত মহাপুরুষেরা এই ধরণীর বুকে জন্মগ্রহণ করেও মানব কল্যান হেতু জাগতিক ভোগ ঐশ্বর্য থেকে স্বেচ্ছায় কেন নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখেন। কিসের জন্যে তাঁদের এই আত্মত্যাগ? আসলে তাঁরাই হলেন প্রকৃত দূরদর্শী সম্পন্ন ব্যক্তি। কারণ বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে তাঁরা দূরের জিনিষ অনুধাবন করার বিশেষ ক্ষমতা রাখেন। জন্মের পরে মানুষের স্থান হয় ইহলোকে। মৃত্যুর পরে তাঁকে যেতে হয় পরলোকে। অথচ সেই পরলোক আমাদের ভাবনায় অলীক স্বপ্নবৎ মনে হয়। সন্ন্যাসীরা সেই অদৃশ্য পরলোকের কথা চিন্তা করেই ইহজন্মে কৃচ্ছ্রসাধন অবলম্বন পূর্বক জীবন অতিবাহিত করেন। আমাদের মতো বদ্ধজীবদের ধারণায় যা অতিশয় কল্পনাতীত ব্যাপার। তাই বলা যায় সাধারণ মানুষ কেবল দ্বিপদ গৃহপালিত জন্তু ছাড়া আর কিছু নয়। যারা ভবিষ্যৎ চিন্তা করে না তাঁরা যে নিতান্তই পশু তুল্য!

সাধু মহাত্মাদের অবদান ঃ- আমাদের দেবভূমি ভারতবর্ষে সাধু মহাত্মাদের অবদান অনস্বীকার্য। তাঁরা গুপ্তযোগী, তাঁদের সকল ক্রিয়াকর্মই মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত অথচ সবই অনুষ্ঠিত হয় লোকচক্ষুর অন্তরালে অতি গোপনে। তাঁরা কখনোই প্রকাশ্যে আসেন না। আধ্যাত্মিক জগতে হিন্দু ধর্মের তুলনায় সকল ধর্মকেই শিশু বলা যায়। মানব সভ্যতার উন্মেষ কাল থেকে হিন্দু ধর্মগ্রন্থে যা কিছু লিপিবদ্ধ করা আছে তা নিঃসন্দেহে অতি বিস্ময়কর। যে ধর্মের কোন নির্দিষ্ট প্রবর্তক নেই এবং মানুষের সার্বিক কল্যাণে যা নিবেদিত তাকেই বলা হয় সনাতন। তাই হিন্দু ধর্মই একমান সনাতন পদবাচ্য। সমগ্র বিশ্ব জুড়ে আজ হরিনাম সংকীর্তনে মানুষ মেতে উঠেছে অথচ আমরা কখনো কারোর উপর আধিপত্য বিস্তার করতে যাইনি। ভারতবর্ষ কখনোই সাম্রাজ্য বিস্তারের পক্ষপাতী ছিল না বা বিধর্মীদের জোর করে ধর্মান্তরকরণেও তারা আদৌ বিশ্বাসী নয়। এই ঘৃণ্য বিষয়ে হিন্দুধর্মাবলম্বী প্রত্যেকটি মানুষের ঘোর আপত্তি। তৎসত্ত্বেও ভারতবর্ষ নিজস্ব স্বকীয়তা এবং চারিত্রিক স্বভাব গুণে আজও জগৎশ্রেষ্ঠ। আধ্যাত্মিক জ্ঞানে সে সকল দেশের সেরা। ভারতবর্ষকে শোষণ ও শাসন করবে বলে অঙ্গীকারবদ্ধ কত শত বিধর্মী যোদ্ধাদের আগমন হয়েছিল এই ভারতবর্ষের বুকে কিন্তু কেউই ক্ষুণ্ণ করতে পারেনি তাঁর ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি। যেমন ৩৭৬ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দে সুদূর মেসিডোনিয়া থেকে আগত গ্রীক সম্রাট মহামান্য আলেকজান্ডার দ্যা গ্রেট থেকে শুরু করে হাল আমলে ১৯৪৭ সালে স্বভূমে প্রত্যাবর্তনকারী বিগত তিনশো বছরের সাম্রাজ্যলোভী বর্বর ব্রিটিশ। আজ তারা সকলেই ইতিহাসের পাতায় চির অবহেলিত। অথচ আজও ভারতবর্ষের বুকে স্বমহিমায় ও সগর্বে অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে সনাতন রীতি-নীতি। হিন্দু ধর্মগ্রন্থে কুম্ভমেলা সম্পর্কে কোন উল্লেখ নেই। যদিও প্রয়াগতীর্থে পুন্যস্নান উপলক্ষে সাধু সমাবেশ বহু প্রাচীন একটি রীতি। ভারতবর্ষে খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে মৌর্য বংশের রাজত্ব চলাকালীন গ্রীক পরিব্রাজক মেগাস্থিনিস তাঁর 'ইন্ডিকা' নামক দিনলিপিতে পর্যন্ত একটি প্রাচীন পুন্যস্নান পর্বকে কেন্দ্র করে বর্ণনা করে গিয়েছেন।

কনৌজের অধিশ্বর হর্ষবর্দনের রাজত্বকালে (৪/৬/৫৯০ --- ৬৪৭) ৬৪৪ খৃষ্টাব্দে তিনিই সর্বপ্রথম প্রয়াগে আজকের কুম্ভমেলা সদৃশ বৃহত্তম জনসমাবেশের সূত্রপাত করেছিলেন। সেই থেকে আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষের মাটিতে পুণ্যস্নান পর্বকে কেন্দ্র করে সগর্বে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে পৃথিবীর বৃহত্তম জনসমাগম কখনো কুম্ভমেলা নামে কখনো বা গঙ্গাসাগর মেলা নামে ইত্যাদি। সপ্তম শতাব্দীতে চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাং পর্যন্ত তাঁর দিনলিপিতে উল্লেখ করেছিলেন তৎকোলীন ভারতবর্ষে প্রয়াগতীর্থে অনুষ্ঠিত আজকের দিনের মতোই একটি জনসমাবেশের কথা। যদিও উনিশ শতকের আগে কুম্ভমেলা নামে সাধু সমাগমের কোন প্রামাণিক ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায় না। গবেষক কামা ম্যাকলিনের মতানুসারে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের পরে ওরিয়েন্টালিজমের প্রতিক্রিয়া হিসেবে প্রাচীন মাঘী পূর্ণিমার পুণ্যস্নান পর্বটিকেই আধুনিক কালে কুম্ভমেলা নামে চিহ্নিত করা হয়েছে বলে তিনি মনে করেন। ২০১৩ সালে কুম্ভমেলাকে কেন্দ্র করে প্রায় বারো কোটি মানুষের সমাগম হয়েছিল। অনুমান করা হচ্ছে যে ২০২৫ সালে কুম্ভমেলায় জনসমাবেশ দাঁড়াবে চল্লিশ কোটির উপর। কুম্ভমেলা নিঃসন্দেহে আধ্যাত্মিক ও সামাজিক অনুষ্ঠান যা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। প্রকৃতি ও মানবতার পবিত্র মিলন ক্ষেত্র কুম্ভমেলার প্রাঙ্গন। একজন সনাতন হিন্দুধর্মাবলম্বী হিসেবে কুম্ভমেলা অবশ্যই আমাদের জন্যে প্রকৃত অর্থে গর্বের বিষয়। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় শান্তিপূর্ণ জনসমাবেশ ঘটে কুম্ভমেলাকে কেন্দ্র করে। কুম্ভমেলায় নিরাপত্তার কোন সমস্যা নেই তবুও ভারত সরকারের পক্ষ থেকে জনসাধারণের স্বার্থে বিশেষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার প্রতি তার সজাগ দৃষ্টি থাকে তা অস্বীকার করা যায় না। পূর্বে কুম্ভমেলা যেরূপ অনুষ্ঠিত হতো আজও সেই একই নিয়মে পালিত হয়। পাপ স্খলনের আশায় কয়েক কোটি পুণ্যার্থী অমৃত তুল্য নদীর জলে ভক্তি-নম্র চিত্তে অবগাহন করে মানসিক শান্তি ও ইহজন্মের পুণ্য অর্জন করেন। প্রসঙ্গতঃ বলে রাখি কুম্ভমেলার প্রথম বাঙালি পরিচালক ছিলেন ১০৮ শ্রীরামদাস কাঠিয়াবাবার শিষ্য শ্রীসন্তদাস কাঠিয়াবাবা তাঁর পূর্ব নাম ছিল তারাকিশোর চৌধুরী।

সমাপ্ত

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বুধবার আগরতলায় আয়োজিত রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন মেয়র দীপক মজুমদার।

আকাশবাণী আগরতলা কেন্দ্রের উদ্যোগে 'মাদকাসক্তি প্রতিরোধ ও সতর্কতা ' বিষয়ে সেমিনার

আগরতলা, ২২ জানুয়ারী ২০২৫ : আকাশবাণী আগরতলা কেন্দ্রের উদ্যোগে আজ ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়, আগরতলা ক্যাম্পাসে 'মাদকাসক্তি প্রতিরোধ ও সতর্কতা ' বিষয়ে এক সেমিনারের আয়োজন করা করা হয়। মাদকাসক্তির গুরুতর সমস্যা নিয়ে এই সেমিনারে ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মী, আধিকারিকরা অংশগ্রহণ করে।

এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. বিপ্লব হালদার এবং রেজিস্ট্রার ড. এ রঙ্গনাথ। উদ্বোধনী বক্তব্যে অধ্যাপক হালদার যুবসমাজের সতর্কতামূলক দায়িত্ব পালনের গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং ছাত্রদের মাদকাসক্তির বিরুদ্ধে সচেতন ও সক্রিয় হওয়ার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে, রেজিস্ট্রার ড. রঙ্গনাথ বলেন, মাদক বা এইডস সম্পর্কিত সমস্যা সমাজের জন্য উদ্বেগজনক। এর বিরুদ্ধে সম্মিলিত পদক্ষেপ গ্রহণের উপর তিনি জোর দেন। আলোচনা চক্রে আগরতলা সরকারি মেডিক্যাল কলেজের মেডিসিন বিভাগের অধ্যাপক, ড. কনক চৌধুরী মন ও শরীরের উপর মাদক দ্রব্যের ধ্বংসাত্মক প্রভাব সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেন। স্লাইড শো ব্যবহার করে তিনি দেখান যে কীভাবে একটি মাত্র মাদকের ডোজ মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতাকে ব্যাহত করতে পারে।

জাতীয় ফরেনসিক সায়েন্সেস ইউনিভার্সিটি, ত্রিপুরা ক্যাম্পাসের পরিচালক ড. এইচ. কে. প্রতিহারী, আলোচনায় মাদক পাচারের 'গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গেল' এবং মাদক মাফিয়াদের দ্বারা ব্যবহৃত কৌশল সম্পর্কে আলোকপাত করেন। মাদক দ্রব্যের চোরাচালান কারবারিদের হাত থেকে সতর্ক থাকতে ড. প্রতিহারী ছাত্রছাত্রীদের সজাগ ও সতর্ক থাকতে অনুরোধ করেন।

এই উপলক্ষ্যে এদিন সেমিনারে উন্মুক্ত কুইজের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে আকাশবাণী আগরতলার অনুষ্ঠান কার্যনির্বাহী বিভাগের প্রধান শ্রীমতী জয়শ্রী দেববর্মাও উপস্থিত ছিলেন। এই সেমিনারটি আকাশবাণী আগরতলার একটি বৃহত্তর সিরিজের অংশ, যা তথ্যপূর্ণ সমাজ গঠনে এবং ব্যক্তি বিশেষকে আরও স্বাস্থ্যকর এবং দায়িত্বশীল সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম করে। এই ধরনের উদ্যোগের মাধ্যমে, আকাশবাণী অর্থবহ জনসেবামূলক সম্প্রচারের মিশন চালিয়ে যাচ্ছে।

নরসিংগড় উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী উৎসব পালিত হয় -

২১শে জানুয়ারী মঙ্গলবার, নরসিংগড় উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এক মনোজ্ঞ বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী উৎসব সংঘটিত হয়েছিল। অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা শ্রীযুক্ত এন. সি. শর্মা মহোদয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথিবর্গের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মোহনপুর সাব - ডিভিসনের এস. ডি. এম. শ্রী নির্মল কুমার, প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তরের যুগ্ম-পরিচালক শ্রীমতি হর্ষিতা বিশ্বাস, ককবরক ও অন্যান্য ভাষা দপ্তরের যুগ্ম পরিচালক শ্রী সব্যসাচী সিং। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নরসিংগড়স্থিত ভবনসত্রিপুরা বিদ্যামন্দিরের অধ্যক্ষা শ্রীমতি স্বপ্না সোম মহোদয়া। এই উৎসবমুখর পরিবেশে নরসিংগড় উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষা শ্রীমতি সুচিত্রা সরকার মহোদয়া স্কুলের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করলেন সবার সম্মুখে। বিদ্যালয়ের তরফ থেকে বার্ষিক অনুষ্ঠানে নাচ, গান, আর্ট, নাটক, যোগা, সেরা এন.সি. সি. ক্যাডেট ইত্যাদি বিভিন্ন বিভাগে ছাত্র-ছাত্রীদের পুরস্কৃত করা হয়। যে পুরস্কারটি সবার নজর কেড়েছিল তা হল "স্টুডেন্ট অফ দি ইয়ার" পুরস্কার। তাছাড়া একাডেমিক বিভাগে সেরার সেরাদের পুরস্কৃত করা হয়েছিল। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন হাউসের ছাত্র-ছাত্রীরা সমবেত সংগীত - নৃত্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠানকে এক মনোজ্ঞ রূপ প্রদান করে। বিশেষ শিশুদের দ্বারা পরিবেশিত এক মনোমুগ্ধকর নৃত্য ছিল সবার প্রশংসার কেন্দ্রবিন্দু। এবং স্কুলের উত্তরোত্তর শ্রী বৃদ্ধি কামনা করেন সকাল বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গরা।

বৃহস্পতিবার পোর্টব্লেয়ারে পরাক্রম দিবস উদযাপনের অঙ্গ হিসেবে 'জয় হিন্দ' পদযাত্রা

নয়াদিল্লি, ২২ জানুয়ারি (হি.স.): নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্মবার্ষিকী স্মরণে পরাক্রম দিবস উপলক্ষে বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী রক্ষা নিখিল খাডসে আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের পোর্টব্লেয়ারে 'জয় হিন্দ পদযাত্রায়' অংশগ্রহণ নেবেন। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতাজীর অবদান ও অদম্য সাহসিকতার প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হবে এই অনুষ্ঠানে। ১৫০০ জন "মাই ভারত" যুব স্বেচ্ছাসবক এবং যুব নেতৃত্ব এতে অংশ নেবেন।

ভারত সরকারের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো বুধবার এখবর জানিয়ে লিখেছে, "বর্ণাঢ্য এই পদযাত্রা শুরু হবে ফ্ল্যাগ পয়েন্ট থেকে, শেষ হবে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আত্মত্যাগের প্রতীক নেতাজী স্টেডিয়ামে। প্রায় ৫ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করবে এই পদযাত্রা। স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতাজীর অবদানের প্রতি সম্মান জানানোর পাশাপাশি স্বাধীন ও প্রগতিশীল ভারতের জন্য তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর নানা দিক তুলে ধরা হবে সেখানে।

এছাড়াও স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতাজীর আত্মত্যাগ ও চিন্তাভাবনার বিষয়ে তরুণদের অনুপ্রাণিত করে তুলতে যুবক-যুবতীদের জন্য "সুভাষ চন্দ্র বসু এবং স্বাধীনতা আন্দোলন" এই থিমের ওপর প্রবন্ধ রচনা, বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, ক্যুইজের আয়োজন করা হয়েছে।

সুভাষ চন্দ্র বসুর জীবন ও আদর্শ তুলে ধরা হবে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। নেতাজীর জীবন এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর কৃতিত্ব তুলে ধরা হবে এক চিত্র প্রদর্শনীর মাধ্যমে।

এর পাশাপাশি দেশ গঠন এবং সামাজিক উন্নয়নে অবদানের জন্য বেশ কয়েকজন যুবক-যুবতীকে সম্মান জানানো হবে এই অনুষ্ঠানে।

মন্ত্রক এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য দেশের যুবক-যুবতীদের আহ্বান জানিয়েছে। এর জন্য মাই ভারত পোর্টাল থেকে নাম নথিভুক্ত করতে বলা হয়েছে।

ট্যাংরায় হেলে যাওয়া বহুতল দ্রুত ভাঙার নির্দেশ পুরসভার

কলকাতা, ২২ জানুয়ারি (হি.স.): ট্যাংরায় একটি বহুতল হেলে পড়েছে। ওই বহুতলটি ভেঙে ফেলার নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা পুরসভা। দ্রুত ভাঙার কাজ শুরু করতে হবে বলে জানানো হয়েছে। খোদ মেয়র পারিষদের এলাকায় বহুতল হেলে পড়ায় অস্বস্তিতে পুরসভা। সেই কারণেই দ্রুত পদক্ষেপ করা হচ্ছে। ট্যাংরা থানার তরফে ইতিমধ্যে এলাকায় মাইকে প্রচার শুরু হয়ে গিয়েছে।

পুরসভার নির্দেশ আসার পর ট্যাংরা থানার তরফে মাইকে প্রচার করে বহুতলের বাসিন্দাদের সরে যেতে বলা হয়। পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "বৃহস্পতিবার থেকে এই বহুতল ভাঙার কাজ শুরু হবে। সেই রকম নির্দেশই এসেছে। আমরা অনুরোধ করছি, আপনারা এলাকা খালি করে দিন।"

ট্যাংরার ক্রিস্টোফার রোডে নির্মীয়মাণ পাঁচতলা বহুতল এক দিকে হেলে পড়ে। বুধবার সকালে সেই ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর এলাকায় আতঙ্ক সৃষ্টি হয়। পাশেই প্রায় সমান উচ্চতার আর একটি বহুতল রয়েছে। তার গায়ে কাত হয়ে পড়ে বহুতলটি। নির্মীয়মাণ অবস্থায় থাকায় ওই বহুতলে বাসিন্দা কেউ ছিলেন না। ছিলেন কয়েকজন রাজমিস্ত্রি। তাঁরা অবশ্য সকলেই সুস্থ আছেন। কলকাতা পুরসভার ৫৮ নম্বর ওয়ার্ডটি মেয়র পারিষদ সন্দীপন সাহার এলাকা। সেখানেই বহুতল হেলে পড়ায় পুরসভার অস্বস্তি বেড়েছে।

রেশন দুর্নীতি মামলায় ধৃত দেগঙ্গার তৃণমূল নেতা আনিসুর রহমানের জামিন মঞ্জুর

কলকাতা, ২২ জানুয়ারি (হি.স.): রেশন দুর্নীতি মামলায় বুধবার আদালতে জামিন পেলেন দেগঙ্গার তৃণমূল নেতা আনিসুর রহমান।

রেশন বণ্টনে দুর্নীতি হয়েছে বলে মামলা করেছিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)।

কিন্তু মামলা করলেও, তার সপক্ষে প্রমাণ দিতে ইডি ব্যর্থ হয়েছে বলে আগেই আদালতে সওয়াল করেছিলেন আনিসুরের আইনজীবী। আনিসুরের জামিনে ইডি ধাক্কা পেল বলেই মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল। এদিন সকাল ১১টার কিছু পর আদালতের নির্দেশ আসে, তাতে জামিন মঞ্জুর করা হয় আনিসুরের। ৫০ লক্ষ টাকার ব্যক্তিগত বন্ড-সহ শর্তসাপেক্ষে জামিন পেলেন আনিসুর।

তাঁকে পাসপোর্ট জমা রাখতে বলা হয়েছে। এর আগে আদালতে যখন জামিনের আবেদন করেন আনিসুর, সেই সময় তাঁর আইনজীবী ইডি-র ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন।

তিনি জানান, একের পর এক অভিযোগ তোলা হলেও, একটি অভিযোগও প্রমাণ করতে পারেনি ইডি। চার্জশিট জমা দেওয়ার পরও, আনিসুরের বিরুদ্ধে তথ্য-প্রমাণ জমা দিতে ব্যর্থ হয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। আনিসুর এবং তাঁর ভাই বাকিবুর রহমানের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ প্রমাণ করতে পারেনি ইডি। প্রসঙ্গত, ২০২৪ সালের আগস্ট মাসে গ্রেফতার হন তিনি। গ্রেফতার হন বাকিবুরও।

বাকিবুর আগেই জামিন পেয়ে গিয়েছেন। ওই মামলায় আগেই জামিন পেয়েছেন প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক—ও।

মধ্যপ্রদেশে পথ দুর্ঘটনায় মৃত বাইক আরোহী, আহত আরও এক

রাজগড়, ২২ জানুয়ারি (হি.স.) : মধ্যপ্রদেশে এক মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা ঘটে। ট্রাক্টরের সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত এক বাইক আরোহী। জানা গেছে, বুধবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে রাজগড় থানার অন্তর্গত টোলা নাকার কাছে।

এক পুলিশ আধিকারিক জানান, টোলা নাকার কাছে একটি দ্রুতগামী ট্রাক্টর একটি বাইককে ধাক্কা দেয়। দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই ঘনশ্যাম (৩৫) নামে এক বাইক আরোহীর মৃত্যু হয়। গুরুতর আহত তার স্ত্রী।

খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। আহত মহিলাকে হাসপাতালে নিয়ে যায় চিকিৎসার জন্য। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বিজেপি নেতৃত্বাধীন মণিপুর সরকার থেকে সমর্থন প্রত্যাহার জেডিইউ-এর একমাত্র বিধায়ক মহম্মদ আব্দুলের

ইমফল, ২২ জানুয়ারি (হি.স.) : মণিপুরে বিজেপি নেতৃত্বাধীন নংথমবাম বীরেন সিং সরকার থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করেছেন জনতা দল (ইউনাইটেড)-এর একমাত্র বিধায়ক মহম্মদ আব্দুল নাসির। জনতা দল (ইউনাইটেড)-এর মণিপুর ইউনিটের তরফ থেকে আজ বুধবার (২২ জানুয়ারি) দলীয় বিধায়ক নাসিরের সমর্থন প্রত্যাহার সংবলিত চিঠি রাজ্যপাল অজয় কুমার ভাল্লার কাছে পাঠানো হয়েছে। রাজ্যের একমাত্র জেডিইউ বিধায়ক মহম্মদ আব্দুল নাসির এখন বিরোধী বেঞ্চে বসবেন, জানিয়েছেন দলের প্রদেশ সভাপতি কে বীরেন সিং।

এদিকে মহম্মদ আব্দুল নাসিরের সমর্থন প্রত্যাহারে এন বীরেন সিং সরকারের ওপর কোনও প্রভাব ফেলবে না বলে দাবি করেছেন বিজেপির প্রদেশ সভানেত্রী শারদা অধিকারিমায়ুম দেবী। তিনি বলেন, ৬০ সদস্যের মণিপুর বিধানসভায় বিজেপির দখলে ৩৭টি আসন। এছাড়া নাগা পিপলস ফ্রন্টের পাঁচ এবং তিনজন নির্দলীয় বিধায়কের সমর্থন রয়েছে বীরেন সিং সরকারের ওপর।

রাজ্যপাল অজয় কুমার ভাল্লার কাছে প্রেরিত চিঠিতে জেডি (ইউ)-এর প্রদেশ সভাপতি কে বীরেন সিং বলেছেন, '২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি/মার্চে অনুষ্ঠিত মণিপুর রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনে জেডি (ইউ)-এর ছয় প্রার্থী বিজয়ী হয়েছিলেন। কয়েক মাস পর জেডি (ইউ)-এর পাঁচ বিধায়ক বিজেপিতে যোগ দেন। ওই পাঁচ বিধায়কের ভারতের দশম তফশিলের অধীনে স্পিকারের ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন।' এছাড়া রাজ্যে চলমান জাতিগত সহিংসতা মোকাবিলায় বিজেপি-নেতৃত্বাধীন সরকারের ব্যর্থতায় অসন্তোষ বলে এই সিদ্ধান্তের পেছনে প্রধান কারণ হিসাবে উল্লেখ করেছে জেডি (ইউ)। দলের প্রদেশ সভাপতি জানিয়েছেন, রাজ্যপাল ছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষকে আনুষ্ঠানিকভাবে এই পদক্ষেপ সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে।

পর পর মেট্রো বাতিল, স্টেশনে যাত্রীদের ভিড়, দমদমে জখম মহিলা

কলকাতা, ২২ জানুয়ারি (হি.স.): পর পর বেশ কয়েকটি মেট্রো বাতিল। যার জেরে স্টেশনে স্টেশনে যাত্রীদের ভিড়। দমদমে যাত্রীদের ধাক্কায় পড়ে জখম এক মহিলাও।

বুধবার পৌনে ১টা থেকে কবি সুভাষ থেকে দমদমগামী লাইনে পরিষেবা ব্যাহত। অন্তত তিনটি মেট্রো দমদম স্টেশনে এসে পৌঁছয়নি। কিন্তু কেন মেট্রো বাতিল, সে ব্যাপারে এখনও পর্যন্ত কর্তৃপক্ষের তরফে কোনও ব্যাখ্যা মেলেনি। স্টেশনে এ ব্যাপারে কোনও ঘোষণাও হয়নি বলে জানিয়েছেন যাত্রীরা।

মেট্রো কর্তৃপক্ষের অবশ্য দাবি, পরিষেবা বন্ধ হয়নি। ট্রেন চলছে। পরিষেবা স্বাভাবিক করার চেষ্টা চলছে। মেট্রোর এক মুখপাত্র বলেন, "বেলা ১২টা ৪০ মিনিট নাগাদ একটি রেক দক্ষিণেশ্বর স্টেশন থেকে যাত্রী নিয়ে রওনা দেয়। প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে বেরোনোর আগেই যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দেয় তাতে। ফলে ওই রেকটি তখন ছাড়তে পারেনি। পরে ওই রেকের যাত্রীদের নিয়ে অন্য একটি রেক ১২টা ৫০ মিনিটে রওনা দেয়। পরিষেবা বন্ধ হয়নি। একটি মেট্রো ছাড়তে পারেনি। ১০ মিনিট পরে অন্যটি ছাড়ে। খারাপ রেকটি সারিয়ে আবার যাত্রী পরিষেবায় নামানো হয়। যাত্রীদের মধ্যে কোনও হুড়োহুড়ি দেখা যায়নি। আমরা প্রতি মুহূর্তে সিসি ক্যামেরায় নজরদারি রেখেছি।"

অন্য দিকে, যাত্রীদের দাবি, পর পর তিনটি মেট্রো বাতিল হওয়ার পর একটি মেট্রো আসে দমদম স্টেশনে। ভিড় এতই বেশি ছিল যে, অনেক যাত্রীই ওই মেট্রোয় উঠতে পারেননি। মেট্রোয় উঠতে গিয়ে চোট পেয়েছেন বেলঘরিয়ার বাসিন্দা পুতুল দে।

রাজস্থানে নালা থেকে উদ্ধার যুবকের দেহ

যোধপুর, ২২ জানুয়ারি (হি.স.) : যোধপুরের সলাওয়াস রোডের একটি নালা থেকে এক যুবকের দেহ উদ্ধার হয়। মৃতের নাম প্রকাশ মেঘওয়াল (২৫)। দুই দিন আগে সে নিখোঁজ হয়েছিল।

জানা গেছে , নিহতের ৪ মাস আগে বিয়ে হয়।

তবে অতিরিক্ত মদ্যপানের কারণে তাঁর স্ত্রী বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। এদিকে, ওই যুবক দুই দিন ধরে নিখোঁজ থাকার পর বুধবার সলাওয়াস রোডের নালায় তার মৃতদেহ দেখতে পাওয়া যায়।

এক পুলিশ আধিকারিক জানান, মৃতদেহটি নালা থেকে উদ্ধার করা হয়। মৃতদেহের পাশে একটি মদের বোতল পাওয়া গেছে।

বুধবার আগরতলায় মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমার উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

৫ ফেব্রুয়ারি দিল্লির জনতা কেজরিওয়ালকে সরাবেন : মনোজ তিওয়ারি

নয়াদিল্লি, ২২ জানুয়ারি (হি.স.): আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি দিল্লির জনগণ অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে সরিয়ে বিজেপি সরকার গঠন করবে। দাবি করলেন বিজেপি সাংসদ মনোজ তিওয়ারি। বুধবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মনোজ তিওয়ারি বলেছেন, ৫ ফেব্রুয়ারির পর বিজেপি মানুষের সমস্যার সমাধান করবে। আমরা যদি আমাদের সরকার গঠন করি, তবে আমরা বয়স্কদের জন্য ১০ লক্ষ টাকার স্বাস্থ্য বিমা দেব। গত ২৭ বছর ধরে এখানে বিজেপি সরকার নেই। আমি বিজেপির সাংসদ, কিন্তু আমরা বিধায়ক অথবা মুখ্যমন্ত্রী হইনি। দিল্লির শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিয়োগ, পেনশন এবং রেশন কার্ড দিল্লি সরকারের কাজ।'

EXTENSION OF TIME

In respect of this Office Press Notice Inviting Tender (PNIe-T) No.F.3(30)-SF/(JMP)/E-TENDER/2024-25/ 1582 Dated. Jampuijala the 15th January-2025 & No.F.3(30)-SF/(JMP)/E-TENDER/2024-25/ 1581 Dated Jampuijala the 15th January-2025, circulated vide Office memo No. No.F.3(30)SF/(JMP)/E.TENDER/2024-25/1583-91 Dt. JMP The 15th Jan-25 The following Modification has been made.
Extension period for Bidding Documents Download from 20/01/2025
INSTEAD OF
Bidding Documents Download from 18/01/2025.
Extension period for Last Date Submission of e-Tender up to 06/02/2025 INSTEAD OF
Last Date Submission of e-Tender 02/02/2025
All other Terms & Condition will Remain unchanged.
(For and on Behalf of the Governor of Tripura)
All Details are available in the website https://tripuratenders.gov.in
ICA/c/3399/25

(A. DebBarma) Supdt. of Fisheries
Jampuijala Sub Division, Sepahijala Tripura.

Notice Inviting Tender (NIT)

Sealed notice tender is hereby invited from the Bonafide Registered and Resourceful Supplier/firm for supply of Electrical Goods. The last date of submission of sealed quotations is 30/01/2025 by 3.30 pm. For details of the tender with the terms and conditions please collect a copy of this Notice Inviting Tender from the office of the Director, G.A (Printing & Stationery) Department, Agartala.
ICA/C/3392/25

Yours faithfully
Ratan Biswas, IAS
Director
G.A(Printing & Stationery)
Department

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

ভারতের গর্ব : সুভাষ

রতন দাস

আমরা একদিন,
পরাধীন ছিলাম
পুরোনো ভারত- বর্ষে,
ভেঙেছে প্রদেশ,
ভেঙেছে জেলা
ইংরেজদের- ইস্পর্শে।
সেযুগে জন্মালো,
একমহাবীর
জানুয়ারি যখন শেষ,
চেহারা যেমন,
তেজস্বী -তাপস
ক্রোধটা তেমন-ইবেশ।
গড়েছে সৈন্য,
লড়িবার জন্য
ভুলেছে খিদের অন্ন,
দেশমা তাকে
মুক্ত করেই
জীবন কর বেধন্য।
কালক্রমে, এক,
ঘটনাচক্রে
দেশছাড়ি তেবাধ্য,
পারেনি মারিতে,
ইংরেজগুলিতে
নেই তাদের,
সেইসাধ্য।
তবু লড়েছে,
বিদেশে থেকেও
স্বাধীনতা জীবনের
লক্ষ্য, জার্মান-জাপান,
আজাদ বাহিনী
সকল-ইতাহারপক্ষ।
হারালো একদিন
এই জোতিস্ক
কোনসে, কোন
একদেশে,
জানেনা কেউ
তাঁর ঠিকানা
রয়েছে ছদ্ধবেশে।
দেখেছে কী জানি!,
স্বাধীনপতাকা
উড়ছে দেশের প্রান্তে,
চেয়েছে এদেশ,
ফিরাতে তাহাকে
মন চায় এটা জানতে?
বেঁচে আছেকী,
মরে গেছেসে
খবর বার বার ব্যর্থ,
হয়েছে যাহা,
তাহার জীবনে
ওগুলি কাহার স্বার্থ,?
থেকে যাবে সে,
হৃদয় চিত্তে
সময় যতই ঝড়বে,
বর্তমান ভারত,
পূজেতা হাকে
নাম মুখে নেয় গর্বে।
তিনি এক উজ্জ্বল
নক্ষত্র অবতারে
প্রায়রাম,ভারত মায়ের
স্নেহের রত্ন,
নেতাজি সুভাষ নাম।

মরশুম বদলের সময়েও স্বাস্থ্য ভালো রাখে খেজুর

একাধিক পুষ্টিগুণে ভরপুর খেজুর ড্রাই ফ্রুটের মধ্যে বেশ উল্লেখ্য। তবে কেবল শীতকালই নয়, অন্যান্য ঋতুতেও খেজুর স্বাস্থ্যের জন্য বেশ উপকারী। তবে এটি খাওয়ার সময় কয়েকটি বিষয় মাথায় রাখা জরুরি।

মরশুম বদলের সময়ে কমবেশি সকলেরই শরীর খারাপ হয়ে থাকে। এদিকে চলতি বছর বসন্তকাল এসে গেলেও দিনে গ্রীষ্মের গরম আর রাতে শীতের ঠান্ডা অনুভব হচ্ছে অনেক জায়গায়। ফলে ঠান্ডা গরমের খেলে প্রভাব পড়ছে শরীরের ওপর। জ্বর-সর্দি-কাশি-গা ম্যাচ ম্যাচে ছোট থেকে বড় আক্রান্ত অনেকেই। এক্ষেত্রে শরীর সুস্থ্য রাখতে বড় ভরসা হতে পারে মিক্সড ড্রাই ফ্রুটস। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে উপকারী খেজুর।

শীতকালই নয়, অন্যান্য ঋতুতেও খেজুর স্বাস্থ্যের জন্য বেশ উপকারী

স্বাস্থ্যের উপকারে খেজুর ড্রাই ফ্রুট - অনেকেই শীতকালে নিয়মিত খেজুর ড্রাই ফ্রুট খেয়ে থাকেন শরীর চাঙ্গা রাখার জন্য। তবে অনেকেরই ধারণা এই ড্রাই ফ্রুটস উপকারী শীতের মরশুমের জন্যই। তবে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, খেজুর বসন্ত মৌসুমের ফল না হলেও গ্রীষ্মের সঙ্গে খেজুরের কোনও বিরোধ নেই। বরং মুরশুমী অসুখ থেকে দ্রুত সুস্থ্য হতে এবং রক্ষা করতে সাহায্য করতে পারে এই ড্রাই ফ্রুটস। দেখে নিন কী কী স্বাস্থ্য উপকার পাওয়া যায় খেজুর থেকে।

ব্রেনের সুপারফুড- ব্রেন ফাংশন বাড়ানোর কাজে একাই একশো খেজুর। কারণ, এই ড্রাই ফ্রুটসে এমন কিছু ফ্ল্যাভানয়েডস রয়েছে যা মস্তিষ্কের প্রদাহ প্রশমিত করার কাজে সিদ্ধহস্ত। আর এই কারণেই নিয়মিত খেজুর খেলে বাড়বে স্মৃতিশক্তি। এমনকী এড়িয়ে চলা যাবে অ্যালঝাইমার্সের মতো রোগের ফাঁদ।

রক্তে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা বৃদ্ধি করে - রক্তে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা বৃদ্ধি করতে খেজুর বেশ উপকারী। যাঁদের রক্তে হিমগ্লোবিনের মাত্রা কম রয়েছে, তাঁরা নিয়মিত খেজুর খেতে পারেন। খেজুর খেলে রক্তাল্পতার রোগীদের শারীরিক শক্তিও বাড়বে। ঋতুস্রাব শুরু হওয়ার পর অনেক মহিলাই রক্তাল্পতায় ভোগেন। তাঁদের ডায়েটেও খেজুর রাখা জরুরি।

হাড়কে শক্ত করে - অনেকেই বয়স ৩০-এর গণ্ডি পেরনো মাত্রই অস্টিওপোরোসিস এবং অস্টিওআর্থাইটিসের মতো হাড়ের রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ছেন। এক্ষেত্রে হাড়ের যত্ন নিতে পারে খেজুর। এই ড্রাই ফ্রুটসে রয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণে ফসফরাস, ক্যালশিয়াম এবং ম্যাগনেশিয়াম। আর এই সমস্ত উপদান হাড়ের জোর বাড়ানোর কাজে সিদ্ধহস্ত।

রাতে ঘুম ভালো হয় - খেজুর শরীরে মেলাটোনিন হরমোন নিঃসরণে সহায়তা করে, যার ফলে রাতে ভাল ঘুম হয়। তাই মানসিক চাপে অনিদ্রাজনিত সমস্যা এড়াতে রোজ খেজুর খেতে পারেন।

মুরশুমী অসুখ থেকে দ্রুত সুস্থ্য হতে এবং রক্ষা করতে সাহায্য করতে পারে খেজুর মুরশুমী অসুখ থেকে দ্রুত সুস্থ্য হতে এবং রক্ষা করতে সাহায্য করতে পারে খেজুর

সুগার নিয়ন্ত্রণ করে - ব্লাড সুগার নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে ফাইবার এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ খেজুর। তাই ডায়াবিটিস রোগীরা চিকিৎসকের পরামর্শ মতো দিনে ২ থেকে ৩টি খেজুর খেতেই পারেন।

সংক্রমণের ঝুঁকি কমায় - মরশুম বদল মানেই ভাইরাল সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়ে। এক্ষেত্রে সংক্রমণ ঠেকাতেও ডায়েটে রাখতে পারেন খেজুর। শরীরের রোগ-প্রতিরোধ শক্তি বৃদ্ধি করতে খেজুর দারুণ উপকারী। যাঁদের অ্যালার্জির ধাত রয়েছে, তাঁরাও খেজুর খেলে উপকার পাবেন।

কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা দূর করে - অনেকেরই রোজ সকালে পেট পরিষ্কার হয় না। এই পরিস্থিতিতে রোজ রোজ ল্যাক্সেটিভ খাওয়ার পরিবর্তে দিনে ৪টে খেজুর খেলে উপকার মেলে। খেজুরে পর্যাপ্ত পরিমাণ ফাইবার থাকায় বদহজম ও কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা কম হয়। ফলে কোষ্ঠকাঠিন্য রোগীর ডায়েটে এই ড্রাই ফ্রুট থাকাটা মাস্ট।

ওজন নিয়ন্ত্রণ করে - জলদি ওজন ঝরাতে যাঁরা জিমে যাওয়া শুরু করেছেন, তাঁরাও ডায়েটে খেজুর রাখতে পারেন। পরিমিত মাত্রায় খেজুর খেলে ওজন বাড়ে না। তাই শরীরচর্চার আগে চাঙ্গা হতে ও শরীরচর্চার পর ক্লান্তি কাটাতে খেতেই পারেন খেজুর।

ত্বকের যত্ন নেয় - এই ড্রাই ফ্রুটসের মধ্যে রয়েছে ভিটামিন সি এবং ডি যা ত্বকের ইলাস্টিসিটি বজায় রাখে অর্থাৎ ত্বকের গঠন দৃঢ় রাখে। এর ফলে সহজে বলিরেখা বা রিঙ্কেলস দেখা যাবে না ত্বকে। এছাড়াও ত্বক মোলায়েম রাখতে সাহায্য করে খেজুর।

১০০ গ্রাম খেজুরে রয়েছে ৭ গ্রাম ফ্রাইবার, ২ গ্রাম প্রোটিন, ১৫ শতাংশ পটাসিয়াম, ১৩ শতাংশ ম্যাগনেশিয়াম

উপকারের পেতে কখন, কীভাবে খাবেন খেজুর?

পুষ্টিবিদরা বলছেন, বরোজ খেজুর খাওয়া ভালো তবে এটি খাওয়ার সময় কয়েকটি বিষয় মাথায় রাখা জরুরি। কারণ, খেজুরে চিনির পরিমাণ অনেক বেশি। ফলে একসঙ্গে বেশি খেজুর খেলে রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে যেতে পারে। তাই খেজুরের পরিমাণের উপর নজর রাখা জরুরি। ২-৪টে খেজুর খেয়ে নিলে উপকার মিলবে বেশি। দিনের যে কোনও সময়ে খেজুর খাওয়া গেলেও সকালে ভিজিয়ে রাখা খেজুর খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য বেশ ভাল। মরশুম বদলের সময়ে তাপমাত্রার হেরফেরের কারণে অনেকেরই দৈহিক তাপমাত্রা কমে যায়। এক্ষেত্রে ঠান্ডা কাটিয়ে শরীর উষ্ণ বা গরম রাখতে অর্থাৎ দৈহিক তাপমাত্রা সঠিকভাবে বজায় রাখতে সাহায্য করে এই খেজুর। প্রচুর পরিমাণে কার্বোহাইড্রেট, গ্লুকোজ, সুক্রোজ, ফ্রুক্টোজ থাকে খেজুরের মধ্যে। অনেকেই শীতে মিক্সড ড্রাই ফ্রুটস এর মধ্যে খেজুর খেয়ে থাকেন। তবে শীতকাল চলে যেতেই তা খাওয়া বদনঃ করে দেন। পুষ্টিবিদরা বলছেন, ১০০ গ্রাম খেজুরে রয়েছে ৭ গ্রাম ফ্রাইবার, ২ গ্রাম প্রোটিন, ১৫ শতাংশ পটাসিয়াম, ১৩ শতাংশ ম্যাগনেশিয়াম,৪০ শতাংশ কপার, ১৩ শতাংশ ম্যাঙ্গানিজ, ৫ শতাংশ আয়রন ও ভিটামিন বি-৬ রয়েছে ১৫ শতাংশ। ফলে সারাবছরই খেজুর খাওয়া যায়। এর পাশাপাশি বসন্তে শরীর সুস্থ্য রাখতে বসন্ত মৌসুমের ফল ও ডায়েটে রাখা ভালো।

প্রতি দিন ১৫ মিনিটের হাঁটাহাঁটি বদলে দিতে পারে অনেক কিছু

ভাল থাকতে গেলে শরীর-মন, দুই-ই ভাল থাকা দরকার। ব্যস্ত জীবনে যদি সে ভাবে শরীরচর্চা করা না-ও যায়, ১৫ মিনিট সময় বের করা কি খুব কঠিন হবে? সেই ১৫ মিনিটে বরং বেরিয়ে পড়ুন হাঁটতে।

দিনের শুরুতে হলেই বেশি ভাল। তবে তা সম্ভব না হলে যে কোনও সময় এই হাঁটাহাটিটা খুব জরুরি। কেন, সেটাই জেনে নিন। হৃদযন্ত্র ভাল রাখে: হাঁটা একটি সরল ব্যায়াম। এতে শরীরে রক্ত সঞ্চালন ভাল হয়। দিনে মাত্র ১৫ মিনিট হাঁটাই একটু হলেও কমিয়ে দিতে পারে হৃদ্রোগের ঝুঁকি। রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে ও শরীর সচল রাখতে নিয়মিত হাঁটা খুব জরুরি। মন ভাল রাখে' মাঝেমধ্যেই এমন হয় যে, কোনও কিছুই ভাল লাগছে না বা কাজ করে ক্লান্ত মনে হচ্ছে। সেই সময় যদি একটু হাঁটা যায়, বদল হবে মনের অবস্থার। কারণ, হাঁটলে এন্ড্রোফিনের মতো হরমোন নির্গত হয়, যা মনকে খুশি রাখতে সাহায্য করে। আমেরিকান সাইকোলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের পর্যবেক্ষণ, নিয়মিত হাঁটহাটি অবসাদ ও উদ্বেগের মতো মানসিক সমস্যা দূরে রাখতে সাহায্য করে।

মস্তিষ্ককে সচল রাখে: নিয়মিত হাঁটায় মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতাও বাড়ে। মাত্র ১৫ মিনিট হাঁটাই স্মৃতিশক্তি বাড়াতে পারে। অ্যালঝাইমার্সের মতো রোগের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে।

ওজন নিয়ন্ত্রণ সাহায্য করে: ওজন কমানোর জন্য অনেকেই হাঁটাহাঁটিকে গুরুত্ব দেন। নিয়মিত হাঁটাহাটি স্বাস্থ্যের জন্য ভাল। শুধু তা-ই নয়, ক্যালোরি ক্ষয় করতেও সাহায্য করে হাঁটা। যা ওজন কমানো বা নিয়ন্ত্রণের জন্য খুব প্রয়োজন।

তরতাজা করে তোলে: খানিকটা হাঁটহাটি মন ও শরীরকে চাঙ্গা করে তোলে। হাঁটলে শরীরে অক্সিজেন তুলনায় বেশি যায়। সারা শরীরে রক্ত সঞ্চালন ভাল ভাবে হয়। এই বিষয়গুলি শরীর ও মন তরতাজা করে তোলে।

পেশি ও হাড় মজবুত করে: নিয়মিত হাঁটাহাটিতে যে হেতু পেশি থেকে হাড়, সব কিছুরই ব্যায়াম হয়, তাই সেগুলিও মজবুত হয়ে ওঠে।

ঘুম ভাল হয়: শুলেই যাঁদের ঘুম আসে না, সাধ্যসাধনার দরকার হয়, তাঁদের ক্ষেত্রে এই হাঁটা খুব উপকারে আসে। দিনে অন্তত ১৫ মিনিট হাঁটলেও শরীরে শক্তি ক্ষয় হয়। তার জেরেই ঘুম ভাল হয়।

ধুলোর সংস্পর্শে আসতেই শুরু হাঁচি?

যে হারে ক্রমে বায়ু দূষণ বাড়ছে, ধুলো-বালি-ধোঁয়াতে বাড়ছে ডাস্ট অ্যালার্জি আক্রান্তর সংখ্যাও। এই সমস্যায় অনেকেই ভুগে থাকেন। এই অ্যালার্জি মূলত ধুলো, ধোঁয়া এসব থেকেই হয়ে থাকে। যার ফলে একটু ধুলোর সংস্পর্শে এলেই হাঁচি-কাশি শুরু হয়ে যায়। কিন্তু বাইরের দূষণকে কোনওভাবেই প্রতিরোধ করা যাবে না। সেক্ষেত্রে রাস্তায় বেরোলে মাস্ক পরতেই হয়। কিন্তু অনেক সময় নিজের ঘরে বসেও হাঁচি-কাশি শুরু হয়ে যায়। এই অ্যালার্জি সাধারণত ভয়াবহ হয় না। তবে কিছুক্ষেত্রে চিকিৎসা না করলে এটি বড়সড় সমস্যার আকার ধারণ করতে পারে। আপনারও যদি ডাস্ট অ্যালার্জি থাকে তাহলে দেখে নিন কীভাবে এই সমস্যা থেকে আরাম পাবেন। ডাস্ট যখন আমাদের নাসারন্ধ্রের বা চোখের সংস্পর্শে আসে তখন অনেকের অ্যালার্জিক রিঅ্যাকশন হয় ডাস্ট অ্যালার্জির কারণ ও লক্ষণ বাতাসে যে ধুলাবালি, বালুকণা, বিভিন্ন ধোঁয়া, কেমিক্যাল, ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া থাকে এগুলোকে ডাস্ট বলা হয়ে থাকে। এসব ডাস্ট যখন আমাদের নাসারন্ধ্রের বা চোখের সংস্পর্শে আসে তখন অনেকের অ্যালার্জিক রিঅ্যাকশন হয়। প্রথমে সামান্য রিঅ্যাকশন হয়, এরপর যখন আবার নাক কিংবা চোখের সংস্পর্শে ডাস্ট আসে তখন অ্যালার্জিক রিঅ্যাকশন বেশি হয়। শীতকালে এবং বিশেষ করে ঋতু পরিবর্তনের সময় বাতাস অনেক বেশি শুষ্ক থাকে। তখন বাতাসে এই ডাস্টের পরিমাণ বেড়ে যায়, ফুলের রেণু, বিভিন্ন ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া বাতাসে ভেসে বেড়ায়। এগুলো খালি চোখে সবসময় দেখা যায় না। যে কারণে এই সময়ে ডাস্ট অ্যালার্জির মাত্রাও বেড়ে যায় অন্য সময়ের তুলনায়। যদিও কমবেশি অনেকেরই এই অ্যালার্জির সমস্যা দেখা দেয়। তবে অ্যালার্জির সমস্যা কারো কারো বংশগতও হতে পারে। পরিবারে কারো যদি অ্যালার্জির সমস্যা থাকে তাহলে তাদের অ্যালার্জির মাত্রা বেশি হওয়ার ঝুঁকি থাকে। ডাস্ট থেকে যে অ্যালার্জি যেসব উপসর্গ দেখা যায়-

ডাস্ট অ্যালার্জির কারণে অনেকের নাক দিয়ে অনবরত জল পড়ে। প্রথমে কম হয়, ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। অনবরত হাঁচি হয়। কারো কারো সর্দি হয়, কাশি হয়। কারো কারো বুক চেপে আসে। ডাস্ট যদি শ্বাসনালীর নিচের দিকে আসে তাহলে অনেকের অ্যাজমার প্রবণতাও দেখা দিতে পারে। অনেকের শ্বাসকষ্ট হয়। ডাস্ট চোখের সংস্পর্শে আসলে চোখ চুলকায়, লাল হয়ে যায়, জল পড়ে, এমনকি এর থেকে কনজাংটিভাইটিসও হতে পারে।

ত্বকের সংস্পর্শে আসলে ত্বকে চুলকানি, র‍্যাশ ও বিভিন্ন চর্মরোগ হতে পারে। ডাস্টের সঙ্গে ক্যামিকেল মিশ্রিত থাকলে ক্যামিকেল রিঅ্যাকশন হতে পারে শরীরে। ডাস্টের সঙ্গে ছত্রাক, ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া মিশে থাকে। ডাস্টে বিভিন্ন রোগের জীবাণু মিশে থাকার ফলে বিভিন্ন রোগ হওয়ারও আশঙ্কা থাকে। যেমন- যক্ষ্মার জীবাণু থাকলে যক্ষ্মা হতে পারে, ভাইরাল ডিজিজ হতে পারে।

ত্বকের সংস্পর্শে আসলে ত্বকে চুলকানি, র‍্যাশ ও বিভিন্ন চর্মরোগ হতে পারে ডাস্ট অ্যালার্জির প্রতিকার যাদের অ্যালার্জির মাত্রা বেশি থাকে তাদের বিভিন্ন ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করা সম্ভব। তবে বলা বাহুল্য অ্যালার্জির সমস্যা কখনো পুরোপুরি সেরে যায় না। তাই অ্যালার্জিকে প্রতিরোধ করাই সবচেয়ে ভালো উপায়। এক্ষেত্রে যেসব বিষয় মেনে চললে অ্যালার্জি প্রতিরোধ করা যেতে পারে- ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে এবং ঘর পরিষ্কার করার সময় অবশ্যই মাস্ক ব্যবহার করতে হবে। ঘরের বাইরে গেলেও সবসময় মাস্ক ব্যবহার করতে হবে। যথাসম্ভব ধুলাবালি এড়িয়ে চলতে হবে।

বাইরে থেকে এসে মুখ, হাত-পা জল দিয়ে ধুতে হবে। সবসময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে নিজেকে। প্রতিদিনের ব্যবহৃত পোশাক ময়লা হলে নিয়মিত ধুতে হবে ভালোভাবে। প্রতিদিন ব্যবহৃত বালিশ, মশারি মাঝেমাঝে রোদে দিতে হবে। বিছানার চাদর, বালিশের কাভার, মশারি ময়লা হলে ধুয়ে নিতে হবে। সুষম ও পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে।

পর্যাপ্ত সময় ঘুমাতে হবে। ধূমপান ও অ্যালকোহল পরিহার করতে হবে। অ্যালার্জির সমস্যার বিরুদ্ধে শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তুলবে যেসব খাবার

বাদাম: শুকনো ফল এবং বাদাম শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের যে উন্নতি করে সে কথা সবাই জানে। শুকনো ফল এবং বাদাম রোগ প্রতিরোধ শক্তি বাড়াতে সাহায্য করে যার ফলে অ্যালার্জি হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। তাই রোজ নিয়ম করে কাজু, আখরোট, কাঠবাদাম খাওয়ার চেষ্টা করুন।

গ্রিন টি: অর্গানিক গ্রিন টি রোজ খাওয়া শরীরের জন্য ভালো। স্বাস্থ্যবিদরা পরামর্শ দেন দিনে দু-তিন বার অর্গানিক গ্রিন টি খাওয়ার জন্য। এর অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট অ্যালার্জির সমস্যার সঙ্গে লড়তে সাহায্য করে। চোখে লাল ভাব, র‍্যাশ বেরোনোর সমস্যা রুখতে এটি বিশেষ কার্যকর।

হলুদ: কাঁচা হলুদ এ অ্যান্টি-ব্যাক্টেরিয়াল গুণ অ্যালার্জি প্রতিরোধে সাহায্য করে। তাই আপনার ধুলোবালিতে অ্যালার্জি থাকলে রোজ নিয়ম করে গরম দুধে এক চা চামচ হলুদ গুঁড়ো মিশিয়ে খাওয়ার অভ্যাস করুন। অথবা খেতে পারেন কাঁচা হলুদ । এতে উপকার বেশি পাবেন।

দুগ্ধজাত পদার্থ: খাওয়ার পাতে রাখুন টক দই, ছানা, লস্যি। এদের প্রোবায়োটিক উপাদান অসুখের জীবাণুর সঙ্গে যেমন লড়ে, তেমনই শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়। সুতরাং, ধুলোবালি থেকে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কমে।

দারচিনি: হেঁশেলের এই মশলাটিও শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। রোজের ডায়েটে দারচিনি দেওয়া চা রাখতে পারেন। এতে শরীর থেকে দূষিত পদার্থগুলি দূর হবে আর অ্যালার্জির সমস্যা থেকেও রেহাই পাবেন। জলের ভিতরেও একটি দারচিনির টুকরো ফেলে রেখে দিতে পারেন। তার পর সারা দিন ধরে সেই জলে চুমুক দিলেও উপকার পাবেন

আপনারও যদি ডাস্ট অ্যালার্জি থাকে তাহলে ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার পাশাপাশি সুষম খাবার খেতে হবে

শিশু এবং বয়স্ক যারা, যাদের কোমরবিডিটি রয়েছে, অ্যাজমার সমস্যা রয়েছে এবং যাদের শরীরের অ্যালার্জিক রিঅ্যাকশনের মাত্রা অনেক বেশি হয় তারা বাইরে কম যাবেন, জনসমাগম এড়িয়ে চলতে হবে। বাইরে গেলে অবশ্যই মাস্ক পরতে হবে। ইনফ্লুয়েঞ্জা ও নিউমোনিয়ার ভ্যাকসিন নিতে হবে। এগুলো অ্যালার্জি কমাতে সরাসরি প্রভাব ফেলে না। কিন্তু শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।

জানুন হাসির স্বাস্থ্য উপকারিতা এবং হাসির বৈজ্ঞানিক কারণ

প্রচলিত বাক্য অনুযায়ী, "হাসলে বয়স কমে"। এ কথা কেবল কথাই নয়, আসলেই সত্যি। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, হাসজারুর মতো যদি হাসতে পারেন, তাহলে অনায়াসে সুস্থ থাকা যায়। কিন্তু বিশ্বায়নের যুগে পার্থিব জিনিসের পিছনে ছুটতে ছুটতে জীবনকে উপভোগ করতেই ভুলে গিয়েছেন অনেকে। হাসি তো দূর। কারও সঙ্গে কথা বলার সময়টুকুও নেই। এর ফলে মনে জমা হচ্ছে অবসাদ। তবে মানুষকে একত্রিত করতে ও পৃথিবীকে সুখকর জায়গা তৈরির ক্ষমতা রয়েছে এই হাসির। এর জন প্রত্যেক বছর অক্টোবরের প্রথম রবিবার পালন করা হয় বিশ্ব হাসি দিবস।

বিশ্ব হাসি দিবস। কথায় বলে, যে কোনও অসুখের সবচেয়ে ভালো ওষুধ হচ্ছে হাসি। প্রতিবছর মে মাসের প্রথম রবিবার পালন করা হয় বিশ্ব হাসি দিবস। কেবল মন নয়, শরীরও নাকি ভালো রাখে হাসি। চিন্তা কমানো থেকে শুরু করে, শরীরের পেশীকে আরাম দেওয়া এমনকি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতেও নাকি সাহায্য করে প্রাণখোলা হাসি। গোটা বিশ্বে প্রায় সমস্ত জায়গাতেই পালন করা হয় এই দিন দিনটি। বিভিন্ন জায়গায় বার করা হয় র‍্যালি।

বিশ্ব হাসি দিবসের ইতিহাস:- ১৯৬৩ সালে হার্ভি বল প্রথম কিছু ব্যবসায়ীক কারণে তৈরি করেন স্মাইলি বা হাসি-র চিহ্নটি। এরপরেই কোনও কিছু ভালো বোঝাতে বা উৎসাহ দেওয়া জন্য জনপ্রিয় হয়ে যায় এই চিহ্নটি। প্রথম ১৯৯৯ সালে সেই চিহ্নকে সামনে রেখেই পালিত হয় ওয়ার্ল স্মাইল ডে বা বিশ্ব হাসি দিবস। ২০০১ সালে হার্ভি প্রয়াত হলে ওয়ার্ল স্মাইল ফাউন্ডেশনের তরফ থেকে তাঁর শ্রদ্ধায় প্রতি বছর পালন করা হয় এই দিনটি। অন্য আরেকটি সূত্র থেকে জানা যায়, ড. মদন কাটারিয়ার ১৯৯৮ সালে প্রথম চালু করেন এই বিশ্ব হাসি দিবসের। তিনি যোগাসনে হাসির উপযোগিতাকে তুলে ধরেন। হাসি মানসিকভাবে মানুষকে সুস্থ ও স্বাভাবিক রাখতে পারে বলে দাবি করেন তিনি।

হাসির বৈজ্ঞানিক কারণ ঃ-হাসে না, এমন একটাও মানুষ নেই এই গোটা বিশ্বে। নানা কারণে মানুষ হাসে। ভাল লাগলে আমরা হাসি, আনন্দ পেলে হাসি, কেউ মজা করলে হাসি। প্রচণ্ড কষ্টে অনুভূতি ভোঁতা হয়ে গেলেও মানুষে হাসে। কেউ আবার সুড়সুড়ি পেলেও হাসে। এমনকি কেউ কেউ ভয় পেয়ে, স্নায়ু চাপে থাকার ফলেও হাসে। অনেকে বলে হাসি সংক্রামক। একজন হাসতে শুরু করলে অন্যরাও না হেসে পারে না। এমনকি মানা হয় কথা বলার একটি উপায় হল হাসি। প্রাচীনকালে, যখন ভাষা আবিষ্কার হয়নি, তখন-ও মানুষে হাসত। হাসির মধ্যে চলত কথোপকথন। সবকিছু ঠিক থাকলে হাসি দিয়েই সম্মতি জানানো হত। আর এই হাসির নেপথ্যে রয়েছে বড় বৈজ্ঞানিক কারণ।

মানুষ যে সব সময় বুঝে হাসে, তা কিন্তু নয়। যেমন তিন মাস বয়সী শিশুরাও হাসে, কথা বলতে শেখার আগেই। হাজার হাজার হাসির উদাহরণ নিয়ে গবেষণা করেছেন বিজ্ঞানীরা। দেখা গিয়েছে, কথোপকথনের ক্ষেত্রে শ্রোতার চেয়ে বক্তার হাসার সম্ভাবনা ৪৬শতাংশ বেশি। আবার আমেরিকান ফিজিওলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন জার্নালে প্রকাশিত এক গবেষণা বলছে, দলবেঁধে আড্ডার সময় হাসার সম্ভাবনা ৩০ গুণ বেড়ে যায়। শিশুদের নিয়ে এক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, আড়াই থেকে চার বছর বয়সী শিশুরা একা একা কার্টুন দেখলে যতটা হাসে, অন্য কোন-ও শিশুর সঙ্গে বসে দেখলে হাসার সম্ভাবনা ৮ গুণ বেড়ে যায়। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, হাসির ধরণ থেকে বোঝা যায়, মানুষ কতটা ঘনিষ্ঠ, তাদের সম্পর্ক কত পুরনো।

হাসি ও স্বাস্থ্য :- হাসলে দেহের টিস্যুগুলোর অক্সিজেন গ্রহণের পরিমাণ বেড়ে যায়। পাশাপাশি হাসলে এন্ডোরফিন নামে একধরনের রাসায়নিক শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। এই হরমোন আমাদের খুশি রাখে, কমিয়ে দেয় শরীরের ব্যথা ও দুশ্চিন্তা। হাসার কারণে মস্তিষ্কের বিশেষ এক রাসায়নিক পদার্থ মানুষকে ভাল অনুভূতি দেয়।

ইমিউনিটি বাড়ে ঃ- বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে হাসলে দুশ্চিন্তা ও ভয় কমে। আর এই দুই মানসিক অবস্থা থেকে রেহাই পেলে ইমিউনিটি বৃদ্ধি পায়। তাই সুস্থ থাকতে হাসা মাস্ট।

হ্যাপি হরমোন ঃ-আনন্দময় জীবনের চাবিকাঠি হল হ্যাপি হরমোন। এই হরমোন মনকে আনন্দে রাখতে সাহায্য করে। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, যাঁর শরীরে হ্যাপি হরমোনের মাত্রা যত বেশি সে ততধিক আনন্দে থাকে। এমনকী তাঁর রোগ ভোগের আশঙ্কাও কম।

মুড ঠিক করে :- জীবনের নানাবিধ জটিলতার মাঝে মেজাজ ঠিক রাখা খুবই কঠিন কাজ। অনেক চেষ্টা করেও বহুজন এই কাজে অপারগ হন। এমনকী দিনের পর দিন তাঁদের নেগেটিভিটি বা নেতিবাচক চিন্তা গ্রাস করে। এহেন জটিলতার হাত থেকে বাঁচতে চাইলে দিনে কিছুটা সময় দাঁত খুলে হেসে নিন।

শ্বেত রক্ত কণিকার বৃদ্ধি :- টি কোষ হল ইমিউন সিস্টেমের একটি অংশ, যা অস্থি মজ্জার স্টেম কোষ থেকে বিকাশ করে। এই কোষগুলি শরীরকে সংক্রমণ থেকে রক্ষা করতে এবং ক্যান্সারের সাথে লড়াই করতে সাহায্য করে। আমরা যখন হাসি তখন এই কোষ আমাদের শরীরে আরও বেশিভাবে সক্রিয় হয়। হাসি সঙ্গে সঙ্গে এই কোষগুলিকে জীবিত করে, যা সাহায্য করে শরীর ও মন ভালো রাখতে।

কার্ডিয়াক স্বাস্থ্যের উন্নতি :- বহু চিকিৎসক হাসিকে একটি ব্যতিক্রমী কার্ডিও ওয়ার্কআউট হিসেবে বিবেচিত করে থাকেন। বিশেষত যে সকল ব্যক্তি অসুস্থ এবং কোনও রকম আঘাত বা অসুস্থতার কারণে অন্যান্য শারীরিক কার্যকলাপ করতে সক্ষম নন, তাদের ক্ষেত্রে হাসি কাজ করে ম্যাজিকের মতো। ধীর থেকে মাঝারি গতিতে হাঁটার সময় যে পরিমান ক্যালোরি ক্ষয় হয় সেই পরিমান ক্যালোরি ক্ষয় করতে সক্ষম হাসি।

প্রসঙ্গত, হাসি একধরনের ব্যায়ামও। এতে শ্বাস—প্রশাস দ্রুত হয়, হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুস ভাল থাকে। যদি কোন-ও কিছু নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকেন বা ভয়ের মধ্যে থাকেন, তাহলে হাসি তা দূর করে দিতে পারে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, মানুষের ইমিউন ব্যবস্থা ভালো রাখতে সহায়তা করে হাসি। হাসির কিছু বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করলে নাকি দীর্ঘদিন সুস্থভাবে জীবন যাপন করা যায় বলেও দাবি করেন বিজ্ঞানীরা। হাসির জন্য বিভিন্ন জায়গায় রয়েছে বিশেষ ক্লাব। পার্ক ও অন্যান্য ফাঁকা জায়গায় বিভিন্ন মানুষ জড়ো হন হাসির মাধ্যমে শরীর ভালো রাখতে।

বুধবার বনমন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা আগরতলায় ফরেস্ট দপ্তরের এক অনুষ্ঠানের সূচনা করেন।

বন দফতরকে নিশানা মুখ্যমন্ত্রীর, ডুয়ার্সের সংরক্ষিত বনাঞ্চলে বাড়তি টাকা নেওয়া যাবেনা

আলিপুরদুয়ার, ২২ জানুয়ারি (হি.স.): ''বন দফতর কি গর্ভমেন্টের বাইরে নাকি?'' বুধবার আলিপুরদুয়ারের প্রশাসনিক বৈঠক থেকে বন দফতরকে এভাবেই নিশানা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সংরক্ষিত বনাঞ্চলে ঢুকতে মাথাপিছু, গাড়িপিছু টাকা গুনতে হয় পর্যটকদের। যা শোনার পরই রেগে গিয়ে তিনি ওই প্রশ্ন করেন। সাফ জানান, ডুয়ার্সের সংরক্ষিত বনাঞ্চলে পর্যটকদের থেকে কোনও বাড়তি টাকা নেওয়া যাবে না।

প্রশাসনিক বৈঠকে কথা ওঠে রাজাভাতখাওয়ার জঙ্গলে ঢুকতে পর্যটকদের টাকা দিতে হয়। মুখ্যমন্ত্রীর সামনে বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল অভিযোগ করেন, ''রাজাভাতখাওয়ায় পর্যটকদের গাড়ি নিয়ে ঢুকতে অনেক টাকা দিতে হয়। মাথা পিছু ও গাড়ি পিছু আড়াই হাজার টাকা।''

সঙ্গে সঙ্গে মমতা প্রশ্ন করেন, ''কেন টাকা দিতে হয়? কার অনুমতিতে টাকা নেওয়া হয়? কে ঠিক করেছে?''

জবাবে বন দফতরের এক কর্তা জানান, ''মাথাপিছু এবং গাড়ির প্রবেশশুল্ক দুই থেকে আড়াই হাজার টাকা! চিফ ওয়াইল্ড লাইফ ওয়ার্ডেন ঠিক করেছেন। একটি তালিকা রয়েছে কোন জায়গার কত প্রবেশশুল্ক লেখা আছে।''

'ক্ষুব্ধ' মমতা বলেন, ''বাড়তি টাকা কেন দিতে হবে পর্যটকদের? এই সিদ্ধান্ত কার?

কে নির্দেশ দিয়েছে? বন দফতর কি গর্ভমেন্টের বাইরে। তারা বিষয়টা জানাবে না?'' এর পরই তাঁর ঘোষণা, ''এই বলে দিলাম, পর্যটকদের থেকে কোনও বাড়তি টাকা নেওয়া যাবে না।''

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ২০২৫-২৬ মরশুমে কাঁচা পাটের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (এমএসপি) অনুমোদন করেছে

নয়াদিল্লি, ২২ জানুয়ারী ২০২৫ : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত অর্থনৈতিক বিষয়ক মন্ত্রিসভা কমিটি (সিসিইএ) ২০২৫-২৬ বিপণন মরশুমের জন্য কাঁচা পাটের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (এমএসপি) অনুমোদন করেছে।

২০২৫-২৬ মরশুমে কাঁচা পাটের (টিডি-৩ গ্রেড) ন্যূনতম সহায়ক মূল্য প্রতি কুইন্টালে ৫ হাজার ৬৫০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। এর ফলে, সর্বভারতীয় গড়, উৎপাদন ব্যয়ের তুলনায় ৬৬.৮ শতাংশ রিটার্ন নিশ্চিত করবে। ২০২৫-২৬ এর বিপণন মরশুম এর জন্য জন্য কাঁচা পাটের অনুমোদিত এমএসপি ২০১৮-১৯ সালের বাজেটে সরকার ঘোষিত সর্বভারতীয় ওজনযুক্ত গড় উৎপাদন ব্যয়ের কমপক্ষে ১.৫ গুণ ন্যূনতম সহায়ক মূল্য নির্ধারণের নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

২০২৫-২৬ বিপণন মরশুমের জন্য কাঁচা পাটের এমএসপি আগের বিপণন মরশুম ২০২৫-২৬ এর তুলনায় কুইন্টাল প্রতি ৩১৫ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারত সরকার ২০১৪-১৫ সালে কাঁচা পাটের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য কুইন্টাল প্রতি ২ হাজার ৪০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০২৫-২৬ সালে কুইন্টাল প্রতি ৫ হাজার ৬৫০ টাকা করেছে। অর্থাৎ ২.৩৫ গুন বেড়ে কুইন্টাল প্রতি ৩ হাজার ২৫০ টাকা করা হয়েছে।

২০১৪-১৫ মরশুম থেকে ২০২৪-২৫ মরশুমের মধ্যে পাট চাষীদের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (এমএসপি)-র পরিমাণ ছিল ২৫ হাজার কোটি টাকা। ২০০৪-০৫ মরশুম থেকে ২০১৩-১৪ মরশুম এর মধ্যে ১৩০০ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে।

৪০ লক্ষ কৃষক পরিবারের জীবিকা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পাট শিল্পের উপর নির্ভরশীল। প্রায় চার লক্ষ শ্রমিক পাট কলগুলিতে এবং পাটের বাণিজ্যে সরাসরি কর্মসংস্থান পান। গত বছর ১ লক্ষ ৭০ হাজার কৃষকের কাছ থেকে পাট সংগ্রহ করা হয়েছিল। পাট চাষীদের ৮২ শতাংশ পশ্চিমবঙ্গের এবং বাকি অসম ও বিহারের যারা মোট পাট উৎপাদনের ৯ উৎপাদন করে। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন জুট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া (জেসিআই) পাট চাষিদের জন্য মূল্য সহায়তা কার্যক্রম চালিয়ে যাবে এবং এই জাতীয় ক্রিয়াকলাপে যদি কোনও ক্ষতি হয় তবে তা কেন্দ্রীয় সরকার সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাড়াহুড়ো করছে, আর সেটা খুবই সন্দেহজনক : সুকান্ত মজুমদার

বালুরঘাট, ২২ জানুয়ারি (হি.স.): আর জি কর মামলায় শিয়ালদহ আদালত সঞ্জয় রায়কে আমৃত্যু কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছে। সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে রাজ্য সরকার হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে। রাজ্য সরকারের এই পদক্ষেপকে সন্দেহজনক বললেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার।

বুধবার সুকান্ত মজুমদার বলেছেন, 'পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাড়াহুড়ো করছে এবং এই তাড়াহুড়ো খুবই সন্দেহজনক। সিবিআই একটি তদন্তকারী সংস্থা এবং তাদের উচ্চ আদালতে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার যেভাবে তাড়াহুড়ো করছে তাতে মনে হচ্ছে তারা সঞ্জয় রায়ের মুখ বন্ধ করতে চায়। নির্যাতিতার বাবা-মা সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিলেন এবং তাঁরা জানেন যে সুপ্রিম কোর্টে যদি সঞ্জয় রায়ের তদন্ত হয়, তবে সে ডাঃ সন্দীপ ঘোষ এবং অন্যদের নাম নিতে পারে এবং এর পরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়—এর সরকারের পতন ঘটবে। আমি মনে করি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার সঞ্জয় রায়কে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে বলির পাঁঠা বানানোর জন্য তাড়াহুড়ো করছে।

হাসিমারায় মুখ্যমন্ত্রীর সভায় আমন্ত্রণ পেলেন বিজেপির প্রাক্তন সাংসদ

আলিপুদুয়ার, ২২ জানুয়ারি (হি.স.): গত বছর মাদারিহাটে উপনির্বাচনে হঠাৎ করেই নিষ্ক্রিয় হয়ে গিয়েছিলেন জন বার্লা। যার ফল হাতেনাতে পেয়েছিল বিজেপি। নিজেদের শক্ত ঘাঁটি চা বলয়ে হারের মুখ দেখতে হয়েছিল গেরুয়া শিবিরকে।

তার পর থেকেই আলিপুদুয়ারের প্রাক্তন সাংসদ জন বার্লার সঙ্গে রাজ্যের শাসক দলের ঘনিষ্ঠতার খবর কানাঘুষো শোনা যাচ্ছিল। এবার ২৩ জানুয়ারি হাসিমারায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভায় আমন্ত্রণ পেলেন বিজেপির এই প্রাক্তন সাংসদ। মুখ্যমন্ত্রীর সভায় আমন্ত্রণ পেয়ে রীতিমতো আপ্লুত জন বার্লা।

জন বার্লা জানিয়েছেন, ডুয়ার্স এবং চা বাগানের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলবেন তিনি। চা বাগানে এখন বিজেপি-র নেতৃত্ব নেই, সে কথাও উল্লেখ করে জন বার্লা জানিয়েছেন, ডুয়ার্সের উন্নতির জন্য মুখ্যমন্ত্রীর উপরে ভরসা রাখছেন তিনি।

জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন আরও পাঁচ বছর চলবে : পীযূষ গোয়েল

নয়াদিল্লি, ২২ জানুয়ারি (হি.স.): জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন আরও পাঁচ বছর চলবে। বুধবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল বলেছেন, 'জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন আরও পাঁচ বছর চলবে।'

মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল আরও বলেছেন, 'মন্ত্রিসভা কাঁচা পাটের জন্য এমএসপি অনুমোদন করেছে, প্রতি কুইন্টাল ৫,৬৫০ টাকায় (বিপণন মরসুমের জন্য ২০২৫-২৬)।'

ইডেনে ভারত-ইংল্যান্ড ম্যাচ, বাড়ি ফিরতে মিলবে বিশেষ ট্রেন

কলকাতা, ২২ জানুয়ারি (হি.স.): বুধবার ক্রিকেটের নন্দনকাননে নামতে চলছে ভারত- ইংল্যান্ড। রাতের ম্যাচে বাড়ি ফিরে যাওয়া নিয়ে চিন্তা ছিল ক্রিকেটপ্রেমীদের মধ্যে। সেই সমস্যা দূর করতে এগিয়ে এল পূর্ব রেল। শুধু দুটি অতিরিক্ত ১২ কোচের ট্রেন চালাবে রেল। বিজ্ঞপ্তি দিয়ে এমনই কথা জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

টি-টোয়েন্টি ম্যাচের জন্য সেজে উঠেছে ইডেন। দর্শকদের মধ্যে রয়েছে চরম উন্মাদনা। শহরতলি থেকে প্রচুর দর্শক মাঠে ভিড় জমাবে সেই আভাস আগেই মিলেছে। প্রিন্সেপ ঘাট থেকে বারাসত ও বিবাদী বাগ থেকে বারুইপুরের মধ্যে চলবে এই দুটি অতিরিক্ত ট্রেন।

বুধবার রাত ১১টা ৫০ মিনিটে প্রিন্সেপ ঘাট স্টেশন ছাড়বে ইএমইউ স্পেশাল। বারাসত পৌঁছবে রাত একটায়। অন্যদিকে, বিবাদী বাগ থেকে ১২ কোচের ট্রেনটি ছাড়বে রাত ১২টা ২ মিনিটে। বারুইপুরে পৌঁছবে রাত ১টা ৩২ মিনিটে।

ত্রিবেণী সঙ্গমে আস্থার ডুব, পুণ্যস্নান করলেন যোগী ও মন্ত্রিসভার সদস্যরা

প্রয়াগরাজ, ২২ জানুয়ারি (হি.স.) উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভ—এ অমৃত স্নান করলেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। বুধবার মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, দুই উপমুখ্যমন্ত্রী ব্রজেশ পাঠক ও কেশব প্রসাদ মৌর্য ও যোগী—মন্ত্রিসভার সদস্যরা ত্রিবেণী সঙ্গমে পুণ্যস্নান করেছেন।

উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এবং তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যরা পরিযায়ী পাখিদের খাবার খাওয়ান। এরপর ত্রিবেণী সঙ্গমে গিয়ে পুণ্যস্নান করেছেন। পুণ্যস্নানের পর ত্রিবেণী সঙ্গমে পূজার্চনাও করেছেন তাঁরা।

সভায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেন কড়া দিদিমণি

আলিপুরদুয়ার, ২২ জানুয়ারি (হি.স.): বুধবার পুরো জেলার উন্নয়নের তালিকা হাতে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশাসনিক সভায় রীতিমত শিক্ষিকার ভূমিকায় প্রশ্ন করেন।

বলেন, ৪৪১টি প্রকল্পের মধ্যে ৩০৩টি শেষ হয়েছে। ১০৮টি প্রকল্পের কাজ সময়ে শেষ হয়নি। ৩০টি প্রকল্প ১ থেকে ৩ বছরের মধ্যে শেষ হয়নি। এরপরই একে একে বিভিন্ন দফতরের আধিকারিকদের দাঁড় করিয়ে ক্লাসের কড়া দিদিমণির স্টাইলে রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান জানতে চান, 'কেন মানুষের উন্নয়নের কাজ সময়ে শেষ হল না? কে দায়ী? কার গাফিলতিতে এগুলো সময়ে শেষ হল না?'

খানিক থেমে প্রশ্ন তুলেছেন, 'মুখ্যসচিব যদি একদিন জেলায় এসে পাঁচ, ছ'টা জায়গায় যেতে পারে তাহলে বিডিওরা পারবেন না কেন?' প্রসঙ্গত, এর আগে সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, সরকারি কাজের তদারকি করতে এবার থেকে সপ্তাহে একদিন গ্রামে ফিল্ড ওয়ার্কে যেতে হবে বিডিও-সহ প্রশাসনিক আধিকারিকদের। মুখ্যমন্ত্রী মনে করিয়েছেন, সময়ে কাজ শেষ করতে পারেননি বলে এখন তাড়াহুড়ো করে কাজ শেষ করে ফেলবেন, এমনটা যেন না হয়।

২৪ জানুয়ারি ছানি অস্ত্রোপচার, কুলদীপকে অন্তর্বর্তী জামিন দিল দিল্লি হাইকোর্ট

নয়াদিল্লি, ২২ জানুয়ারি (হি.স.): দিল্লি হাইকোর্ট বুধবার বহিষ্কৃত বিজেপি বিধায়ক ও উন্নাও ধর্ষণ মামলার অভিযুক্ত কুলদীপ সিং সেঙ্গারকে অন্তর্বর্তীকালীন জামিন মঞ্জুর করেছে। আগামী ২৪ জানুয়ারি এইমস-এ ছানি অস্ত্রোপচার হবে কুলদীপ সিং সেঙ্গারের, সে জন্য অন্তর্বর্তীকালীন জামিন মঞ্জুর করেছে দিল্লি হাইকোর্ট।

অস্ত্রোপচারের পর আগামী ২৭ জানুয়ারি আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কুলদীপকে। উল্লেখ্য, উন্নাও ধর্ষণ মামলায় যাবজ্জীবন সাজা খাটছে কুলদীপ। তাঁকে বিজেপি থেকেও বহিষ্কার করা হয়েছে।

টিটাগড়ের ভাগাড় থেকে উদ্ধার নিখোঁজ কিশোরের রক্তাক্ত দেহ

উত্তর ২৪ পরগনা, ২২ জানুয়ারি (হি.স.): চারদিন ধরে নিখোঁজ এক কিশোরের দেহ বুধবার সকালে উদ্ধার হয়েছে টিটাগড়ের ভাগাড়ে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রবল শোরগোল দেখা দিয়েছে ওই অঞ্চলে। ইতিমধ্যেই ঘটনায় জড়িত সন্দেহে বিনোদ নামে একজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

সূত্রের খবর, শনিবার রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয় রহড়া থানার বন্দিপুর লাল ইটখোলা এলাকার বাসিন্দা বছর দশের অভয় দাস। মা পুনম দাস রাতেই থানায় অভিযোগ করেন। এরপরই এলাকার সিসিটিভি ফুটেজে দু'জন মহিলার সঙ্গে কিশোরকে দেখা যায় বলে জানায় পুলিশ। তবে ওই মহিলাদের মুখ অস্পষ্ট ছিল। ফলে তাদের শনাক্ত করা যায়নি। এদিকে অভয়ের খোঁজে তদন্ত চলতে থাকে।

বুধবার সকালে রহড়া থানার অন্তর্গত টিটাগড় ভাগাড় থেকে উদ্ধার হয় কিশোরের রক্তাক্ত দেহ। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। দেহ উদ্ধার করে পাঠানো হয় ময়নাতদন্তে। ইতিমধ্যেই কিশোরের দেহ শনাক্ত করেছে পরিবার। জানা গিয়েছে, দেহটি নিখোঁজ অভয়ের। এই ঘটনায় জড়িত সন্দেহে একজনকে গ্রেফতারও করা হয়।

প্রয়াগরাজে মন্ত্রিসভার বৈঠক, একগুচ্ছ বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী যোগীর

প্রয়াগরাজ, ২২ জানুয়ারি (হি.স.): উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজে বুধবার মন্ত্রিসভার বৈঠক করেছেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর একগুচ্ছ বড়বড় সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এদিন বলেছেন, 'প্রথমবারের মতো মহাকুম্ভে সমগ্র মন্ত্রিসভা উপস্থিত। রাজ্যের উন্নয়ন সংক্রান্ত নীতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। প্রয়াগরাজ সম্পর্কিত বিষয়গুলিও আলোচনা করা হয়েছে। উত্তর প্রদেশের মহাকাশ ও প্রতিরক্ষা এবং কর্মসংস্থান নীতি ৫ বছর পূর্ণ করেছে। এটি পুনর্নবীকরণ করা হবে। আরও বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য নতুন ঘোষণা করা হয়েছে।'

মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, 'কেজিএমইউ কেন্দ্রকে মেডিক্যাল কলেজ হিসেবে প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তিনটি জেলা হাথরাস, কাসগঞ্জ এবং বাঘপতে তিনটি নতুন মেডিকেল কলেজ স্থাপন করা হবে। ৬২টি আইটিআই, ৫টি উদ্ভাবন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হবে।' যোগী আদিত্যনাথ আরও বলেছেন, 'প্রয়াগরাজ, বারাণসী এবং আগ্রা হল পৌর কর্পোরেশন। এই তিনটির জন্য বন্ড জারি করা হবে। গত এক সপ্তাহে, ৯.২৫ কোটিরও বেশি ভক্ত সঙ্গমে পবিত্র ডুব দিয়েছেন। প্রয়াগরাজ পৌর কর্পোরেশন প্রয়াগরাজ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের জন্য বন্ড ইস্যু করবে।'

চা বাগানে মিলল তরুণীর দেহ, সড়ক অবরোধ, প্রেমিককে গ্রেফতার

আলিপুরদুয়ার, ২২ জানুয়ারি (হি.স.): মঙ্গলবার গভীর রাতে আলিপুরদুয়ারের দলসিংপাড়া চা বাগানে উদ্ধার হল এক তরুণীর দেহ। পরিবারের অভিযোগ তাঁকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে। পুলিশ মৃতার প্রেমিককে গ্রেফতার করেছে। ঘটনার সঙ্গে যুক্ত বাকিদের গ্রেফতারের দাবিতে ভুটানগামী সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ স্থানীয়দের একাংশ।

দলসিংপাড়া চা বাগান এলাকার বাসিন্দা ২২ বছরের ওই তরুণী মঙ্গলবার সকাল ১১টা নাগাদ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। সন্ধ্যাতেও তিনি বাড়িতে ফিরে না এলে খোঁজাখুজি শুরু করেন পরিবারের সদস্যরা। বিস্তর খোঁজাখুজির পর গভীর রাতে চা বাগানে তরুণীর দেহ উদ্ধার হয়।

এ খবর ছড়িয়ে পড়তেই চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। পরিবার অভিযোগ করতে থাকে যুবতীকে ধর্ষণ করে খুন করেছে। বুধবার সকালে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা। ঘটনার তদন্তে নেমে ওই তরুণীর প্রেমিক বাবলু তেলিকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পরিবার ও স্থানীয়দের দাবি ঘটনায় তিন থেকে চারজন যুক্ত। বাকিদের গ্রেফতারের দাবিতে ভুটানগামী সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা।

"সরকারি কাজে ফাঁকিবাজি বরদাস্ত নয়", হুঁশিয়ারি মমতার

আলিপুরদুয়ার, ২২ জানুয়ারি (হি.স.): সরকারি কাজে ফাঁকিবাজি বরদাস্ত নয়। ফের স্পষ্ট করলেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার আলিপুরদুয়ারের প্রশাসনিক সভা থেকে জেলা প্রশাসনের সর্বস্তরের আধিকারিকদের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী এ কথা বলেন।

তিনি বলেন, 'প্রত্যেকটা কাজের নজরদারি হচ্ছে। ভাববেন না, কলকাতা থেকে আলিপুরদুয়ারের দূরত্ব খুব বেশি। এক সেকেন্ডে যোগাযোগ করা যায়। সমন্বয় পোর্টালের মাধ্যমে আমরা প্রত্যেকটা কাজের নজরদারি করি।'

এরপরই মুখ্যমন্ত্রীর স্পষ্ট হুঁশিয়ারি, 'গভর্মেন্ট প্রকল্পের জন্য কাউকে এক পয়সা দেওয়ার প্রয়োজন নেই। পরিষ্কার বলছি- অভিযোগ এলে ব্যবস্থা নেব। এফআইআর করা হবে।

মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, 'মানুষের কাজে কোনও গাফিলতি বরদাস্ত করব না। কোয়ালিটি কাজ চাই। মনে রাখবেন, আপনারা কাজ করার পর আমরা কিন্তু থার্ড পার্টিকে দিয়ে ভেরিফিকেশন করিয়ে থাকি।'

উত্তর প্রদেশে পথ দুর্ঘটনায় ৩ যুবকের মর্মান্তিক মৃত্যু

ঝাঁসি, ২২ জানুয়ারি (হি.স.) : উত্তর প্রদেশের ঝাঁসি শহরে এক ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন ৩ জন। ঝাঁসির বাবিনা থানার অন্তর্গত এলাকায় মঙ্গলবার সন্ধ্যায় একটি দ্রুতগামী গাড়ির সঙ্গে ট্রাকের সংঘর্ষে দুর্ঘটনাটি ঘটে। ঘটনাস্থলেই গাড়িতে থাকা ৩ যুবকের মৃত্যু হয়।

জানা গেছে ,তাঁরা স্নাতক পরীক্ষা শেষে ললিতপুর থেকে ফিরছিলেন।গাড়িটি দ্রুতগতিতে চলার সময় একটি কুকুরকে বাঁচাতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রথমে সামনের ট্রাকে ধাক্কা মারে এবং পরে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা আরেকটি ট্রাকে ধাক্কা মেরে ট্রাকের নিচে ঢুকে যায়। সংঘর্ষ এতটাই ভয়াবহ ছিল যে গাড়িটি সম্পূর্ণ দুমড়ে মুচড়ে যায়। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং জেসিবির সাহায্যে ৩টি মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা শোকের ছায়া নেমে এসেছে যুবকদের পরিবারে।

ঝাড়খণ্ডের বোকারোতে দুই নকশাল নিহত, বিজাপুরে আইইডি নিষ্ক্রিয়

বোকারো ও রায়পুর, ২২ জানুয়ারি (হি.স.): মাওবাদীদের বিরুদ্ধে অভিযানে ফের সাফল্য, এবার ঝাড়খণ্ডের বোকারোতে পুলিশের সঙ্গে এনকাউন্টারে নিকেশ হয়েছে দুই নকশাল। এখনও অভিযান জারি রয়েছে। এনকাউন্টার স্থল থেকে উদ্ধার হয়েছে একে ৪৭ রাইফেল, ইনসাস রাইফেল-সহ অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র।

অন্যদিকে, ছত্তিশগড়ের বিজাপুর জেলায় নকশালদের পুঁতে রাখা ৮টি আইইডি নিষ্ক্রিয় করেছে সুরক্ষা বাহিনী। ছত্তিশগড়ের বিজাপুর জেলার গাঙ্গালুর থানার অধীনে মুতভেন্দি থেকে পিদিয়া পর্যন্ত রাস্তায় বিভিন্ন স্থানে টহল দেওয়ার সময় আইইডি গুলি শনাক্ত হয়, উদ্ধার করা হয় ৫ কেজি ওজনের ৮টি আইইডি। পরে সবকটি নিষ্ক্রিয় করা হয়।

বীরভূমে কীর্ণাহারে ফের উদ্ধার বোমা, ছড়ালো চাঞ্চল্য

বীরভূম, ২২ জানুয়ারি (হি.স.): ফের বোমা উদ্ধার হল বীরভূমের কীর্ণাহার থানার অন্তর্গত ঠিবা গ্রামে। গত সোমবারই সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতের লাঙ্গলহাটা গ্রামের একটি পুকুরের পাশে চাষযোগ্য জমি থেকে তাজা বোমা উদ্ধার করে কীর্ণাহার থানার পুলিশ। বুধবার ফের উদ্ধার হয়েছে বোমা। এলাকায় ইতিমধ্যেই পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। কীভাবে এই বোমাগুলি এখানে এল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। বোমাগুলি নিষ্ক্রিয় করার জন্য খবর দেওয়া হয়েছে বোমা স্কোয়াডকে। বোমা উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

বেপরোয়া লরি চাপায় মৃত্যু ক্লাস সেভেনের ছাত্রর, তুমুল বিক্ষোভ তারকেশ্বরে

হুগলি, ২২ জানুয়ারি (হি.স.): বুধবার সকালে সাইকেল নিয়ে স্কুলে যাওয়ার পথে ক্লাস সেভেনের ছাত্র দীপ কোলে (১৩) দুর্ঘটনায় মারা যায়। স্কুলে তার আর পৌঁছনো হয়নি। পথেই একটি বেপরোয়া লরি পিষে দেয় তাকে। এই ঘটনায় শোকের ছায়া নামে তারকেশ্বরের মহেশপুরে। ঘটনার খবর জানাজানি হতেই তুমুল বিক্ষোভ সৃষ্টি হয় এলাকায়।

তারকেশ্বরের মহেশপুর হাইস্কুলের ছাত্র ছিল দীপ। প্রতিদিনই চাঁদপুরের বাড়ি থেকে সাইকেলে স্কুলে যেত। এদিন সাইকেল নিয়ে রওনা হওয়ার পর মাঝরাস্তায় একটি লরি তাকে সজোরে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলে লুটিয়ে পড়ে দীপ। স্থানীয়রা তড়িঘড়ি তাকে উদ্ধার করে তারকেশ্বর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন তাকে।

এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। ঘাতক লরিটিকে ভাঙচুর করে উত্তেজিত জনতা। ঘটনাস্থলে হুগলি গ্রামীণ পুলিশের একাধিক থানার বিশাল বাহিনী পৌঁছয়। পুলিশ ঘাতক লরিটিকে সরাতে চাইলে বাধা দেয় জনতা। পুলিশ জানিয়েছে, ঘাতক লরি ও চালককে আটক করা হয়েছে।

বুধবার আগরতলায় এটিডিসিএ উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

ত্রিপুরা থেকে সেইল(এসইআইএল) (আন্তঃ রাষ্ট্রীয় জীবনযাপনে ছাত্র অভিজ্ঞতা) ট্যুর ২০২৫-এ ৩০ জন প্রতিনিধির যাত্রা শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জানুয়ারি: ত্রিপুরা থেকে সেইল(এসইআইএল) (আন্তঃরাষ্ট্রীয় জীবনযাপনে ছাত্র অভিজ্ঞতা) ট্যুর ২০২৫ -এ ৩০ জন প্রতিনিধি তাদের যাত্রা শুরু করলেন। এই উদ্যোগটির লক্ষ্য ভারতের যুবকদের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময় এবং জাতীয় সংহতিকে উন্নীত করা, যা 'এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত' এর চেতনাকে প্রতিফলিত করে।

উল্লেখ্য, ১৯৬৫ সালে সেইল আচার্য্য গিরিরাজ কিশোরের সভাপতিত্বে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ - এর সদস্যদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। উত্তর-পূর্ব ভারতের যুবসমাজ এবং দেশের বাকি অংশের মধ্যে মানসিক ব্যবধান মিটাতে এর মাধ্যমে একটি সাংস্কৃতিক সেতুবন্ধন তৈরি করা হয়েছিল। কয়েক দশক ধরে, সেইল একটি বিশ্বস্ত উদ্যোগে পরিণত হয়েছে যা ঐক্য, বোঝাপড়া এবং জাতীয় সম্প্রীতিকে উৎসাহিত করে।

সেইল-এর প্রাথমিক লক্ষ্য হল বিভিন্ন রাজ্যের ছাত্রদের ভারতের বিভিন্ন সংস্কৃতির অভিজ্ঞতা অর্জনে সাহায্য করা। এর বার্ষিক স্টাডি ট্যুর এবং সাংস্কৃতিক বিনিময় প্রোগ্রাম অংশগ্রহণকারীদের দেশের বিভিন্ন অংশে জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতা প্রদান করে। এর মাধ্যমে, সেইল সম্প্রদায়ের মধ্যে বন্ধনকে শক্তিশালী করে এবং একতাকে উন্নীত করে।

এই বছর, ত্রিপুরা প্রান্ত থেকে সেইল সফরে ৩০ জন উতাহী প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করছেন। এই তরুণ প্রতিনিধিরা অন্যান্য অঞ্চলের ঐতিহ্য সম্পর্কে শেখার সময় তাদের রাজ্যের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য প্রদর্শন করবে।

প্রতিনিধিরা বিভিন্ন রাজ্যে যাবেন, হোস্ট পরিবারের সাথে থাকবেন এবং স্থানীয় কার্যক্রমে অংশ নেবেন। তাদের যাত্রা শুধু তাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাই সমৃদ্ধ করবে না বরং সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান ও জাতীয় ঐক্যকে শক্তিশালী করবে।

রাজ্যভিত্তিক ক্রস কান্ট্রি চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৪-২৫ অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ২২ জানুয়ারি : এগিয়ে চলো সংঘের উদ্যোগে এবং ত্রিপুরা অ্যাথলেটিকস এসোসিয়েশনের তত্ত্বাবধানে রাজ্যভিত্তিক ক্রস কান্টি চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৪-২৫ আজ আগরতলার মেলার মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। চারটি বিভাগে অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতায় রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ক্রীড়াবিদরা অংশগ্রহণ করেন।

এই প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুরনিগমের মেয়র দীপক মজুমদার সহ কর্পোরেটের জাহ্নবী দাস চৌধুরী ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দরা।

মেয়র দীপক মজুমদার রাজ্যভিত্তিক ক্রস কান্টি চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৪-২৫ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করেন এবং তাদের প্রশংসা করেন।

ছাত্র সহ চার

● **প্রথম পাতার পর**

উল্টে গিয়ে দুমড়েমুচড়ে যায়। রক্তাক্ত অবস্থায় পিসি নুপুর মজুমদার, ছাত্রী আরোহী মজুমদার, ছাত্র দেবজিৎ দাস ও চালককে উদ্ধার করে। আহতদের স্থানীয় গাড়ি করে দ্রুত নিয়ে আসা হয় বৈরাগী বাজার সুকুমার বর্মন মেমোরিয়াল হাসপাতালে। আহতদের অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখতে পেয়ে চিকিৎসক তাদেরকে আগরতলায় জিবিপি হাসপাতালে রেফার করে। অন্যদিকে উত্তেজিত জনতা টিপার গাড়িটি আটক করে কিন্তু চালক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। মেলাঘর থানার পুলিশ এসে দুর্ঘটনাগ্রস্ত অটো গাড়ি রাস্তার পাশে নিয়ে যায় এবং ট্রিপার গাড়িটি আটক করে। উক্ত ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

পুলিশ সপ্তাহ উপলক্ষে ট্রাফিক অ্যাওয়ারনেস কর্মসুচি

আগরতলা, ২২ জানুয়ারি : পুলিশ সপ্তাহ উপলক্ষে আগরতলা শহরের বিভিন্ন জায়গায় স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে ট্রাফিক আইনের অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এছাড়াও রাজ্যের বিভিন্ন জেলার থানাগুলোতে পুলিশ সপ্তাহ উপলক্ষে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পুলিশ সপ্তাহ উপলক্ষে রাজ্যের বিভিন্ন ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে সচেতনতা মূলক কার্য্যক্রমের আয়োজন করেছে ত্রিপুরার ট্রাফিক পুলিশ। এই বিষয়ে ট্রাফিক এসপি মানিক দাস বলেন, ছাত্রদের মাধ্যমে ট্রাফিক সচেতনতা গড়ে তুলতে আজকের এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আজকের এই কার্য্যক্রমের মাধ্যমে ট্রাফিক পুলিশ কর্তৃপক্ষ জনগণকে সচেতন করার উদ্যোগ নিয়েছে। ছাত্রদের মাধ্যমে সকলকে ট্রাফিক আইন মেনে চলার বার্তা দেওয়ার উদ্দেশ্যে আজকের এই সচেতনতা মূলক কার্য্যক্রমের আয়োজন করা হয়েছে বলে জানান তিনি। এদিকে, পুলিশ সপ্তাহ উপলক্ষে আজ সাব্রুম থানার উদ্যোগে শহরের ট্রাফিক ব্যবস্থা দেখভাল করার বিষয়গুলো নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের মহড়া দেওয়া হয়েছে। সাব্রুম উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও পিএমশ্রী সাব্রুম উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় মোট ৫০ জন ছাত্র ছাত্রী দের নিয়ে সাব্রুম-আগরতলা জাতীয় সড়কে প্রশিক্ষন দেওয়া হয়েছে। এই বিষয়ে সাব্রুম থানার এসডিপিও নিত্যকার সরকার জানিয়েছেন, সাব্রুমের সব থানাতেই ট্রাফিক ব্যবস্থা হাতে কলমে দেখানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।এদিকে, বিশালগড় মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় ত্রিপুরা পুলিশ সপ্তাহ কর্মসূচি অঙ্গ হিসেবে বুধবার সকালে এলাকার বিভিন্ন স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে ট্রাফিক অ্যাওয়ারনেস অনুষ্ঠিত হয়। বিশালগড় থানার উদ্যোগে দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণ রোধ করা, সড়কে চলাচলে সচেতন করা, ট্রাফিক পুলিশের কর্তব্য পালন, প্রতিনিয়ত হেলমেট পরিধান করে বাইক চলাচল করা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের উপর সচেতন করার লক্ষ্যে বিশালগড়ের এক সচেতনতামূলক কার্য্যক্রম আয়োজন করা হয়। প্রথমে বিশালগড় মোটর স্ট্যান্ড সংলগ্ন আগরতলা-উদয়পুর সড়কে এই মহড়া অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং পরে বিশালগড় বাইপাসে একই কার্য্যক্রমের আয়োজন করা হয়েছে। পুলিশের এই উদ্যোগে বিশালগড় মোটর স্ট্যান্ড এলাকায় উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলার জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রাজীব সূত্রধর, অন্যদিকে বাইপাসে ছিলেন বিশালগড় মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দুলাল দত্ত। ঊনকোটি জেলার কৈলাসহরেও পুলিশ সপ্তাহ উপলক্ষে সড়ক নিরাপত্তা সংক্রান্ত সচেতনতা কর্মসূচি পালিত হয়। বুধবার দুপুর বেলা কৈলাসহরে কৈলাসহর থানা, কৈলাসহর ট্রাফিক ইউনিট এবং কৈলাসহর রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ের এনসিসি ইউনিটের পক্ষ থেকে একটি সচেতনতামূলক কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়। কৈলাসহর থানার অধীনে বিভিন্ন এলাকায় বুধবার দুপুর বেলা হেলমেট বিহীন বাইক চালকদের দাঁড় করিয়ে তাদের নিরাপত্তামূলক পরামর্শ দেওয়া হয়। আগামী দিনে যাতে সকলে হেলমেট পরিধান করে দ্বিচক্রযান চালান সেই বিষয়ে সচেতন করা হয়। যারা হেলমেট পরিধান করে দ্বিচক্র যান চালাচ্ছেন তাদের হাতে ভালোবাসার সূচক গোলাপ ফুল তুলে দেওয়া হয়। এবং তাদেরকে উৎসাহিত করা হয়।এদিকে বুধবার দুপুরে আমতলী থানার উদ্যোগে সূর্য্যমনি নগর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের এনসিসি ক্যাডার এর ছাত্র-ছাত্রীদের এবং বদদোয়ালী দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় এর ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে সড়ক সুরক্ষা হিসেবে বাইক চালক এবং গাড়ি চালকদেরকে সচেতন করা হয়। এদিন ছাত্র-ছাত্রীদের আমতলী থানার ওসি হিমাদ্রি সরকার সড়ক সুরক্ষা বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন এবং পরে আমতলী থানার সামনে আগরতলা সাবরুম জাতীয় সড়কে বাইক চালক এবং গাড়ি চালকদের সিট বেল্ট পড়ে নিজের জীবনকে মূল্য দিয়ে গাড়ি কিংবা বাইক চালানোর জন্য বিশেষভাবে সচেতন করে। এদিন ছাত্র-ছাত্রীদের সবদিক থেকে সহযোগিতা করেন আমতলী থানার ওসি হিমাদ্রি সরকার, সেকেন্ড অফিসার মৃণাল কান্তি পালসহ থানার অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা। এদিন যারা হেলমেট বিহীন ভাবে বাইক চালাচ্ছে, যারা হেলমেট লাগিয়ে বাইক চালাচ্ছে এবং যারা সিট বেল্ট ছাড়া গাড়ি চালাচ্ছে সবাইকেই ফুল দিয়ে বিশেষভাবে সচেতন করা হয়। তবে এদিন পুলিশ সপ্তাহ উপলক্ষে আমতলীর থানার এই উদ্যোগকে ধন্যবাদ জানিয়েছে পথ চলতি মানুষ। এছাড়াও পুলিশের এই ধরনের উদ্যোগে সচেতন বাইক এবং গাড়ি চালকরাও সচেতন হওয়ার শিক্ষা পেয়েছে।

বিলোনীয়ায় ৫০ শয্যার মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্যের শাখা পরিদর্শন করেন বিধায়ক দীপঙ্কর সেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২২ জানুয়ারি:বিলোনীয়ায় ৫০ শয্যার মাতৃ ও শিশু স্বাস্থের শাখা (এম সি এইচ ইউনিটের) কাজ সম্পন্ন হয়। বুধবার ইউনিটটি পরিদর্শন করেন বিধায়ক দীপঙ্কর সেন ও পুর পরিষদের চেয়ারম্যান, মহকুমা শাসক সহ স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকরা।২০১৮ সালের ১লা জানুয়ারি বিলোনীয়া মহকুমা হাসপাতাল চত্তরে বিলোনীয়া মা ও শিশু কেয়ার সেন্টারের চারতলা ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন হয় এই বিলোনিয়া হাসপাতালেই। এই অত্যাধুনিক মানের মা ও শিশু কেয়ার সেন্টার ভবন গড়ে উঠে প্রায় ৫ কোটি ২৫ লাখ টাকা ব্যায়ে দ্বিতল ৫০ শয্যার এম সি এইচ ইউর নির্মান কাজ শেষ হতে সাত বৎসর সময় লেগে যায় ।বিলোনীয়া মহকুমার তিনটি ব্লক একটি পুর পরিষদের প্রায় ২.৫ লাখ মানুষের অন্যতম ভরসা বিলোনীয়া মহকুমা হাসপাতাল বর্তমানে চিকিৎসক সংকটে ভূগছে। চিকিৎসক সংকটের কারণে হাসপাতাল থেকে স্বাস্থ্য পরিষেবা নিতে অসুবিধা হচ্ছে মহকুমা বাসীর। দীর্ঘ প্রতিক্ষার পর আগামী পঁচিশে জানুয়ারি মা ও শিশু কেয়ার সেন্টারের দ্ধারোঘাটন হবে চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্য কর্মীর সংকটের মধ্য দিয়ে ।এই সেন্টারে থাকবে আলাদা আধুনিক প্রসব কক্ষ, অপারেশন থিয়েটর থাকবে মহিলাদের অন্যান্য অপারেশন এর ব্যবস্থাও স্বাস্থ্যসন্মত প্রসুতি এবং প্রসোবোত্তর ওয়ার্ড। থাকবে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুদের আধুনিক চিকিৎসা দেওয়ার ব্যবস্থা জটিলতাপূর্ন ও কম ওজনের শিশুকে পরিষেবা দিতে এস এন সি ইউ (ছঞ্চুখুড্ড), এন বি এস ইউ (ঞ্চুক্ষছড্ড) ইত্যাদির কক্ষ। ঝুঁকিপূর্ণ মায়েদের সর্বক্ষন নজরদারির ব্যবস্থা সরাসরি অক্সিজেন সরবরাহের ব্যবস্থা। এমসিএইচে থাকবে জীবানু সংক্রমন প্রতিহত করার ব্যবস্থা। শিশুদের উষ্ণ রাখার ব্যবস্থা মা ও শিশুদের টীকাপ্রদানের সুষ্ঠু ব্যবস্থা। টীকা সংরক্ষনের ব্যবস্থা, থাকবে জন্ম লগ্নেই, জন্মগত ত্রুটি সনাক্ত করনের আধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম ।বিলোনীয়া মহকুমা হাসপাতালে সপ্তাহে একটি নির্দিষ্ট দিনে শুধু দুই একটি সিজার হয়। বর্তমানে শিশুদের সামান্য জটিলতার জন্য রেফার করে দেওয়া হয় আগরতলা বা অন্যত্র। জন্মগত ত্রুটি সনাক্তকরন হয় না। মহিলাদের লাইগেশান অপারেশনও প্রায় বন্ধ,বহুমুল্যবান যন্ত্রাদি অবহেলায় বিকল হচ্ছে বলে খবর। জন্মগত কানের সমস্যা নির্ধারনের দামী মেসিন ব্যবহার ছাড়াই পড়ে আছে বলে খবর। এমসিএইচ চালুর অপেক্ষার প্রহর গুনছে বিলোনীয়া দক্ষিন জেলার মানুষ।খবর মাদার এন্ড চাইল্ড হাসপাতালের জন্য প্রয়োজন অনেক চিকিৎসক সহ স্বাস্থ্য কর্মীর। বর্তমানে রাজ্যে প্রায় ১০৪৪ জন চিকিৎসক কর্মরত থাকলেও রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবা নির্ভর করছে সর্বসাকল্যে ৬ - ৭ শ জন চিকিৎসকের অক্লান্ত পরিশ্রমে। অবশিষ্ট চিকিৎসকদের অনেকে স্টাডি, অসুস্থতা সহ নানা কারণে কেউ রাজ্যের বাইরে কেউ বা ছুটিতে আছেন। বুধবার নবনির্মিত দ্বিতল ভবন বিলোনীয়া মা ও শিশু হাসপাতালটি পরিদর্শন করেন বিধায়ক দীপঙ্কর সেন। সাথে ছিলেন বিলোনীয়া মহকুমার মহকুমা শাসক দেবাশিষ দাস , মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সুব্রত দাস, বিলোনীয়া পুরপরিষদের চেয়ারম্যান নিখিল চন্দ্র গোপ।

২৫শে জানুয়ারি

● **প্রথম পাতার পর**

মুখ্যমন্ত্রী ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের নজরে নিয়েছেন। যদি যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কৈলাসহর সীমান্ত এলাকায় মনুনদীর বাঁধ সংস্কার না করা হয় তাহলে কৈলাসহরবাসী বিপদের সম্মুখীন হবেন। আজ জেলা কংগ্রেস কার্য্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে একথা বললেন বিধায়ক বিরজিৎ সিনহা। আজকের এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি বদরুজ্জামান, কংগ্রেস নেতা রুদ্রেন্দু ভটচার্জী, আশিষ সেন ,রনু মিয়া প্রমুখ।

আত্মঘাতী মহিলা

● **প্রথম পাতার পর**

ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছে। মৃতার পরিজনরা জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরে ওই মহিলা মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। মানসিক অবসাদের জেরে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন বলে প্রাথমিক ধারণা করা হচ্ছে।

পালন করেছে

● **প্রথম পাতার পর**

হল। সেই উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী মোদী এক্স হ্যান্ডেলে আরও জানিয়েছেন, 'আজ আমরা বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও আন্দোলনের ১০ বছর পূর্তি উদযাপন করছি। গত এক দশকে, এটি একটি রূপান্তরকারী, জনগণের দ্বারা চালিত উদ্যোগে পরিণত হয়েছে এবং জীবনের সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণকে আকর্ষিত করেছে।'

মুখ্যমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর**

কাজ। ১০ বছর আগে যারা ত্রিপুরায় গিয়েছেন তারা এখন গিয়ে বলেন যে আগরতলায় এমন পরিবর্তন হয়েছে? ত্রিপুরায় এত পরিবর্তন হয়েছে? যা ভাবা যায় না। আর এটা সম্ভব হয়েছে আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্য। এখন ত্রিপুরার আগরতলা এবং দক্ষিণ জেলার শেষপ্রান্ত সাব্রুম পর্যন্ত ব্রডগেজ রেল পরিষেবা চালু হয়েছে। এক্সপ্রেস ট্রেন এখন আগরতলা থেকে দেশের বিভিন্ন জায়গায় চলাচল করে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমি নিজেও বিভিন্ন সময়ে ট্রেনে সফর করি। সেই সঙ্গে সড়ক পথেও চলাচল করি। বিগত নির্বাচনে প্রায় ১০,০০০ কিলোমিটার সফর করি। যারমধ্যে সড়ক পথে ৮,০০০ এবং ট্রেনে ২,০০০ কিলোমিটার সফর করি। প্রধানমন্ত্রী আমাদের ৬টি জাতীয় সড়ক দিয়েছেন। যা আমরা কোনদিন ভাবতে পারি নি। প্রধানমন্ত্রীর কারনে আমরা শক্তিশালী ইন্টারনেট পরিষেবা পেয়েছি। যা মুম্বাই ও চেন্নাইয়ের পরে রয়েছে। ত্রিপুরা এমন একটি রাজ্য যেখানে ক্যাবিনেট থেকে শুরু করে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত পর্যন্ত ই-অফিস চালু হয়েছে। খুব অল্প সময়ের মধ্যে সেটা করা সম্ভব হয়েছে। আমাদের আগরতলার এমবিবি এয়ারপোর্ট উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে অন্যতম সেরা এয়ারপোর্ট। এটা সম্ভব হয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির অ্যাক্ট ইস্ট পলিসির জন্য। আর শান্তি সম্প্রীতি না থাকলে কোন জায়গায় উন্নয়ন হবে না।

অনুষ্ঠানে ডাঃ সাহা বলেন, বইকে আরো জনপ্রিয় করে তুলতে হবে। বিভিন্ন অনুষ্ঠান, সামাজিক অনুষ্ঠানে বই উপহার দেওয়ার ব্যবহার বাড়াতে হবে। এতে বই লেখকদের যেমন সুবিধা হবে তেমনি বই লেখার ক্ষেত্রে উৎসাহ বাড়বে। আজকের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর উপর লেখা বইটিও মানুষের কাছে গুরুত্ব পাবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, এই বইটি সাধারণ মানুষের কাছে বেশি করে পৌঁছে দিতে হবে। এতে সমাজেরও লাভ হবে। এই বইটি পড়ে মানুষ উৎসাহ পাবেন। বাংলা ভাষায় সংকলন হওয়াতে আরো সুবিধা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাত কার্য্যক্রমের মতো কর্মসূচি পৃথিবীর আর কোথাও কোন রাষ্ট্রপ্রধান করেন কিনা জানা নেই। কিন্তু আমাদের প্রধানমন্ত্রী এধরণের কার্য্যক্রমের মাধ্যমে দেশের মানুষের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেন। তাই মন কি বাত কার্য্যক্রমের সংকলন করাও খুবই প্রয়োজন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরায় এখন মাথাপিছু আয় ২০২৩ - ২৪ এ ১ লক্ষ ৯৮ হাজার ৩৭৯ টাকা। যা আগে ছিল ১ লক্ষের নিচে। সেই জায়গায় আমরা মাথাপিছু আয় অনেক বৃদ্ধি করতে পেরেছি। সিএজিআর (কম্পাউন্ড অ্যানুয়াল গ্রোথ রেট) ১২.৯৩ু ত্রিপুরায় হয়েছে। এখন ত্রিপুরায় বিনিয়োগকারীরা আসছেন। কারণ মানুষ চায় শান্তিপূর্ণ পরিবেশ। দেশের ২৮টি রাজ্যের মধ্যে আইন শৃঙ্খলা ব্যবস্থায় নিচের দিক থেকে তৃতীয় স্থানে রয়েছে ত্রিপুরা। যা গত বছর ছিল পঞ্চম স্থানে। তাই মানুষ ত্রিপুরায় আসছেন। জিএসডিপি ক্ষেত্রে ২০১৩ - ১৪তে ২৫.৫৯ কোটি ছিল। ২০২৩ - ২৪ এ ৮২.৮২ কোটি হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলছেন আত্মনির্ভর হতে হবে। আত্মনির্ভর ছাড়া কিছুই হবে না। স্ব সহায়ক গ্রুপ ২০১৮ সালের আগে মাত্র চার থেকে সাড়ে চার হাজার ছিল। আর এখন ৫৬ হাজারের অধিক হয়েছে। ত্রিপুরায় আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন হয়েছে। সমাজের অন্তিম ব্যক্তি পর্যন্ত আর্থ সামাজিক ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য কাজ করছে সরকার।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিহারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী মঙ্গল পান্ডে, ত্রিপুরার প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়, বাউল সম্রাট পদ্মশ্রী পূর্ণ দাস বাউল, পদ্মশ্রী প্রীতিকনা গোস্বামী, ড. সৌরভ প্রসাদ ঘোষ, ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রিসার্চ ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ও ট্রাস্টি মেম্বার ড. অনির্বাণ গাঙ্গুলি, প্রাক্তন সাংসদ দিলীপ ঘোষ সহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধি এবং বিদ্বজনেরা।

অবরোধ

● **প্রথম পাতার পর**

বুধবার বেলা সাড়ে এগারোটায় লালটিলা-মোহরপাড়া চৌমুহনী থেকে মোহরছড়া বাজার অভিমুখে শুরু হয় তপশিলী জাতি সমন্বয়ে সমিতির পদযাত্রা।

পদযাত্রায় সংগঠনের কর্মী সমর্থক সাধারণ জনগণের সাথে সামিল হন ত্রিপুরা তপশিলি জাতি সমন্বয় সমিতির রাজ্য সম্পাদক তথা সিপিআই(এম) ত্রিপুরা রাজ্য সম্পাদক মন্ডলীর অন্যতম সদস্য সুধন দাস। এছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কল্যাণপুর বিধানসভার প্রাক্তন বিধায়ক তথা ত্রিপুরা মৎস্যজীবী ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদক মণীন্দ্র চন্দ্র দাস সিপিআই(এম) তেলিয়ামুড়া মহকুমা কমিটির সম্পাদক সুভাষ নাথ, পার্টি মহকুমা সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য হেমন্ত কুমার জমাতিয়া, অজয় ঘোষ, সুবীর সেন, অরুণ দেববর্মা, শঙ্কর দাস প্রমুখরা। সারিবদ্ধভাবে স্লোগান মুখর মিছিলটি মোহরছড়ার পল্লীমঙ্গল ক্লাব সংলগ্ন এলাকায় পৌঁছতেই তেলিয়ামুড়া থানার ওসি রাজিব দেবনাথের নেতৃত্বে আরক্ষা প্রশাসনের কর্মীরা গন্তব্যে পৌঁছানোর পূর্বেই মিছিলটি আটকে দেয়। এতে ক্ষোভে ফেটে পড়েন সংগঠনের কর্মী সমর্থকরা সঙ্গে সঙ্গেই জাতীয় সড়কের উপর বসে রাস্তা অবরোধ সংঘটিত করে পদযাত্রা শামিল জনগণ। রাস্তা অবরোধ স্থলেই হয় সভা। সভায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক সুধন দাস এবং ত্রিপুরা মৎসজীবি ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদক মণীন্দ্র চন্দ্র দাস।

রতন নাথের

● **প্রথম পাতার পর**

পরিবারের সাথে কথা বলেন। তারা মন্ত্রীর কাছে মেয়ের মৃত্যু নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন এবং তাঁরা সুষ্ঠু তদন্তের দাবি জানিয়েছে।

মন্ত্রী রতন নাথ জানিয়েছেন, এই ঘটনার মামলা পশ্চিম থানার মহিলা পুলিশ স্টেশনে দায়ের করা হবে। তিনি মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা এবং ক্রীড়া মন্ত্রী সচেতনভাবে এই সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নেবেন বলে আশা করছেন।

আহত ৪০

● **প্রথম পাতার পর**

জলগাঁও রেল দুর্ঘটনা নিয়ে বলেন, আমরা হেল্পলাইন নম্বর চালু করেছি। লখনউ জংশনে ইমার্জেন্সি বুথ রয়েছে, সেখান থেকেও মানুষ তথ্য জানতে পারেন। গুজব কিভাবে ছড়াল এবং কি ধরনের গুজব ছিল, তা তদন্তের পরেই জানা যাবে।

ট্রেনে সফরকারী এক যাত্রী জানান, এই ঘটনাটি প্রায় সাড়ে তিন থেকে চারটার মধ্যে ঘটেছিল। ট্রেনে হঠাৎ করে গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে আমাদের ট্রেনে আগুন লেগেছে। তার পর কিছু মানুষ ট্রেন থেকে নেমে যান। একই সময় কর্ণাটক এক্সপ্রেস সামনে থেকে আসছিল। ট্রেনটি ৩০ থেকে ৩৫ জন লোককে চাপা দেয়। ঘটনাটিতে বেশ কয়েকজন মানুষ ঘটনাস্থলেই মারা যান এবং অনেক আহত হন। যখন যাত্রীরা রেল লাইনে ছিলেন, সেই সময় কর্ণাটক এক্সপ্রেস হর্ন বাজায়নি। তিনি বলেন, যদি কর্ণাটক এক্সপ্রেস হর্ন বাজাতো, তাহলে যাত্রীরা সতর্ক হয়ে যেতেন।

সিনিয়র রেলওয়ের আধিকারিক জানান, 'প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, পুষ্পক এক্সপ্রেসের একটি কোচে স্পার্ক হয়েছিল। এই স্পার্কটি গরম এক্সল বা ব্রেক-বাইন্ডিংয়ের কারণে হয়েছিল। কিছু যাত্রী আতঙ্কিত হয়ে যান। তারা চেন টেনে ধরে এবং তার পর কিছু মানুষ ট্রেন থেকে নেমে যান। একই সময়ে অন্য রেল লাইনে কর্ণাটক এক্সপ্রেস চলে আসে। সিনিয়র আধিকারিকদের ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়েছে, তাদের পৌঁছানোর পর আরও তথ্য পাওয়া যাবে।'

স্বামী

● **প্রথম পাতার পর**

অটোতে চেপেছিলেন কর্মদয়াল জমাতিয়া এবং সুখদেবী জমাতিয়া (৩৫)। স্বামী-স্ত্রী নিজেদের অটোতে খুমুলুঙ যাচ্ছিলেন। মহারানীতে অটোতে ধাক্কা দিয়ে দ্রুতগামী একটি লরি। তাতে রাস্তায় ছিটকে পড়ে দুইজনেই। সাথে সাথে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় ঘাতক লরি। স্থানীয় মানুষ ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে দমকলবাহিনীকে খবর দিয়েছেন। দমকলকর্মীরা তাদের উদ্ধার করে মহারানী হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে। সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসকরা সুখদেবীকে মৃত বলে ঘোষণা দিয়েছেন। এদিকে, ঘাতক ট্রাকটিকে আটক করতে পারেনি পুলিশ।এদিকে কর্মদয়াল জমাতিয়ার চিকিৎসা চলছে মহারানী হাসপাতালে।

আইনি সচেতনতা শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২২জানুয়ারি: ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কলেজের অভ্যন্তরীণ কমপ্লিন্ট সেল, অভ্যন্তরীণ গুণমান নির্ণায়ক শাখা ও জাতীয় সেবা প্রকল্পের উদ্যোগে ও দক্ষিণ ত্রিপুরা ইওথ ফোরামের সহযোগিতায় ২২শে জানুয়ারি কলেজের ছাত্র ছাত্রীদের সচেতন করতে,'সমসাময়িক সমস্যাগুলির উপর একটি আইনি সচেতনতা প্রোগ্রাম' শিরোনামে কলেজের কনফারেন্স হলে একটি আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়। এই বিষয়ে আলোচনায় প্রধান অতিথি ও বক্তা ছিলেন ভারতের সুপ্রিমকোর্টের এডভোকেট অঞ্জন দত্ত।

তিনি তাঁর আলোচনায় সমাজের কল্যাণে যুব সমাজের উপর খুব জোর দিয়ে বলেন, একমাত্র ছাত্র- ছাত্রী তথা যুবসমাজই পারে আমদের চারিপাশে সমস্যার সমাধানে কার্যকরী ভূমিকা নিতে, তবে আইনকে কখনোই নিজের হাতে তুলে নেয়া যাবেনা, আজকের আলোচনায় অঞ্জন দত্ত খুব সরলভাবে- ফৌজদারি আইন, দুর্নীতিবিরোধী আইন, মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন (পিএমএলএ), গুরুতর জালিয়াতি তদন্ত, অর্থনৈতিক অপরাধ, মাদকদ্রব্য ও সাইকোট্রপিক সাবস্টেন্স অ্যাক্ট (এনডিপিএস), কাস্টমস অ্যাক্ট, ফেমা, কর্পোরেট জালিয়াতি, আইন সংক্রান্ত মামলা, অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট, মেডিকো-আইনি মামলা, বৈবাহিক বিষয় এবং হোয়াইট-কলার অপরাধের খুঁটিনাটি বিষয় তুলে ধরেন।

তিনি তথ্য প্রযুক্তি এবং সাইবার আইনের ক্ষেত্রেও সুন্দর প্রাণবন্ত আলোকপাত করেন যে ভাবে নিজেকে এই সাইবার প্রতারণা থেকে রক্ষা করা যায় ও কি কি সতর্কতা অবলম্বন করলে এই ধরনের খারাপ কাজে যুব সমাজ জড়িয়ে পড়ে না তাও উদাহরণ সহ উল্লেখ করেন। তিনি ভারতের প্রায় সমস্ত হাইকোর্টের সামনে হাজির হয়ে যে সমস্ত যুক্তি দিয়েছেন এবং জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের ক্লায়েন্টদের প্রতিনিধিত্ব করেছেন তাও উদাহরণ হিসাবে তুলে ধরেন।

এছাড়াও বিরোধ নিষ্পত্তি, শেয়ারহোল্ডারদের বিরোধ, দেউলিয়াত্ব এবং দেউলিয়া আইন,কর্পোরেট-ফৌজদারি দায়বদ্ধতা, সিবিআই, ইডি এবং কাস্টমস জড়িত হোয়াইট-কলার অপরাধ সহ কর্পোরেট পরামর্শ দিয়ে আসছেন তার কাজের অভিজ্ঞতাও ছাত্র ছাত্রীদের সামনে ব্যাখ্যা করেন, তিনি খেলাধুলা, প্রাণায়াম অভ্যাস ও সমাজের কল্যাণে নাটক চর্চা প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আইনি সচেতনতার পাশাপাশি নৈতিক শিক্ষার দিক তুলে ধরেন।

তিনি বলেন ধর্মীয় কার্যকারিতা ও আধ্যাত্মিক পার্থক্য রয়েছে। যা উদাহরণ দিয়ে খুব সুন্দর ভাবে বুঝিয়ে দিলেন ছাত্র ছাত্রীদের। ওনার এই সচেতনতা ও অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য শুনে ছাত্র ছাত্রীরা উৎসাহিত কৌতুহলবশতঃ অনেক প্রশ্ন করেন ও তিনি হাসিমুখে সবকিছুর উত্তর দেন। ইন্টারেকশন পর্বে অঞ্জন দত্ত এক ছাত্রীর জিজ্ঞাসায় বলেন মিথ্যা মামলা, প্রতারণা থেকে বাঁচতে, নতুন প্রজন্ম আজ বিয়ে করতে চায়না,উরা লিভটুগেদার করছে কিন্তু এখানেও শান্তি নেই, তাই একা থাকতে শুরু করে কিন্তু এখানে কি সমস্যা সমাধান সম্ভব? খুঁজতে হবে সমাধানের রাস্তা,এই জন্যই আইনের পাশাপাশি নৈতিক শিক্ষার উপর জোর দিতে হবে।

বেনিফিসারি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বা বিএমএস পোর্টাল সম্পর্কে প্রশিক্ষণ শিবির শুরু আজ থেকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জানুয়ারি: আশা কর্মী ও আশা সুপারভাইজারদের ভাতা ও অন্যান্য অনুদান এক সাথে যথাসময়ে তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যেই রাজ্য সরকার বেনিফিসারি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বা বিএমএস পোর্টাল পদ্ধতি চালু করতে যাচ্ছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে ও জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের সহায়তায় ধাপে ধাপে দপ্তরে নিয়োজিত একাউন্টেন ও মেডিকেল অফিসার ইনচার্জদের বি এম এস পদ্ধতি হাতে কলমে শেখানোর কাজ আজ থেকে শুরু হয়েছে ইন্দ্রনগর আইটি ভবনে। এই প্রশিক্ষণ শিবিরে প্রথম দিনে ধলাই ও ঊনকোটি জেলা থেকে ৮৭ জন স্বাস্থ্য দপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন। এই প্রশিক্ষণ শিবিরে উপস্থিত ছিলেন জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকরাও মহকুমা মুখ্য স্বাস্থ্য অধিকারীক ও পি এইচ সি, এইচ সি র আধিকারিকরা এছাড়া উপস্থিত ছিলেন জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের স্টেট নোডাল অফিসার কমিউনিটি প্রসেসর রাজিব ঘোষ। প্রশিক্ষণ শেষ হবে ২৭ জানুয়ারী। প্রশিক্ষণ শেষে আনুষ্ঠানিকভাবে সূচনা হবে এই পোর্টালের। আগে পিএমএস-এর মাধ্যমে কর্মরত আশা কর্মীদের ভাতা ও অন্যান্য অনুদান দেওয়ার ক্ষেত্রে নানা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হতো। এই পোর্টাল চালু হলে মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই তাদের ভাতা ও অনুদান একসাথে পৌঁছে যাবে। বর্তমানে রাজ্যে ৭৮৫৮ জন আশা কর্মী রয়েছেন। সুপারভাইজার রয়েছেন ৪৩৭ জন।

পুলিশ সপ্তাহ উপলক্ষ্যে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২২ জানুয়ারি: পুলিশ সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষে খোয়াইয়ের গণকি পুলিশ লাইনে বুধবার এক মহতী রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে অর্ধশতাধিক পুলিশ অফিসার ও পুলিশ কর্মী স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।'রক্তদান, জীবন দান' রক্তের কোন বিকল্প নেই। এই মহৎ কাজে সকলের এগিয়ে আসা উচিত রক্তের সংকট মোচনে। বুধবার সকালে গনকি পুলিশ লাইনে জেলা পুলিশ সুপার অফিসের উদ্যোগে এক রক্তদান শিবির আয়োজিত হয়। এদিন রক্তদান শিবিরে রক্তদাতাদের উৎসাহিত করতে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জেলা পুলিশ সুপার রমেশ কুমার যাদব, খোয়াই জেলার অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার প্রবীর পাল থেকে শুরু করে অন্যান্যরা।এদিন প্রায় ৫০ জনের অধিক রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। এদিন মূলত পুলিশ সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত হয় এই রক্তদান শিবিরটি বলে জানান খোয়াই জেলা পুলিশ সুপার রমেশ কুমার যাদব।

চতুর্দশ দেবতা

● **প্রথম পাতার পর**

চতুর্দশ দেবদেবীর বন্দনা, আচার-আচরণ ও তার তাৎপর্য্য। ট্যাবলুটিতে তিনটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রথমত: পরম্পরা ও আধুনিকতার সংমিশ্রন। ট্যাবলু উপস্থাপনায় বাঁশ ভিত্তিক কারুশিল্প, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, পারম্পরিক পোষাকে মডেল ও বাঁশের ফ্রেম থাকবে যা হচ্ছে প্রগতির প্রতীক। দ্বিতীয়ত: বাঁশ ও বেতের কারুকার্য্যের মাধ্যমে চতুর্দশ দেবতাদের উপস্থাপন করা হবে। তৃতীয়ত: ট্যাবলুতে থাকবে হা বুমা (ভূমি মা)-এর পূজা ও সংশ্লিষ্ট সাংস্কৃতিক বিষয়গুলি। তাছাড়া পরম্পরাগত বাঁশ ও ফুলের কারুকার্য ও আধুনিক শিল্পকলার নিদর্শন তুলে ধরা হবে। ট্যাবলুতে দেখা যাবে পরম্পরাগত পোষাকে পুরোহিত পূজার্চনা সম্পাদন করছেন। ট্যাবলুতে ত্রিপুরার প্রাচীন আধ্যাত্মিক ভাবধারা তুলে ধরা হবে।

কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর**

খেদাছড়ায় একটি নতুন হ্যাচারি তৈরি করা হয়েছে। সভায় বিদ্যুৎ দপ্তরের প্রতিনিধি জানান, দামছড়া ব্লকে ব্রু রিয়াং শরণার্থী পরিবারের ৮৮৮টি পরিবারকে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়েছে। সভায় উদ্যানপালন ও ভূমি সংরক্ষণ দপ্তরের উপঅধিকর্তা জানান, দামছড়া ব্লকে মহিলাদের মাশরুম চাষে উৎসাহিত করা হচ্ছে। এতে বেশ কিছু পরিবারে বাড়তি রোজগারের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

পর্য্যালোচনা সভায় অ্যাসপিরেশনাল ব্লক হিসেবে দামছড়ায় স্বাস্থ্য, কৃষি, গ্রামীণ জীবিকা মিশন কর্মসূচিতে দামছড়া ব্লকের ১০০ শতাংশ সাফল্যে কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী ভূয়সী প্রশংসা করেন। পর্য্যালোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক বিনয়ভূষণ দাস, দামছড়া বিএসির চেয়ারম্যান উপেন্দ্র রিয়াং, উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক দেবপ্রিয় বর্ধন, পানিসাগর মহকুমার মহকুমা শাসক সুশান্ত দেববর্মা, জেলা বন আধিকারিক সুমন মল্ল, মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক দীপক হালদার প্রমুখ।

ক্রীড়াঙ্গন

অ্যাটলেটিক্স সংস্থা ও এগিয়ে চল-র যৌথ উদ্যোগে রাজ্য ক্রস কান্টি দৌড় অনুষ্ঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। উৎসাহ ও উদ্দীপনায় ত্রিপুরা স্টেট ক্রস কান্টি চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৪-২৫ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ত্রিপুরা অ্যাথলেটিক্স এসোসিয়েশনের উদ্যোগে এবং এগিয়ে চল সংঘের ব্যবস্থাপনায় বুধবার সকালে আয়োজিত এই রাজ্য স্তরীয় ক্রস কান্টিতে রাজ্যের সব কটি জেলা থেকে এবং ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল ইউনিট থেকে ১২৮ জন অ্যাথলেট অংশ নিয়েছেন। সিনিয়র পুরুষদের ১০ কিলোমিটার দৌড়ে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার মোবারক হোসেন প্রথম, ঊনকোটি জেলার গৌরব দেবনাথ দ্বিতীয় এবং গোমতী জেলার রিমন নমঃ তৃতীয় স্থান অর্জন করেছেন। সিনিয়র মহিলা বিভাগের ১০ কিলোমিটার দৌড়ে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জয়শ্রী দাস প্রথম, অনুচিতা সরকার দ্বিতীয় এবং ঊনকোটি জেলার মাম্পি দে তৃতীয় পুরস্কার পেয়েছেন।

অনূর্ধ-২০ বয়স ভিত্তিক জুনিয়র পুরুষদের ৮ কিলোমিটার দৌড়ে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার তনয় ভৌমিক প্রথম, আকাশ বর্মন দ্বিতীয় এবং ঊনকোটি জেলার প্রসেনজিৎ মালাকার তৃতীয় স্থান পেয়েছে।

অনূর্ধ-২০ জুনিয়র মহিলা বিভাগের ৬ কিলোমিটার দৌড়ে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার লক্ষ্মী রানী ত্রিপুরা প্রথম, ঊনকোটি জেলা নিশা মালাকার দ্বিতীয় এবং সিপাহীজলা জেলার মৌমিতা শীল তৃতীয় স্থান পেয়েছেন। অনূর্ধ ১৮ ইয়ুথ পুরুষদের ৬ কিলোমিটার দৌড়ে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার নিশান্ত মজুমদার প্রথম, অনিমেষ দে দ্বিতীয় এবং শুভজিৎ ঘোষ তৃতীয় স্থান পেয়েছেন। অনূর্ধ ১৮ ইয়ুথ মহিলা বিভাগের ৪ কিলোমিটার দৌড়ে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার অন্তরা ঘোষ প্রথম, ধলাই জেলার মাঙ্গলিকা কুর্মি দ্বিতীয় এবং ঊনকোটি জেলার অর্পিতা সরকার তৃতীয় স্থান পেয়েছেন। অনূর্ধ ১৬ বালকদের ২ কিলোমিটার দৌড়ে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার পলাশ দেবনাথ প্রথম, খোয়াই জেলার দ্বীপজয় পাল দ্বিতীয় এবং সিপাহীজলা জেলার মোঃ হানিফ তৃতীয় স্থান পেয়েছে। অনূর্ধ ১৬ বালিকাদের ২ কিলোমিটার দৌড়ে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার অরিজিতা সাহা প্রথম, প্রিয়া গৌড় দ্বিতীয় এবং ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের সুনিতা চাকমা তৃতীয় স্থান পেয়েছে। প্রতিযোগিতা শেষে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে আগরতলা পুর নিগমের মেয়র এবং বিধায়ক দীপক মজুমদার, কর্পোরেটর জাহ্নবী দাস চৌধুরী, ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের সচিব সুকান্ত ঘোষ, ত্রিপুরা অ্যাথলেটিক্স এসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি তপন ভট্টাচার্য, এগিয়ে চল সংঘের সভাপতি চঞ্চল নন্দী, সম্পাদক সুমন্ত গুপ্ত প্রমুখ বিজয়ীদের হাতে স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক এবং প্রশংসাপত্র তুলে দেন। প্রতিটি বিভাগের পরবর্তী দশম স্থান পর্যন্ত অ্যাথলেটদের প্রত্যেককে পুরস্কৃত করা হয়। সর্বোপরি পশ্চিম জেলা দল গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন এবং সিপাহীজলা জেলা দল গ্রুপ রানার্সের পুরস্কার পেয়েছেন।

পুলিশ সপ্তাহ উপলক্ষে সোনামুড়ায় প্রীতি ক্রিকেট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। পুলিশ সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষে সোনামুড়া মহকুমা পুলিশ প্রশাসনের উদ্যোগে পুলিশ বনাম সাংবাদিকদের মধ্যে বুধবার একটি প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয় সোনামুড়া স্পোর্টিং এসোসিয়েশন মাঠে।এদিন বিকেলে সৌহার্দের বাতাবরনে অনুষ্ঠিত হওয়া এই প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচকে ঘিরে উপস্থিত ক্রিকেট অনুরাগীদের মধ্যে সৃষ্টি হয় ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা।টসে জিতে প্রথম ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয় মহকুমা পুলিশ টিম। ব্যাট করতে নেমে নির্দিষ্ট ৮ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে পুলিশ টিম ৭১ রান সংগ্রহ করে। পুলিশ টিমের হয়ে সর্বোচ্চ ১৯ রান করে বাপী দেবনাথ। সাংবাদিক টিমের পক্ষে ২ টি করে উইকেট পায় টুটন চৌধুরী ও আবির পাল।জয়ের জন্য ৭২ রানের লক্ষ্য নিয়ে ব্যাট করতে নেমে সাংবাদিক টিম ৮ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ৪৭ রান সংগ্রহ করে।সাংবাদিক টিমের পক্ষে সর্বোচ্চ ১২ রান সংগ্রহ করে লিটন দে। পুলিশের পক্ষে ২ ওভারে ১০ রান দিয়ে ৩ টি উইকেট দখল করে পুলিশ টিমের অধিনায়ক মহকুমা পুলিশ আধিকারিক শশী মোহন দেববর্মা।ম্যান অব দ্যা ম্যাচ নির্বাচিত হন পুলিশের অধিনায়ক শশীমোহন দেববর্মা।ম্যাচ শুরুর আগে অনুষ্ঠিত হয় একটি সংক্ষিপ্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন সোনামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক শশী মোহন দেববর্মা ,সোনামুড়া মহকুমা শাসক মহেন্দ্র কাম্বে চাকমা ও সোনামুড়া প্রেসক্লাব সম্পাদক অভিজিৎ বর্ধন। উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি দেবাশীষ দত্ত ও মহকুমার সিনিয়র সাংবাদিক নরেশ দাস ও সোনামুড়া থানার ওসি জয়ন্ত কুমার দে। সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন মহকুমা পুলিশ আধিকারিক শশীমোহন দেববর্মা , মহকুমা শাসক মহেন্দ্র কাম্বে চাকমা এবং মহকুমা প্রেসক্লাব সম্পাদক অভিজিৎ বর্ধন। ম্যাচ শেষে ধন্যবাদ সূচক বক্তব্য রাখেন সোনামুড়া থানার ওসি জয়ন্ত কুমার দে। ম্যাচ শেষে চ্যাম্পিয়ন দল পুলিশ টিমের হাতে চ্যাম্পিয়ন ট্রফি তুলে দেন মহকুমা শাসক মহেন্দ্র কাম্বে চাকমা।রানার্স টিম সাংবাদিক টিমের হাতে রানার্স ট্রফি তুলে দেন মহকুমা পুলিশ আধিকারিক শশীমোহন দেববর্মা।ম্যান অফ দ্যা ম্যাচ ট্রফি তুলে দেন সিপাহীজলা জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি দেবাশীষ দত্ত।

অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেটে পোলস্টারকে হারিয়ে জয়ে ফিরলো দশমীঘাট কোচিং সেন্টার

পোলস্টার ক্লাব -১৭৪/৯ **দশমিঘাট সি সি- ১৭৫/৬**

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ঘুরে দাঁড়ালো দশমীঘাট কোচিং সেন্টার।

প্রথম ম্যাচে হার স্বীকার করলেও দ্বিতীয় ম্যাচেই জয়ে ফিরেছে দশমীঘাট কোচিং সেন্টার। চার উইকেটে পরাজিত করলো পোলস্টার ক্লাবকে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সদর অনুর্ধ- ১৫ ক্রিকেটে। বুধবার তালতলা স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে পোলস্টার ক্লাব প্রথম ব্যাট নিয়ে ১৭৪ রান করে।

দলের পক্ষে দ্বীপায়ন রায় ৭৭ বল খেলে ১১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৫৩, উদয়ন পাল ৫৮ বল খেলে আটটি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৮এবং ফারহান মিয়া ১৭ রান করে।

দল অতিরিক্ত খেতে পায় ৪০ রান।

দশমীঘাট কোচিং সেন্টারে পক্ষে বিপ্রজিত দাস বারো রানে এবং জয়ন্ত সাহা ৩৯ রানে তিনটি করে উইকেট দখল করে।

জবাবে খেলতে নেমে ৬ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় দশমীঘাট কোচিং সেন্টার।

দলের পক্ষে প্রশান্ত বিশ্বাস ৯৯ বল খেলে ১৩ টি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৮১ রান করে। দল অতিরিক্ত খেতে পায় ৪৩ রান।

২০২৮ অলিম্পিক্সের ক্রিকেট লস অ্যাঞ্জেলেসেই করার উদ্যোগ, আইওসি প্রধানের সঙ্গে বৈঠক জয়ের

২০২৮ সালের লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিক্সে হবে ক্রিকেট। ১২৮ বছর পর অলিম্পিক্সে ক্রিকেটের প্রত্যাবর্তন নিয়ে সতর্ক ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি)। কোনও ভাবেই এই সুযোগ নষ্ট করতে চায় না আইসিসি। সংস্থার চেয়ারম্যান জয় শাহও আন্তরিক। সুইৎজারল্যান্ডে গিয়ে ইন্টারন্যাশনাল অলিম্পিক কমিটির (আইওসি) প্রধান থমাস বাখের সঙ্গে বৈঠক করলেন জয়। আইসিসি চেয়ারম্যানের দায়িত্ব নেওয়ার পর কিছু দিন আগে ২০৩২ সালের ব্রিসবেন অলিম্পিক্সের সিইও সিন্ডি হুকের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন জয়। বর্ডার-গাওস্কর ট্রফির সময় অস্ট্রেলিয়া সফরে গিয়ে হুকের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন। কারণ ব্রিসবেন অলিম্পিক্সে ক্রিকেট হবে। তার আগে আগামী লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিক্সেও হবে ২২ গজের লড়াই। তাই এ বার জয় গেলেন আইওসি প্রধানের কাছে। শোনা যাচ্ছে আগামী অলিম্পিক্সের ক্রিকেট ম্যাচগুলি লস অ্যাঞ্জেলেসে হবে না। গত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ম্যাচগুলি আমেরিকার যে মাঠ দু'টিতে হয়েছিল, সেখানেই হবে অলিম্পিক্সের ম্যাচগুলিও। তাতে আইসিসির মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হতে পারে। বাকি খেলাগুলির মতো ক্রিকেটের আয়োজনও যাতে লস অ্যাঞ্জেলেসে হয়, তা নিয়েই কথা বলতে গিয়েছিলেন জয়। মঙ্গলবার বাখের সঙ্গে জয়ের বৈঠকের ছবি সমাজমাধ্যমে প্রকাশ করেছে আইসিসি।

আইওসি প্রধানের সঙ্গে বৈঠক নিয়ে জয় জানিয়েছেন, ''ক্রিকেটের জন্য এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সময়। কারণ আমরা লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিক্সের প্রস্তুতি নিচ্ছি। ক্রিকেটকে গোটা বিশ্বের ক্রীড়াপ্রেমীদের কাছে আরও আকর্ষক এবং জনপ্রিয় করে তোলার চেষ্টা করছি আমরা। সারা বিশ্বে জনপ্রিয় হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে ক্রিকেটের। এই সুযোগ কাজে লাগাচে চাই। খেলাটাকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য আইসিসির কর্তা এবং সহযোগী দেশগুলির সঙ্গে কাজ করতে চাই।''

এখনও পর্যন্ত এক বারই ক্রিকেট খেলা হয়েছে অলিম্পিক্সে। ১৯০০ সালের গেমসে ক্রিকেটে অংশগ্রহণ করেছিল ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্স। তার পর আর কখনও অলিম্পিক্সের ক্রীড়াতালিকায় জায়গা হয়নি ক্রিকেটের। গত কয়েক বছর ধরে আইসিসির চেষ্টার ফলে আগামী দু'টি অলিম্পিক্সে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ক্রিকেট।

নজির, অভিষেকেই হ্যাটট্রিক-সহ পাঁচ উইকেট বৈষ্ণবীর

অভিষেকেই নজির গড়েছেন বৈষ্ণবী শর্মা। কুয়ালালামপুরে আয়োজিত অনূর্ধ-১৯ মহিলাদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে হ্যাটট্রিক-সহ পাঁচ উইকেট নিয়েছেন তিনি। মালয়েশিয়ারের ব্যাটারের তাঁর স্পিনের সামনে দাঁড়াতে পারেননি। পাঁচ বছর বয়সে ক্রিকেটে হাতেখড়ি বৈষ্ণবীর। তবে তাঁর এত দূর আসার নেপথ্যে রয়েছে কঠোর পরিশ্রম।

১৯ বছরের বৈষ্ণবীর জন্ম মধ্যপ্রদেশের গ্বালিয়রে। চম্বল থেকে ভারতীয় দলে খেলা প্রথম মহিলা ক্রিকেটার তিনি। ২০২২-২৩ সালে জুনিয়র ঘরোয়া ক্রিকেটে সেরা মহিলা ক্রিকেটারের পুরস্কার জিতেছিলেন তিনি। কিন্তু তার পরেও ভারতীয় দলে জায়গা পাননি। এ বার পেয়েছেন। সোনম যাদবের বদলে মালয়েশিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম একাদশে জায়গা পান। অভিষেকেই নজির গড়েন তিনি।

গ্বালিয়রের একটি অ্যাকাডেমিতে ক্রিকেট শিখেছেন বেষ্ণবী। প্রতি দিন সাত ঘণ্টা অনুশীলন করতেন। তিন ঘণ্টা সকালে। চার ঘণ্টা সন্ধ্যায়। বাঁহাতি স্পিন বলের পাশাপাশি বৈষ্ণবীর ব্যাটের হাতও মন্দ নয়। তাঁকে অনায়াসে অলরাউন্ডার বলা যায়।

মালয়েশিয়ার বিরুদ্ধে অষ্টম ওভারে বল করতে যান বৈষ্ণবী। মাত্র চার ওভার বল করেছেন। দিয়েছেন ৫ রান। নিয়েছেন ৫ উইকেট। তার মধ্যে ১৪তম ওভারের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ বলে উইকেট নিয়ে হ্যাটট্রিকও করেছেন। তাঁর দাপটে মাত্র ৩১ রানে শেষ হয়ে যায় মালয়েশিয়ার ইনিংস। তিন ওভারের আগেই ম্যাচ জিতেছে ভারত। ম্যাচের সেরাও হয়েছেন বৈষ্ণবী।

বাধারঘাটকে হারিয়ে জয় দিয়ে লীগ অভিযান শুরু মডার্ন ক্রিকেট একাডেমীর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয় দিয়ে লিগ অভিযান শুরু করেছে মডার্ন ক্রিকেট একাডেমিও। হারিয়েছে বাধারঘাট কোচিং সেন্টারকে। বাধারঘাটের এট টানা দ্বিতীয় পরাজয়। খেলা ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত সদর অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় দিনের। মডার্ন ক্রিকেট একাডেমি ৩৩০ রানের বিশাল ব্যবধানে দুর্দান্ত জয় পেয়েছে বাধার কার্ড কোচিং সেন্টারকে হারিয়ে। নরসিংগড়ের পঞ্চায়েত গ্রাউন্ডে সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে মডার্ন ক্রিকেট একাডেমী প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। নির্ধারিত পঞ্চাশ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ৩৭৫ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে সৌমজিৎ চক্রবর্তীর ১৬১ রান, প্রীতম সাহার ৪৯ রান এবং প্রানদীপ সাহার ২৭ রান উল্লেখযোগ্য। সৌম্যজিৎ ১৩২ বল খেলে ২৭ টি বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ১৬১ রান পায়। জবাবে ব্যাট করতে নেমে বাধারঘাট কোচিং সেন্টারের ইনিংস ৪৫ রানে গুটিয়ে যায় ১৪.৪ ওভার খেলে। মডার্ন ক্রিকেট একাডেমীর প্রীতম সাহা ১২ রানে তিনটি এবং দ্বীপজয় দেবনাথ এক রানে দুটি উইকেট পেয়েছে। বাধারঘাটের রোহিত সরকার পেয়েছে দুটি উইকেট। দুর্দান্ত ব্যাটিং পারফরমেন্স এর সৌজন্যে সৌমজিৎ চক্রবর্তী পেয়েছে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব।

ভারতীয় বোর্ডের সমালোচনায় বাটলার

নতুন নির্দেশিকা জারি করতে চলেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। বিদেশ সফরে ক্রিকেটারদের সঙ্গে তাঁদের পরিবারের থাকার সময় কমছে। এই সিদ্ধান্ত ঠিক নয় বলেই মনে করেন ইংল্যান্ডের অধিনায়ক জস বাটলার। তাঁর মতে, পরিবারের সঙ্গে ক্রিকেটারদের সময় কাটানো যথেষ্ট জরুরি।

ভারতের বিরুদ্ধে বুধবার কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে প্রথম টি-টোয়েন্টি খেলতে নামছে ইংল্যান্ড। তার আগে সাংবাদিক বৈঠকে বোর্ডের নির্দেশিকা নিয়ে মুখ খুলেছেন বাটলার। বোর্ডের নতুন নিয়মে ৪৫ দিনের বিদেশ সফরে ক্রিকেটারদের সঙ্গে দু'সপ্তাহের বেশি থাকতে পারবে না পরিবার। ক্রিকেটারদের সঙ্গী এবং সন্তানদের (১৮ বছরের নীচে) এক বারই বিদেশ সফরে দেওয়া হবে। গেলেও দু'সপ্তাহের বেশি থাকতে পারবেন না তাঁরা। এই সময়ের সব খরচ বোর্ড দেবে। যদি কোনও কারণে কেউ বেশি দিন থাকেন, তা হলে সেই খরচ ক্রিকেটারকে দিতে হবে। কোচ, অধিনায়ক এবং ম্যানেজারদের ঠিক করে দেওয়া দিনেই শুধুমাত্র পরিবারের লোকজন আসতে পারবেন। ব্যতিক্রম হলে আগে থেকে জানাতে হবে। ক্রিকেটারদের পরিবার বাদ দিয়ে অন্য কাউকে তাঁদের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি দেবে না বোর্ড। এই নিয়ম ঠিক নয় বলে মনে করেন বাটলার।ইংল্যান্ডের অধিনায়কের মতে, ক্রিকেটারদের মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য পরিবারের কাছে থাকা জরুরি। তিনি বলেন, "আমার মনে হয় এই আধুনিক যুগে বিদেশ সফরে ক্রিকেটারদের সঙ্গে তাঁদের পরিবারকেও যেতে দেওয়া উচিত। সারা বছর ধরে ক্রিকেট চলে। ফলে সারা বছরই বাড়ির বাইরে থাকতে হয় ক্রিকেটারদের। বিশেষ করে কোভিডের পর থেকে মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয়টা খুব জরুরি। পরিবার সঙ্গে থাকলে খেলা খারাপ হয় না। আমার মনে হয়, উল্টে ক্রিকেটারেরা আরও ফুরফুরে থাকতে পারে।"পরিবার সঙ্গে থাকলেও পেশাদার ক্রিকেটারেরা পরিবার ও খেলার মধ্যে ভারসাম্য রাখতে পারেন বলেই মনে করেন বাটলার। তিনি বলেন, "এটা কোনও সমস্যা নয়।

প্রস্তুতি চূড়ান্ত : আজ থেকে এমবিবি স্টেডিয়ামে ত্রিপুরা-সার্ভিসেস রঞ্জি ম্যাচ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। মাঠ প্রস্তুত। আবহাওয়াও যথেষ্ট অনুকূল। আশা করা হচ্ছে, এবার হয়তো নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ শুরু করা যাবে। গত ১১-১৪ অক্টোবর, ওড়িশা ত্রিপুরা ম্যাচ পুরো চার দিন মাঠের কারণে ভেস্তে যাওয়ার পর ত্রিপুরা মুম্বাই ম্যাচও কিন্তু শুরুতে এক ঘন্টা ৪৫ মিনিট দেরিতে শুরু করতে হয়েছিল। বরোদা ত্রিপুরা ম্যাচে কিন্তু তেমন বাধা তৈরি হয়নি। তবে প্রকৃতির খেয়ালে সকালবেলার কুয়াশা আদৌ কিছুটা সমস্যা তৈরি করবে কিনা, সেটা সময়ই বলবে। খেলোয়াড়রাও প্রস্তুত প্রায়। ত্রিপুরা দলের রঞ্জি খেলোয়াড়রা আজ, বুধবারও যথারীতি এমবিবি স্টেডিয়ামে মুখ্য কোচ এবং সহকারী কোচদের পরামর্শ ক্রমে প্রয়োজনীয় প্র্যাকটিস করেছেন। সফরকারী সার্ভিসেস দলের খেলোয়াড়রাও যথাসময়ে অনুশীলনে নিয়োজিত ছিলেন। আগামীকাল (বৃহস্পতিবার) থেকে ত্রিপুরা, সার্ভিসেস-এর রঞ্জি ট্রফির চার দিনের ম্যাচ শুরু হচ্ছে। ত্রিপুরা দলের খেলোয়াড়রা অনুশীলনের মধ্য দিয়ে শেষ সময়ের টিপস নিয়েছে। টিসিএ থেকে ঘোষিত ১৫ জনের স্কোয়াড অনুশীলনে মনোনিবেশ করেছেন। এদিকে, সার্ভিসেস দলও দু-দিন আগে আগরতলায় পৌঁছে এমবিবি স্টেডিয়ামে প্রয়োজনীয় অনুশীলন করেছেন। সার্ভিসেস আপাতত ৫ ম্যাচের শেষে একটিতে ইনিংসহ জয় এবং অপরটিতে সরাসরি জয়ের সুবাদে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট তালিকার চতুর্থ শীর্ষে রয়েছে। ত্রিপুরা রয়েছে পঞ্চম শীর্ষে ৫ ম্যাচের শেষে ১২ পয়েন্ট পেয়ে। ত্রিপুরার খেলোয়াড়রা কিন্তু আগামীকাল থেকে মাঠে সেরা খেলাটা খেলতে চাইছে। দুদলের সম্ভাব্য খেলোয়াড়রা হলো - সার্ভিসেস দল: পাঠক ঠাকুর, অর্জুন শর্মা, রবি চৌহান, নীতিন তানোয়ার, পুলকিত নারাঙ, রজত পালিওয়াল সুরজ বশিষ্ট, অরুন কুমার, বরুণ চৌধুরী শুভম রোহিলা, অমিত শুক্লা, পুনম পুনিয়া, মুহিত আল ওয়াত জয়ন্ত গুয়াত ত্রিপুরা দল: বিক্রম কুমার দাস, জীয়নজোৎ সিং, রিয়াজ উদ্দিন, শ্রীদাম পাল, মানদীপ সিং (অধিনায়ক), শরথ শ্রীনিবাস (উইকেট রক্ষক), রজত দে, মনিশঙ্কর মুরাসিং (সহ অধিনায়ক), পারভেজ সুলতান, রানা দত্ত, অভিজিৎ সরকার, অর্জুন দেবনাথ, ভিকি সাহা, নিরুপম সেন, সৌরভ দাস।

ব্লাডমাউথকে হারিয়ে জয় দিয়ে লীগ সূচনা কর্নেল কোচিং সেন্টারের

ব্লাড মাউথ - ১০৭ **কর্নেল সি সি - ১০৮/৩**

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয় দিয়ে আসর শুরু করলো কর্নেল কোচিং সেন্টার। ৭ উইকেটে পরাজিত করলো ব্লাড মাউথ ক্লাবকে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সদর অনূর্ধ-১৫ ক্রিকেটে। বুধবার ডঃ বি আর আম্বেদকর স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত হয় ম্যাচটি। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে দুর্বল ব্লাড মাউথ ক্লাব মাত্র ১০৭ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে রুদ্রজিৎ চক্রবর্তী চল্লিশ বল খেলে পাঁচটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৮, নিরব দাস ৩৬ বল খেলে পাঁচটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৬ এবং রাজদীপ মোদক ২০ বল খেলে একটি ওভার বাউন্ডারি সাহায্যে ১০ রান করে। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ২৯ রান। কর্নেল কোচিং সেন্টার এর পক্ষে রুদ্র দাস ১৫ রানে চারটি উইকেট দখল করে। জবাবে খেলতে নেমে ১৩.২ ওভারে ৩ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় কর্নেল কোচিং সেন্টার। দলের পক্ষে অসিত সাহা ১৬ বল খেলে পাঁচটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৯ রানে এবং অনিক চৌধুরী ২৬ বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৫ রানে অপরাজিত থেকে যায়। এছাড়া দলের পক্ষে অপরাজিত বৈশ্য কুড়ি বল খেলে তিনটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৬ রান করে। দল অতিরিক্ত খেতে পায় ২৯ রান।

জুয়েলসকে হারিয়ে জয়ের ধারা অব্যাহত এ ডি নগর প্লে সেন্টারের

এ ডি নগর প্লে সেন্টার - ২৬৩

জুয়েলস কোচিং সেন্টার- ৮২

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয়ের ধারা অব্যাহত রাখলো এডি নগর প্লে সেন্টার। আসরে উদ্বোধনী দিনে নজীর গড়ার পর বুধবার সহজেই পরাজিতো করল লড়াকু দল হিসেবে পরিচিত জয়েলস কোচিং সেন্টারকে। ১৮১ রানের বড় ব্যবধানে।

রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সদর অনুর্ধ ১৫ ক্রিকেটে। বুধবার নিপকো মাঠে অনুষ্ঠিত হয় ম্যাচটি।

তাতে টসে জয়লাভ করে প্রথম ব্যাট করতে নেমে এ ডি নগর প্লে সেন্টার ২৬৩ রান করে। দলের পক্ষে সৌমজিৎ সরকার ৭৪ বল খেলে নয়টি বাউন্ডারি ও দুটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৮০, ময়ুখ চৌধুরী ৪৮ বল খেলে সাতটি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৯, তুহিন দেবনাথ ৩৪ বল খেলে তিনটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৮, দিব্যজ্যোতি ধর ১০ বল খেলে তিনটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৭ এবং শিবরাজ ভট্টাচার্য ৩৭ বল খেলে চারটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২২ রান করে।

জুয়েলস কোচিং সেন্টারের পক্ষে অর্কজিৎ চক্রবর্তী ৫৩ রানে এবং অভ্রয় কান্তি মোদক ৫৯ রানে তিনটি করে উইকেট দখল করে।

জবাবে খেলতে নেমে জুয়েলস কোচিং সেন্টার মাত্র ৮২ রান করতে সক্ষম হয়।

দলের পক্ষে অভয় দেব সিং ৩৪ বল খেলে একটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২০, কৃষ ভৌমিক ১৭ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৫ এবং অর্কজিত চক্রবর্তী ১৭ বল খেলে দুটি বাউন্ডারি সাহায্যে ১৪ রান করে। দল অতিরিক্ত খেতে পায় ১৬ রান। এ ডি নগর প্লে সেন্টারের পক্ষে তুহিন দেবনাথ ২৮ রানে চারটি উইকেট দখল করে।

আলকারাজের প্রশংসায় জোকোভিচ

৩ ঘণ্টা ৪০ মিনিটের ম্যাচে কার্লোস আরকারাজকে হারিয়ে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের সেমিফাইনালে নোভাক জোকোভিচ। তিনি চেয়েছিলেন, আলকারাজের বিরুদ্ধে ফাইনাল খেলতে।

খেলার শুরুটা হয়েছিল মঙ্গলবার। যখন শেষ হল, তখন ঘড়ির কাঁটা বলছে, বুধবার হয়ে গিয়েছে। ৩ ঘণ্টা ৪০ মিনিটের ম্যাচে কার্লোস আরকারাজকে হারিয়ে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের সেমিফাইনালে উঠেছেন নোভাক জোকোভিচ। ১৬ বছরের ছোট খেলোয়াড়কে চার সেটের লড়াইয়ে হারিয়েছেন তিনি। তবে সেমিফাইনালে উঠেও কিছুটা আক্ষেপ ধরা পড়ল জোকোভিচের গলায়। তিনি চেয়েছিলেন, আলকারাজের বিরুদ্ধে ফাইনালে খেলতে। সেই লড়াই হয়ে গেল কোয়ার্টার ফাইনালেই।

টেনিসের বিস্ময় প্রতিভা বলা হয় আলকারাজকে। ২১ বছরের মধ্যে চারটি গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতেছেন তিনি। সবচেয়ে অল্পবয়সি টেনিস খেলোয়াড় হিসাবে হয়েছেন বিশ্বের এক নম্বর। সেই প্রতিভাকে হারালেও জোকোভিচের গলায় শোনা গেল প্রতিপক্ষের প্রতি প্রশংসা। আলকারাজের সাফল্যে মুগ্ধ তিনি। খেলা শেষে জোকোভিচ বললেন, "কেরিয়ারে কার্লোস যা অর্জন করেছে তার জন্য আমি ওকে শ্রদ্ধা করি। ও দুর্দান্ত প্রতিপক্ষ। বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ এক নম্বর। চারটে গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতেছে। আমি নিশ্চিত ওর হাতে আরও গ্র্যান্ড স্ল্যাম দেখব। ও আমার চেয়েও বেশি দিন খেলবে। চেয়েছিলাম, এই ম্যাচটাই ফাইনাল হোক।"

আলকারাজের কাছে প্রথম সেট হারেন জোকোভিচ। সপ্তম গেমেই পায়ে লাগে তাঁর। খোঁড়াতে দেখা যায় ২৪টি গ্র্যান্ড স্ল্যামের মালিককে। নবম গেমের পর মেডিক্যাল বিরতিও নেন জোকার। ফিরে সেই সেট হারলেও পরের তিনটি সেট জিতে ম্যাচ জেতেন তিনি। এই ম্যাচকে তাঁর খেলা অন্যতম সেরা ম্যাচ আখ্যা দিয়েছেন জোকোভিচ। আর সেটা সম্ভব হয়েছে তাঁর মেডিক্যাল দলের জন্য। তাঁর পায়ে কী সমস্যা হয়েছে তা খোলসা করতে না চাইলেও ওষুধ খেয়ে খেলার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন জোকার। তিনি বললেন, "ওষুধ কাজ করেছে। কী সমস্যা হচ্ছে তা প্রতিযোগিতার মাঝে বলতে চাইছি না। তবে হ্যাঁ, ওষুধ খাচ্ছি। এখন ফিরে গিয়ে আবার ওষুধ খেতে হবে। ভাল লাগে না। কিন্তু কিছু করার নেই।"

যত সময় গড়িয়েছে তত খেলা ভাল হয়েছে জোকোভিচের। তত আলকারাজের বিরুদ্ধে দাপট দেখিয়েছেন তিনি। অথচ সেই তিনিই খেলা ছেড়ে দেওয়ার কথা ভেবেছিলেন। জোকারের কথায়, "যদি দ্বিতীয় সেট হারতাম তা হলে হয়তো আর খেলতাম না। কিন্তু আসতে আসতে ভাল লাগতে শুরু করল। কয়েকটা গেম জিতলাম। তখনই দেখলাম, কার্লোস ওর শট খেলতে দোটানায় পড়ছে। সেটা কাজে লাগালাম। পরের দিকে আর ব্যথা হয়নি। কাল সকালে বুঝতে পারব। এখন জয় উপভোগ করব।"

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

আগামী ২৪ জানুয়ারি সূচনা হবে ত্রিপুরা স্টার্টআপ পলিসি-২০২৪: মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জানুয়ারি: আগামী ২৪ জানুয়ারি সূচনা হবে ত্রিপুরা স্টার্টআপ পলিসি-২০২৪। আগরতলার প্রজ্ঞাভবনে সেদিন এক অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা ত্রিপুরা স্টার্টআপ পলিসির আনুষ্ঠানিক সূচনা করবেন। আজ সচিবালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তথ্য ও প্রযুক্তি দপ্তরের মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় এই সংবাদ জানান। তিনি জানান, ২০১৯ সালে ত্রিপুরা আইটি/আইটিইএস স্টার্টআপ পলিসি ২০১৯ চালু করা হয়েছিল। ৩১ মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত এই পলিসির মেয়াদ ছিল। রাজ্যে আইটি/আইটিইএস ভিত্তিক স্টার্ট-আপগুলির জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করার পাশাপাশি তাদের উদ্ভাবনী ভাবনাকে উৎসাহিত করতে এই পলিসিটি চালু করা হয়। ২৬টি আইটি ভিত্তিক স্টার্টআপ এই পলিসিতে নিবন্ধিত ছিল। এই ২৬টি আইটি ভিত্তিক স্টার্টআপগুলিকে এই পলিসিতে ১ কোটি টাকারও বেশী ইনসেন্টিভ দেওয়া হয়েছে। প্রায় ১৩০ জনের কর্মসংস্থানও সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে আইটি/আইটিইএস স্টার্টআপ প্রকল্পের অধীনে স্বীকৃত ২৬টি সহ ত্রিপুরার ১২৭টি স্টার্টআপ ভারত সরকারের ডিপার্টমেন্ট ফর প্রোমোশন অব ইন্ডাস্ট্রি এন্ড ইন্টার্নেল ট্রেড (ডিপিআইআইটি)-র সাথে নিবন্ধিত। অবশিষ্ট এই ১০১টি স্টার্ট-আপগুলির সহায়তায় ত্রিপুরা স্টার্টআপ পলিসি ২০২৪ গ্রহণ করা হয়েছে। নতুন এই পলিসিতে সমস্ত স্টার্ট-আপগুলিকে (আইটি ভিত্তিক এবং নন- আইটি ভিত্তিক) বিভিন্ন ইনসেন্টিভ প্রদান করা হবে। যেমন প্রতিমাসে পরিচালন খরচ বাবদ ২০ হাজার টাকা। মহিলা পরিচালিত এবং বিশেষভাবে সক্ষম দ্বারা পরিচালিত স্টার্ট- আপগুলির ক্ষেত্রে পরিচালন খরচ বাবদ যথাক্রমে ১০ শতাংশ এবং ২০ শতাংশ আরও অতিরিক্ত দেওয়া হবে।

সাংবাদিক সম্মেলনে তথ্য ও প্রযুক্তি মন্ত্রী জানান, নতুন এই ত্রিপুরা স্টার্টআপ পলিসিতে স্টার্টআপগুলিকে কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি ক্রয়, পেটেন্ট, মার্কেটিং সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহায়তা করা হবে। এর জন্য ৫০ কোটি টাকা অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এই পলিসিতে রাজ্যের তরুণ প্রতিভাদের হস্তুতাঁত, হস্তকারু শিল্প, উদ্যান পালন, কৃষি প্রক্রিয়াকরণ, স্বাস্থ্য পরিষেবার মত বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজস্ব স্টার্টআপ তৈরী করতে উৎসাহিত করা হবে। এর ফলে কর্মসংস্থানেরও সুযোগ সৃষ্টি হবে। প্রত্যেক বছর রাজ্যে প্রায় ২০০টি স্টার্টআপ শুরু করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে রাজ্য সরকারের। রাজ্যের ছেলেমেয়েদের রাজ্যেই কর্মসংস্থান ও উদ্ভাবনী ভাবনাগুলিকে উৎসাহিত করতে রাজ্য সরকার এ ধরণের পলিসি গ্রহণ করছে বলে অর্থমন্ত্রী জানান। সাংবাদিক সম্মেলনে তথ্য ও প্রযুক্তি দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে এবং অধিকর্তা জেয়া রাগুল গেশান বি. উপস্থিত ছিলেন।

প্রয়াত প্রাক্তন সাংসদের স্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জানুয়ারি: ২০১৮ সালের ২১ জানুয়ারি প্রয়াত হয়েছিলেন বাম নেতা খগেন দাস। সেই একইদিনে তার স্ত্রী তথা প্রাক্তন শিক্ষিকা অনুপমা দা প্রয়াত হয়েছেন। আজ সিপিআইএম কার্যালয়ে এবং জেলা কার্যালয়ে প্রয়াতার প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে। এদিন শেষ শ্রদ্ধা জানিয়েছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা পলিটব্যুরো সদস্য মানিক সরকার, বিরোধী দলনেতা জিতেন চৌধুরী সহ পার্টির অন্যান্য নেতৃত্বরা।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, সিপিএমের শুরুর দিন থেকে খগেন দাস এবং তাঁর স্ত্রী প্রাক্তন শিক্ষিকা অনুপমা দা ছিলেন। তিনি পার্টির বিভিন্ন কর্মসূচিতে কর্মীদের খাওয়া দাওয়া সহ কাজকর্মের দায়িত্ব পালনে অন্যতম ভূমিকা নিতেন। গত ২০১৮ সালের ২১ জানুয়ারি প্রয়াত হয়েছিলেন বাম নেতা খগেন দাস। সেই একইদিনে তার স্ত্রী তথা প্রাক্তন শিক্ষিকা অনুপমা দা প্রয়াত হয়েছেন। এদিন সিপিআইএম কার্যালয়ে প্রয়াতার প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানানো হয়।

আগরতলা অরুন্ধতীনগর স্কুলে এনএসএস ইউনিটের উদ্যোগে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জানুয়ারি: আগরতলা অরুন্ধতীনগর স্কুলে এনএসএস ইউনিটের উদ্যোগে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয় বুধবার। উপস্থিত ছিলেন মেয়র দীপক মজুমদার সহ স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা এবং ছাত্রছাত্রীরা। অরুন্ধতীনগর স্কুলের এনএসএস ইউনিটের উদ্যোগে বুধবার এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। রক্তদান শিবিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মেয়র দীপক মজুমদার সহ অন্যান্যরা। এদিন রক্তদান শিবির সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মেয়র দীপক মজুমদার বলেন রাজ্যের ব্লাড ব্যাংকগুলিতে রক্তের সংকট রয়েছে। রক্তের সংকট দূর করতে মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মানিক সাহা বিভিন্ন ক্লাব স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সহ অন্যান্য সংগঠনগুলিকে রক্তদানে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। সেই আহবানে সাড়া দিয়ে এনএসএস ইউনিট রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে রক্তদান শিবির সংগঠিত করে চলেছে।

বুধবার অরুন্ধতীনগর হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের এনএসএস ইউনিট এ ধরনের রক্তদান শিবির সংগঠিত করায় সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি। এ ধরনের রক্তদান শিবিরে সকল অংশের যুবক-যুবতী ছাত্র-ছাত্রীসহ সকল অংশের জনগণকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন মেয়র।

বিজ্ঞান শিক্ষক বদলির জেরে স্কুল পড়ুয়াদের সড়ক অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জানুয়ারি: শিক্ষক বদলির প্রতিবাদে ফটিকরায় বিধানসভার নোয়াগাঁও বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা সড়ক অবরোধ করে। অবরোধের জেরে স্তব্ধ হয়ে পড়ে যান চলাচল। আটকে পড়েন যান চালক ও যাত্রীরা। তাতে, যাত্রীদের ভীষণ ভোগান্তির শিকার হতে হয়েছে। এদিকে, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছেন কুমারঘাট আইএস অফিস থেকে ছুটে আসেন প্রশাসনিক আধিকারিকরা।

এদিন ছাত্রছাত্রীদের বলেন, ফটিকরায় বিধানসভার নোয়াগাঁও বিদ্যালয়ের একজনই বিজ্ঞান বিষয় শিক্ষক রাহুল দেবনাথ রয়েছে। তাই তিনি ছাত্রছাত্রীদের ভালো করে পড়াশুনা বুঝাতে পারেন। এর জন্যই ওই বিদ্যালয়ে তার প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু হঠাৎ তাঁকে ওই বিদ্যালয় থেকে বদলি করা হয়েছে। এরই প্রতিবাদেই ছাত্রছাত্রীরা সড়ক অবরোধ করে। অবরোধের জেরে যানচলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়ে। তাতে,যাত্রীদের ভীষণ ভোগান্তির শিকার হতে হয়েছে।এদিলে, খবর পেয়ে কুমারঘাট আইএস অফিস থেকে ছুটে আসেন প্রশাসনিক আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে। তাঁরা ছাত্র ছাত্রীদের সাথে কথা বলেন এনং শিক্ষক বদলির বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের আশ্বস্ত করেন। ওই আশ্বাসের ভিত্তিতে পথ অবরোধ মুক্ত করে দেন ছাত্র-ছাত্রীরা।

লক্ষাধিক টাকার গাঁজা সহ আটক এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জানুয়ারি: গাঁজা সহ এক ব্যক্তিকে আটক করল পুলিশ। জানা গেছে এয়ারপোর্ট থানার অন্তর্গত নারায়নপুর সীমান্ত এলাকায় যানবাহন চেকিংয়ের সময় এই সাফল্য আসে।

এয়ারপোর্ট থানাধীন নারায়নপুর বর্ডার রোডের চেকিংয়ের সময় গাঁজা সহ এক ব্যক্তিকে আটক করে পুলিশ। জানা গেছে গতকাল এয়ারপোর্ট থানার পুলিশ নারায়নপুর সীমান্ত এলাকার সড়কে যানবাহন চেকিংয়ের সময় টিআর-০১-ই-২০২৪ নম্বরের অটোটি আটক করে। এবং তাতে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার করা হয় ১৬ কেজি শুকনো গাঁজা। যার বাজার মূল্য আনুমানিক ১ লাখ টাকা হবে। গাঁজা সহ আটক হওয়া নেশা কারবারির নাম লানু সরকার। তার বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইন অনুযায়ী নির্দিষ্ট ধারায় মামলা নিয়ে বুধবার ২ দিনের পুলিশ রিমান্ড এর আবেদন করে আদালতে প্রেরণ করা হয়।

প্রচুর নেশা সামগ্রী উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২২ জানুয়ারি: ফের কুখ্যাত নেশাকারবারির বাড়ি থেকে গোপন অভিযানে প্রচুর নেশা সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে।

বিলোনিয়া শহরের মির্জাপুর এলাকায় নেশাখোর ও নেশা বিক্রেতা বাপন সাহার বাড়িতে হানা দিল মহকুমা শাসক দেবাশীষ দাসের নেতৃত্বে মহকুমা প্রশাসনের অতিরিক্ত মহকুমা শাসক ডিসিএম পুলিশ প্রশাসন, খাদ্য দপ্তর, আবগারি দপ্তর এবং পুর প্রশাসনের আধিকারিক ও কর্মীরা। যৌথ অভিযানে নেমে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বাপন সাহার বাড়ি হানা দেয় দলটি। বাপন সাহার বাড়ি থেকে ১২৯টি ব্রাউন সুগার ভর্তি কোটা, প্রচুর পরিমাণে ইয়াবা ট্যাবলেট, প্রচুর খালি কৌটা, চিনি সহ নগদে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা উদ্ধার হয়। মহকুমা শাসক জানিয়েছেন নগদ টাকাগুলি আবার বাপন সাহার স্ত্রীর হাতে দিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং বাকি নেশাসামগ্রীগুলি আবগারি দপ্তর বাজেয়াপ্ত করেছে। পুরো বাড়ি এবং ঘর তল্লাশি চালিয়েছে পুলিশ এবং মহকুমা প্রশাসনের কর্মীগন।

এই নেশাসামগ্রী সেবন এবং বিক্রির অপরাধে বাপন সাহার এর আগেও সাজা হয়েছিল। জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর সে আবারও একই ব্যবসা শুরু করেছে। যা যুবসমাজকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে। যদিও এই অভিযান চলাকালীন সময়ে বাপন সাহা বাড়িতে ছিল না বলে জানিয়েছে মহকুমা শাসক। এই বিষয়ে বিস্তারিতভাবে বলতে গিয়ে মহকুমা শাসক দেবাশীষ দাস জানিয়েছেন, স্থানীয় মানুষ যদি প্রশাসনকে সহযোগিতা করে তাহলে বিভিন্ন জায়গায় অবৈধভাবে গজিয়ে ওঠা নেশাখোর এবং নেশা বিক্রেতাদের আস্তানাগুলি নষ্ট করে দেওয়া সম্ভব হবে, তাই এই বিষয়ে সকলের সহযোগিতা কামনা করেছেন।

লোকনৃত্য প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২২ জানুয়ারি: কৈলাসহর কলাক্ষেত্রে প্রজাতন্ত্র দিবসকে সামনে রেখে অনুষ্ঠিত হয় জনজাতি লোকনৃত্য প্রতিযোগিতা। কৈলাসহরের নজরুল কলাক্ষেত্রে ভারতের ৭৬ তম প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন উপলক্ষে জেলাভিত্তিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে ঊনকোটি জেলার পেচারতল, কুমারঘাট, গোলকপুর ও কৈলাশহর থেকে মোট চারটি দল অংশগ্রহণ করে। এরমধ্যে তিনটি দলকে পুরস্কার দেওয়া হবে এবং প্রথম স্থানাধিকার দলটিকে রাজ্যস্তরে পাঠানো হবে। অনুষ্ঠানের প্রথমেই প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করা হয়, এরপর বিরসা মুন্ডা এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয়। অনুষ্ঠান মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস, কৈলাশহর মিউনিসিপাল কাউন্সিলের চেয়ারপার্সন শ্রীমতি চপলা দেবরায়, ট্রাভেল লিডার কার্তিক দেববর্মা, ট্রাভেল লিডার জোসেফ ডারলং, ও এস ডি বেণীমাধব চক্রবর্তী, জেলা কল্যাণ দপ্তরের আধিকারিক অমরেশ বর্মন সহ অন্যান্যরা।

একদিনের সচেতনতামূলক শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২২ জানুয়ারি: বিশালগড় মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে বুধবার দুপুর বারোটায় বিশালগড় নতুন টাউনহলে একদিনের এক সচেতনতামূলক শিবির অনুষ্ঠিত হয়। মূলত বাল্যবিবাহ, নেশামুক্ত জেলা এবং বিপর্যয় মোকাবিলা নিয়ে এই সচেতনতামূলক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

বুধবার দুপুর ১২টায় প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে সচেতনতা মূলক শিবিরের উদ্বোধন করেন সিপাহীজলা জেলার এডিএম সুব্রত মজুমদার, উপস্থিত ছিলেন বিশালগড় মহকুমা শাসক দ্বীজ গোয়েল,টিসিএস আধিকারিক রাকেশ, এসডিপিও দুলাল চন্দ্র দত্ত, এসডিএমও অরিজিৎ সিনহা, জেলা শিক্ষা আধিকারিক মলয় ভৌমিক, জেলা সমাজ শিক্ষা আধিকারিক উত্তম কুমার দাস,সহ সিপাহীজলা জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীরা।সিপাহীজলা জেলায় বর্তমানে কিছু কিছু সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে ক্রমশ বাড়ছে।

যেটা আগামী দিনে মারাত্মক রূপ ধারণ করবে বলে উদ্বিগ্ন জেলা প্রশাসন। এর মধ্যে অন্যতম হল বাল্যবিবাহ ও অল্পবয়সী মায়েদের গর্ভবতী হওয়ার সংখ্যা অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাওয়া। তাছাড়া বর্তমান যুব শক্তির ড্রাগসের প্রতি আসক্ত হওয়া।যেটা ক্রমশ মহামারীর রূপ ধারণ করছে,এর ফল স্বরূপ বাড়ছে সামাজিক অবক্ষয়।এই সচেতনতা শিবিরে বিপর্যয় মোকাবিলা নিয়েও ছাত্রছাত্রীদের বোঝানো হয়। শিক্ষক শিক্ষিকা সহ ছাত্রছাত্রীদের বাল্যবিবাহ, ড্রাগসের ভয়াবহতা ও বিপর্যয় মোকাবিলা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে এই সচেতনতা মূলক কর্মশালায় তিন জন রিসোর্স পার্সন উপস্থিত ছিলেন। এরা হলেন মধুমিতা ভট্টাচার্য, যিনি সিডব্লিএসের মেম্বার ও একজন বিশিষ্ট আইনজীবী।মাল্যবান চক্রবর্তী, যিনি রূপায়ন ফাউন্ডেশনের এমডি,রাকেশ কুমার মিনা , যিনি এসআই বিপর্যয় মোকাবিলা টিম। আজকের ছাত্রছাত্রীরা আগামীর ভবিষ্যত। তাদের রাষ্ট্র নির্মানের কারিগর হিসেবে গড়ে তুলতে এই কর্মশালা। অনুষ্ঠান শেষে কর্মশালায় আগত তিনজন রিসোর্স পার্সন কে স্মারক দিয়ে সম্মাননা প্রদান করা হয়।

নাশকতার আগুনে পুড়লো তিনকানি ক্ষেতের খড়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জানুয়ারি: নাশকতার আগুনে পুড়লো তিনকানি ক্ষেতের খড়। অল্পেতে রক্ষা পেলো প্রচুর বসত বাড়ি। ঘটনা নোয়াগাও এলাকায়। বামুটিয়া পুলিশ ফাঁড়ির অন্তর্গত নোয়াগাও এলাকায় মঙ্গলবার গভীর রাতে হরিবিন্দু রায় নামে এক কৃষকের ৩ কানি ক্ষেতের ধানের খড় পুড়লো নাশকতামূলক অগ্নিকাণ্ডে। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে মোহনপুর দমকল বাহিনীর কর্মীরা। অল্পেতে রক্ষা পেলো প্রচুর বসত বাড়ি। ঘটনাস্থলে আসে বামুটিয়া পুলিশ ফাঁড়ির ওসি অ্যান্থনি জমাতিয়া, লেফুঙ্গা থানার সেকেন্ড অফিসার রণব্রত ঘোষ সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী উপস্থিত ছিলেন বিজেপি বামুটিয়া মণ্ডলের সভাপতি শিবেন্দ্র দাস। এই অগ্নিকাণ্ডকে কেন্দ্র করে মুহূর্তে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, মঙ্গলবার গভীর রাতে নোয়াগাও এলাকার কৃষক হরিবিন্দু রায়ের ৩ কানি ক্ষেতের ধানের খড়ে কে বা কারা আগুন লাগিয়ে দেন। বিষয়টি বাড়ির মানুষ লক্ষ্য করতেই স্থানীয়রা এবং বাড়ির মানুষ আগুন নেভানোর চেষ্টা শুরু করে। ঠিক সেই সময় ঘটনাস্থলে আসেন মণ্ডল সভাপতি শিবেন্দ্র দাস। তিনি খবর দেন দমকল বাহিনীকে। মোহনপুর দমকল বাহিনীর একটি ইঞ্জিন দীর্ঘ চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়। এই বিষয়ে স্থানীয় বাসিন্দা বিজেপি বামুটিয়া মণ্ডল সভাপতি শিবেন্দ্র দাস বলেন ঘটনার তদন্ত চলছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের পাশে থাকার আশ্বাস দেন।

বাগবাসা ও উদয়পুরে নেশা সামগ্রী উদ্ধার, গ্রেপ্তার ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জানুয়ারি: বাগবাসা থানার পুলিশের তৎপরতায় রাজ্যে নেশা জাতীয় সামগ্রীর চালান আটকের এক বড় সাফল্য এল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ বাগবাসা পেট্রোল পাম্প এলাকায় অভিযান চালায় এবং একটি সাদা রঙের প্যাসেঞ্জার গাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করে।

বাগবাসা থানার ওসি পার্থ দেব জানিয়েছেন, তাদের কাছে গোপন খবর এসেছিল আট নং আসাম আগরতলা জাতীয় সড়ক ধরে আসাম থেকে নেশা জাতীয় সামগ্রী রাজ্যে প্রবেশ করবে। সেই খবরের ভিত্তিতে তারা বাগবাসা পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন জাতীয় সড়কের উপর অবস্থান নেন। পরে একটি সাদা রঙের প্যাসেঞ্জার গাড়ি আসলে তল্লাশি চালিয়ে গাড়ির ভিতরে থাকা গোপন কক্ষ থেকে ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়।

তিনি আরো বলেন, এই ঘটনায় ইয়াবা পাচারকারী সুমন মিয়াকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তার বাড়ি ধনপুরের তাইজামুড়া এলাকায়। তার বিরুদ্ধে থানায় মামলা রুজু করা হয়েছে এবং তদন্ত চলছে।

ই-রিক্সা থেকে হেরোইন আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২২ জানুয়ারি : উদয়পুরের কাকড়াবন পুলিশের নাকা চেকিংয়ের সময় এক ই-রিক্সা থেকে প্রায় ২০০ প্যাকেট হিরোইন জব্দ হয়েছে। ঘটনাটি বুধবার সকালে ঘটে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, নাকা পয়েন্টে চেকিং চলাকালীন মেলাঘর থেকে আসা একটি ই-রিক্সাকে পুলিশ থামিয়ে তল্লাশি করা হয়। এই সময় ই-রিক্সায় থাকা তাহার মিয়া নামে এক যুবকের কাছ থেকে এই বিপুল পরিমাণ হিরোইন উদ্ধার করা হয়।

খবর পেয়ে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক নির্মাণ দাশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্তের তদারকি করেন। এই ঘটনায় তাহার মিয়াকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তার বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে।

সিমেন্ট বোঝাই লরি খাদে প্রাণে বাঁচলেন চালক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর ২২ জানুয়ারি : নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সিমেন্ট বোঝাই গাড়ি ছিটকে খাদে পড়ল। ওই ঘটনায় আহত হয়েছে চালক। ওই ঘটনায় কল্যাণপুর থানা এলাকার অমর কলোনিতে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গতকাল রাতে আনুমানিক দশটা নাগাদ বাগান বাজারে সিমেন্ট খালি করে শিলং যাবার পথে কল্যাণপুর থানা এলাকার অমরকলোনিতে চালকের অসাবধানতায় কারণে মূল সড়ক থেকে কিছুটা দূরে পালটি খেয়ে খাদে পরে গিয়েছে। স্থানীয় মানুষ বিকট শব্দ শুনতে পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে। জনমনে বেশ আতঙ্ক তৈরি হয়। রাতেই ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে কল্যানপুর থানার পুলিশ। সিমেন্ট বোঝাই গাড়ির সামনের অংশের বেশ ক্ষতি হয়।আরও জানা গিয়েছে, ওই ঘটনায় আহত হয়েছে চালক আসাদুল হক (৩০)। চালকের বাড়ি আসাম বরপেটা। আজ বুধবার সকালে ঘটনা প্রত্যক্ষ করতে মানুষের ভিড় জমে যায় অমর কলোনি এলাকায়। অল্পতে প্রাণে রক্ষা পায় চালক। গাড়িটি শিলং থেকে সিমেন্ট বোঝাই করে কল্যাণপুরের বাগান বাজারে এসেছিল। ঘটনায় জনমনে রাতেই আতঙ্ক তৈরি হয়।

রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত গিরিধারী অঙ্গনে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জানুয়ারি: রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠার বর্ষপূর্তিতে রাজধানী আগরতলা শহর এলাকার ধলেশ্বরের গিরিধারী অঙ্গনে শ্রী রামের পতাকা উত্তোলন করা হয়। ২২ জানুয়ারি বুধবার সকালে রাজ্যের বিশিষ্ট পুস্তক ব্যবসায়ী ও সমাজসেবী শিবু সাহার বাসভবনে গিরিধারী অঙ্গনে শ্রী রামের পতাকা উত্তোলন করা হয়।এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন চাম্পামুড়া সেবা ধামের ডাক্তার রণধীর চক্রবর্তী, ধীরেন্দ্র সরকার, সমাজসেবী রাখাল দাস , শিবু সাহা প্রমূখ। এদিন এ উপলক্ষে বিশেষ পূজার্চনা করা হয় এবং প্রসাদ বিতরণ করা হয়। গিরিধারী অঙ্গনের এ ধরনের উদ্যোগের ভূয়শী প্রশংসা করেছেন সকলে।

দুইদিনের ঝটিকা সফরে হর্টিকালচার কর্পোরেশন লিমিটেডের চেয়ারম্যান জহর সাহা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জানুয়ারি: দুইদিনের ধলাই, ঊনকোটি, উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ঝটিকা সফরে হর্টিকালচার কর্পোরেশন লিমিটেডের চেয়ারম্যান জহর সাহা। ২১ জানুয়ারি মানিকভান্ডারে দলীয়কর্মীদের সাথে আলোচনা সেরে তিনি হর্টিকালচারের অধীন মাছমারাসিত করইমুড়া, দেওয়ানবাড়ি, কৃষ্ণটিলা বাগান পরিদর্শন করেন।এখানে উল্লেখ্য ধলাই, ঊনকোটি ও উত্তর ত্রিপুরা জেলায় হর্টিকালচার ডিপার্টমেন্টের আওতায় কাজুবাদাম, লেবু, কাঁঠাল, লিচু, কমলা সহ বিভিন্ন প্রজাতির ফলের একাদিক বাগান রয়েছে। কিন্তু বাগানগুলির পরিচর্যার অভাবে তা থেকে সরকারের রেভিনিউ কি আসে তা বলা বাহুল্য। কর্মচারীরা মাসে মাসে শুধুমাত্র বেতনেই গুনছেন। কোন অফিসিয়াল ভিজিট আসলেই বাগানে কর্মরত কর্মচারীরা তড়িঘড়ি কিছু জঙ্গল কাটার প্রয়োজন মনে করে। অন্যথায় বছর পর বছর জঙ্গলে পরিপূর্ণ থাকে বাগানগুলি, এমনই অভিযোগ রয়েছে।হর্টিকালচার কর্পোরেশন লিমিটেডের চেয়ারম্যান জহর সাহা জানান, দুদিনের এই জটিকা সফরের মূল উদ্দেশ্য হলো বাগানগুলিকে নূতন রূপ দেওয়ার। তিনি বলেন প্রতিটি বাগানে কয়েক একর করে পাম চাষের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এতে করে যদি সরকার কিছুটা মুনাফার মুখ দেখতে পায়। তিনি স্বীকার করেন বাগানের দায়িত্বে থাকা কর্মচারীদের অবহেলার ফলেই এত বড় বড় বাগানগুলির আজ জীর্ন দশা।বাগানগুলিতে নতুন নতুন চারা লাগানো থেকে শুরু করে নতুন ভাবে বাগানগুলিকে তৈরি করারও কথা চিন্তাভাবনায় রয়েছে বলে জানান জহরবাবু। এই চিন্তাধারা নিয়ে গত ২১ জানুয়ারি পেচারতল বিএসসি চেয়ারম্যানকে সঙ্গে নিয়ে দেওয়ানবাড়ি, করইমূড়া এবং কৃষ্ণটিলা বাগান পরিদর্শন করেন। ২২ জানুয়ারি উত্তর ত্রিপুরা যুবরাজনগর বিধানসভার অন্তর্গত বালিদুম বাগানটা পরিদর্শন করেন। সঙ্গে ছিলেন বিজেপি নেত্রী মলিনা দেবনাথ, উত্তর ত্রিপুরা জেলা সমিতি চেয়ারম্যান সহ একাধিক সানীয় নেতৃত্ব। কি করে বাগান গুলিকে পুনরায় পুনর্জীবিত করা যায় তা নিয়ে তাদের সাথে দীর্ঘ আলোচনা করেন জহরবাবু। এখন দেখার বিষয় এই উদ্যোগে বাগানগুলির শ্রীবৃদ্ধি ঘটে কিনা।

ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে জৈব প্রযুক্তি বিষয়ক চিন্তা চেতনাকে সুদৃঢ় করার প্রয়াস নিতে হবে: অনিমেষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জানুয়ারি: বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ছাড়া কোনও দেশের অগ্রগতি সম্ভব নয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে এগিয়ে থাকা দেশগুলি উন্নত দেশ হিসেবে বিবেচিত হয়। আজ আগরতলার প্রজ্ঞাভবনে শিক্ষক- শিক্ষিকাদের দ্বিতীয় বছরের জন্য ডিএনএ (ঙ্গঞ্জ) ক্লাবের কার্যক্রম নিয়ে এক প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন করে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশমন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা একথা বলেন। অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে জৈব প্রযুক্তি বিষয়ক চিন্তা চেতনাকে আরও সুদৃঢ় করার প্রয়াস নিতে হবে। অনুষ্ঠানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমন্ত্রী এ ধরনের প্রশিক্ষণ শিবির জেলা ও মহকুমাস্তরে আয়োজন করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এই প্রশিক্ষণ শিবিরে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে ৪০টি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, সহকারি প্রধান শিক্ষক, টিচার্স কো-অর্ডিনেটর ও ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং পরিবেশ দপ্তরের সচিব তথা ত্রিপুরা বায়োটেকনোলজি কাউন্সিলের ভাইস চেয়ারম্যান ড. কে শশীকুমার। তিনি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতা গড়ে তুলতে ত্রিপুরা বায়োটেকনোলজি কাউন্সিলের বিভিন্ন উদ্ভাবনী উদ্যোগগুলি তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে ডিএনএ ক্লাবের প্রথম বছরের কাজের অগ্রগতি মূল্যায়নের মাধ্যমে ৪০টি বিদ্যালয়ের ২৩ জন শিক্ষক শিক্ষিকাকে সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়। ডিএনএ ক্লাবের বিভিন্ন বিজ্ঞানভিত্তিক কর্মসূচি সফলভাবে রূপায়ণের জন্য ৪০টি বিদ্যালয়ের ৮০ জন ছাত্রছাত্রীকে বেস্ট পারফরমিং স্টুডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। প্রশিক্ষণ শিবিরে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ ডিএনএ ক্লাব প্রকল্প বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য দিকগুলি তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে ডিএনএ ক্লাবের অগ্রগতি ও মূল্যায়ন বিষয়ক একটি তথ্যভিত্তিক বইয়ের আবরণ উন্মোচন করা হয়। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের সদস্য সচিব বিশু কর্মকার, সিনিয়র সায়েন্টেফিক অফিসার সুশান্ত বণিক প্রমুখ।

উল্লেখ্য, ত্রিপুরা বায়োটেকনোলজি কাউন্সিল রাজ্যের বিদ্যালয়গুলিকে বিজ্ঞান বিষয়ক পরীক্ষা নিরীক্ষা করার জন্য ডিএনএ ক্লাব প্রকল্পে আর্থিক অনুদান ও কারিগরি সহায়তা দেওয়া হয়। এখন পর্যন্ত ১৭২টি বিদ্যালয়কে এই সহায়তা দেওয়া হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৪০টি বিদ্যালয়কে ডিএনএ ক্লাবের কার্যক্রমের জন্য দ্বিতীয় পর্যায়ে ২৫ হাজার টাকা করে মোট ১০ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে রাজ্যে নতুন ৫০টি বিদ্যালয়কে ল্যাবরেটরি বিষয়ক যন্ত্রপাতি কেনা এবং বিভিন্ন জৈব বিজ্ঞানভিত্তিক পরীক্ষা নিরীক্ষা করার জন্য আর্থিক অনুদান ও কারিগরি সহায়তা দেওয়া হয়েছে। ডিএনএ ক্লাব প্রকল্পে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের বাটারফ্লাই গার্ডেন নির্মাণ, স্পেরো হাউস নির্মাণ, ব্লাড গ্রুপ আইডেন্টিফিকেশনের উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বায়োটেকনোলজি অধিদপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা তথা ত্রিপুরা বায়োটেকনোলজি কাউন্সিলের সদস্য সচিব অঞ্জন সেনগুপ্ত।

৩৫তম ত্রিপুরা শিল্প ও বাণিজ্য মেলা ২৯ জানুয়ারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জানুয়ারি: হাঁপানিয়া আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে আগামী ২৯ জানুয়ারি থেকে শুরু হবে ৩৫তম ত্রিপুরা শিল্প ও বাণিজ্য মেলা। ১৫ দিন ব্যাপী মেলা চলবে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। ২৯ জানুয়ারি বিকাল ৫টায় শিল্প ও বাণিজ্য মেলার উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা।

আজ শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের কনফারেন্স হলে সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানান শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী সান্তনা চাকমা। সাংবাদিক সম্মেলনে শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী সান্তনা চাকমা জানান, এবছর শিল্প ও বাণিজ্য মেলায় ৫১৫টি স্টল থাকবে। এরমধ্যে স্থানীয় শিল্পদ্যোগীদের ৩৩৭টি স্টল এবং জাতীয়স্তরের উদ্যোগীদের ১১৪টি স্টল খোলা হবে। তাছাড়াও গতবছরের মত এবছরও উদ্ভাবনী ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তির প্রদর্শনী, স্টার্ট আপ, ড্রোন প্রযুক্তি, বৈদ্যুতিক গাড়ি, স্বয়ংক্রিয় মেশিন ইত্যাদির মতো অত্যাধুনিক প্রযুক্তি প্রদর্শনী থাকবে। মেলাতে সরকারি দপ্তর, পিএসইউ, বেসরকারি সংস্থা, স্থানীয় উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীগণ অংশগ্রহণ করবেন। আন্তর্জাতিক এবং জাতীয়স্তরের খ্যাতনামা প্রদর্শকরাও তাদের পণ্য প্রদর্শন ও বিক্রি করবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী জানান, শিল্প ও বাণিজ্য মেলা চলাকালীন আগামী ৭ ও ৮ ফেব্রুয়ারি একটি বেসরকারি হোটেলে ডেস্টিনেশন ত্রিপুরা বিজনেস কনক্লেভ অনুষ্ঠিত হবে। এই কনক্লেভে রাজ্য ও বহিরাজ্যের ১৫০ জনেরও বেশি সম্ভাব্য বিনিয়োগকারী অংশ নেবেন। এই কনক্লেভে পর্যটন, তথ্য প্রযুক্তি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবার মত নির্দিষ্ট কয়েকটি বিষয়ে বিশেষভাবে আলোকপাত করা হবে।

ত্রিপুরাকে উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রধান বিনিয়োগের স্থান হিসেবে তুলে ধরার জন্যই এই কনক্লেভের আয়োজন করা হয়েছে। শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী জানান, গতবছর ৩৪তম শিল্প ও বাণিজ্য মেলায় ৬ কোটি ২৮ লক্ষ টাকার ব্যবসা হয়েছিল। তিনি আশা প্রকাশ করেন এবছর শিল্প ও বাণিজ্য মেলায় ব্যবসার পরিমাণ আরও বাড়বে।

ঘিলাতলী গ্রামে এলআই প্রজেক্ট বন্ধ, কৃষকেরা চিন্তিত

কল্যাণপুর, ২২ জানুয়ারি : কল্যাণপুর ও ডি ব্লকের ঘিলাতলী গ্রাম পঞ্চায়েতের পুলিশ পাড়া গ্রামে অবস্থিত এলআই প্রজেক্ট (২ নং) প্রায় এক মাস ধরে বন্ধ রয়েছে। এই পরিস্থিতি এলাকার কৃষকদের জন্য চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রজেক্টটি বন্ধ থাকায় জলসেচ ব্যবস্থা ব্যাহত হচ্ছে, ফলে ধান ও সবজি চাষের ওপর প্রভাব পড়ছে। কৃষকরা জানিয়েছেন, বিস্তীর্ণ এলাকার প্রায় দেড়শো কৃষক এই প্রজেক্টের জলের ওপর নির্ভরশীল। শুকনো মৌসুমে জলের অভাব কৃষিকাজকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।

এই সমস্যা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট এলআই প্রজেক্টের কর্মীরা জানিয়েছেন, বিষয়টি দপ্তরের উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনা হয়েছে। তবে কৃষকরা অনতিবিলম্বে প্রজেক্টটি মেরামতের দাবি জানিয়েছেন।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas